# কোর'আন ও হাদিসের আলোকে

## বিদা'য়াত কি?



লেখক

জয় নুল হক কুতুবউদ্দীন

ও

সলমন আব্দুল কাইয়ুম

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদক ঃ- সৈয়দ রেজাউল করিম

# কোরআন ও সুন্নাহের আলোকে—
# বিদা'য়াত কি?


*লেখক*

জিয়াউল হক কুতুবুদ্দিন

ও

সলমন আব্দুল কাইয়ুম

*ইংরাজী অনুবাদক*

মুহাম্মদ আলমগীর

*অনুবাদক ও সংকলক*

সৈয়দ রেজাউল করিম


pdf By Syed Mostafa Sakib

[redacted] 31/10/2013

প্রকাশকঃ- সৈয়দা হুস্নেআরা বেগম,
মাস'উদ প্রকাশনী, ৪৬ (১/৫/এ),
মীরপাড়া, বৈদ্যবাটী, হুগলী।

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৪১৮

প্রিন্টার ঃ
**পার্ল অফসেট,**
৬৪, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রাপ্তিস্থানঃ- **মুসলিম লাইব্রেরী,** ১১ কলুটলা স্ট্রীট;
ও ১২১-রবীন্দ্র সরণী, কোলকাতা--৭০০০৭৩
এবং
**মদিনা কিতাব ঘর,** বারাসাত,
চাঁপাডালি মোড়, উত্তর-২৪-পরগণা।

মূল্য-৬০ টাকা মাত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib



## সূচীপত্র


| | বিষয়বস্তু | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ১. | উপস্থাপনা | | ৪ |
| ২. | ভূমিকা | ইসলামে বিদায়াত প্রসঙ্গে | ৫ |
| ৩. | প্রথম অধ্যায় | বিদায়াত প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত সমূহ | ৮ |
| ৪. | দ্বিতীয় অধ্যায় | বিদায়াত প্রসঙ্গে হাদিস সমূহ | ১২ |
| ৫. | তৃতীয় অধ্যায় | শরিয়তী আইনের মূলনীতি সমূহ | ১৮ |
| ৬. | চতুর্থ অধ্যায় | বিদায়াত প্রসঙ্গে বিশেষ হাদিসগুলি | ২৩ |
| ৭. | পঞ্চম অধ্যায় | রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ কি? | ৩৫ |
| ৮. | ষষ্ঠ অধ্যায় | নতুন কার্যাদি যা রসূলুল্লাহ(সা:) সমর্থন করেছিলেন | ৪০ |
| ৯. | সপ্তম অধ্যায় | রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তীকালে গৃহীত নতুন কার্যাদি | ৪৪ |
| ১০. | অষ্টম অধ্যায় | বিদায়াতের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ | ৫৮ |
| ১১. | নবম অধ্যায় | মুসলিমদের কিছু সাধারণ আচরণ:– | ৭৩ |
| | | জন্মদিন পালন | |
| | | রসূলুল্লাহ(সা:) কে শ্রদ্ধা জানানো | |
| | | দলবদ্ধভাবে যিকির সম্বন্ধে | |
| | | ঝাড়ফুক ও তাগা তাবিজের ব্যবহার | |
| | | মিলাদ-উন-নবী সম্বন্ধে | |

## উপস্থাপনা

ইসলামে সমস্ত আইনের উৎস কোরআন ও সুন্নাহ।কোরআন আল্লার বাণী যা সমস্ত ভাল ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ের মূলনীতি গুলি বহন করে। সুন্নাহ হচ্ছে ঐ মূলনীতি গুলি রসূলুল্লাহ(সা:)কর্তৃক প্রয়োগের বিস্তৃত পদ্ধতি যা মন্দকে ত্যাগ করার ও ভালর ভালত্ব প্রকাশে প্রাধান্য দান করে।ইসলামী শিক্ষায় মানুষের সমস্ত কাজকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, ১)হাসানাৎ ও ২)সাইয়িয়াৎ। হাসানাৎ হল হালাল, বৈধ, আইনসম্মত গ্রহণযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভাল কাজ। আর মন্দ কাজ হল হারাম, নিষিদ্ধ, অবৈধ, অভিশপ্ত সাইয়িয়াৎ কাজ।

ইসলামে আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহৃত হয়- ১) শির্ক ও ২) বিদা'য়াৎ। শির্ক হল কোনকিছুকে আল্লার সমকক্ষ ভাবা, আল্লার ক্ষমতাকে সীমিত বা খণ্ডিত করা, আল্লাকে অবনমিত করা। আর বিদা'য়াৎ কঠোর বা সংকীর্ণ অর্থে সুন্নাহ বিরোধী যে কোন কাজ। তত্ত্বগত ভাবে বিদা'য়াৎ হল ইসলামে নতুন কার্যাদি যা নবী(সা:) সুন্নাহর গৃহীত নীতির মধ্যে এবং নবী(সা:) সুন্নাহর বাইরেও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বিদা'য়াৎ হল নতুন কার্যাদি যা ইসলামে জায়েজ নয়।

গত দু শতক ধরে ওহাবী আন্দোলন এমন রূপ ধারণ করে যে ইসলামে প্রচলিত বহুকার্যকে তারা বিদা'য়াৎ বলে ঘোষণা করল।ইসলামে হারাম ও হালাল প্রশ্নে মূলনীতিটি হল 'যা সুস্পষ্ট ভাবে নিষিদ্ধ নয় তা জায়েজ'। কিন্তু ওহাবীদের মতে যা সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত ও গৃহীত নয় তা নাজায়েজ। ফলে ইসলামের সাধারণ নীতিটিকে পুরাপুরি উল্টো করে ধরা হল। তারা পুরাপুরি ঈহুদী ও খৃষ্টান মৌলবাদীদের চিন্তাধারায় ডুবল এবং এর ফল বিষময় হল। তারা অন্যান্য মুসলিমদের কাফির বা মুশরিক তকমা দিল এবং মুসলিম নিধনে অগ্রসর হ'ল।

ওহাবীদের চিন্তাধারা ভ্রান্ত তা যে সব হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় সেগুলি ওহাবীদের আলেমরা অস্বীকার করে এবং এমন ভাব দেখায় যে ঐরূপ হাদিস ছিলনা।বর্তমান লেখকদ্বয় উক্ত বিষয়ে সমস্ত হাদিস খুঁজে বহু হাদিস ও কোর'আনের প্রাসঙ্গিক আয়াত এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন যাতে আহলে সুন্নাহর সমস্ত মানুষের মন থেকে ধাঁধা ও দ্বন্দ্ব দূর হয়। ওহাবীদের আলেমরা হাদিসের ৪৯টি বিভিন্ন সংগ্রহের মধ্যে ৩৪টি বিভাগের হাদিসগুলি অগ্রাহ্য ক'রে কেবল একটি সহীহ হাদিস গঠন করেছে অথচ সারা মুসলিম উম্মাহ বিগত ১২শ' বছর ঐ হাদিসগুলি সংরক্ষণ করেছে।ওহাবীদের আলেমরা তাদের সংকলিত হাদিস দ্বারা সকলকে বিদা'য়াতের ভয় দেখায়।

এই গ্রন্থ পাঠে সাধারণ মুসলিমগণ বিদা'য়াতের ভয় হ'তে মুক্ত হবে ও নবী(সা:) এর উদার আলোকময় পথের সন্ধান পাবে।

মুহাম্মদ আলমগীর, ঢাকা
ইংরাজী অনুবাদক

সৈয়দ রেজাউল করিম
বাংলা অনুবাদক



pdf By Syed Mostafa Sakib



**বিসমিল্লাহির রহমানের রাহিম।**
**আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন।**
**ইসলামে বিদা'য়াত প্রসঙ্গে**

## ভূমিকা

মুসলিম জনগণ প্রায় প্রতিটি ইসলামী ধর্ম সভায় শের্ক ও বেদা'য়াত কথাটি শুনে থাকেন। মৌলবী সাহেবগণ তাদের বক্তৃতায় বা মোনাজাতে প্রায়ই উল্লেখ করেন-'আল্লাহপাক আমাদিগে শির্ক ও বিদা'য়াত কাজ হতে রক্ষা করুন। 'শির্ক কথাটি আমরা মোটামুটি বুঝি--এ হ'ল আল্লাহর অংশীস্থাপন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, অন্য কেহ পুজার যোগ্য নয়, কোন ফেরেশস্তা, দেবদেবী, জিন ইত্যাদির কোন শক্তি নেই, সমস্ত ক্ষমতাই আল্লাহপাকের- একথা ভুলে গিয়ে আল্লাহপাকের স্থলে অন্য কোন উপাস্যকে মানলে বা কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ ভাবাকে শির্ক বলে। আমরা যদি পবিত্র কোর'আন ও হাদিসের আলোকে আল্লাহর ওণাবলী, ক্ষমতা, কার্যাদি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি অনুধাবন করি তাহ'লে আল্লাহর অংশীস্থাপন অর্থাৎ শের্ক থেকে দূরে থাকতে পারব এবং আল্লাহপাকের প্রতি অমর্যাদাকর কথা ও কাজ থেকে বিরত হব। এই জ্ঞান অর্জনের নামই আল্লাহকে জানা। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ মানে আল্লাহকে গভীর ভাবে জানা এবং দার্শনিক প্রজ্ঞা নিয়ে সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোর'আনের নিদর্শন গুলি উপলব্ধি করা ও নবীজির পথে সাধনা করা। আমাদের বুঝতে হবে কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। এর অর্থ এই যে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া একেবারে শূন্য থেকে যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তিনিই আল্লাহপাক। তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা ও কল্পনা ক'রে যখন বলেন 'হও' তখন তা হয়ে যায়। যেমন কোর'আন শরীফের সুরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে- **'ইন্নামা আম রহূ ইজা আরাদা শাইয়ান আঁই ইয়া কুলা লাহু কুন ফাইয়া কুন'** অর্থাৎ তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে তিনি যখন কিছু ইচ্ছা করেন, তিনি বলেন হও ফলে তা হয়ে যায়। (৩৬:৮২)।

এক্ষণে ব্যাপারটি আরো গভীর ভাবে উপলব্ধির জন্য বুঝতে হবে যে কোন অনু-পরমাণু তাঁর ইচ্ছার পূর্বে এবং তাঁর আদেশ ব্যতীত সৃষ্ট হয় না বা ধ্বংস হয় না। তিনি গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র ও অনু-পরমাণু পূর্ণ এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নূর, মহিমা, করুণা, ক্ষমতা সব সৃষ্ট বস্তুকে বেষ্টন করে আছে আর প্রতিটি বস্তুর গুণ ও ক্ষমতাদি তাঁরই প্রদত্ত। অনেকে বস্তুকে দেওয়া গুণ ও ক্ষমতাদিকে তাঁরই ক্ষমতার অংশ মনে করে ফলে শির্ক এর সৃষ্টি হয়। আসলে তাঁরই প্রদত্ত গুণ ও ক্ষমতাদি এবং তাঁর স্বীয় গুণ ও ক্ষমতা এক নয়। তিনি অতুলনীয় ও অখণ্ড, মানে এক ও অদ্বিতীয়। এছাড়া শির্ক থেকে দূরে থাকতে হলে প্রতিটি মুসলমানকে কোর'আন শরীফের সুরা এখলাসের অর্থটি গভীর ভাবে বুঝতে হবে যেখানে বলা হয়েছে 'লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ' মানে তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি।' এখানেই বুঝা যায় অন্যান্য ধর্মে যেসব সত্তাকে আল্লাহর সমান মনে করে এবং তাদের পূজা করে তার থেকে তিনি কত আলাদা ও কত উর্দ্ধের। সুতরাং কোন মুসলমান অন্যান্য ধর্মের ঈশ্বর, ভগবান বা গডকে আল্লাহপাকের সমান মনে করলে শির্ক এর অপরাধ করবে অর্থাৎ শির্ক এর পাপ করবে।

ইসলাম ধর্মানুসারে আল্লাহপাকের শির্ক করা মহাপাপ। আল্লাহপাক শির্কের গুনাহ কখনও ক্ষমা করেন না। সুতরাং প্রতিটি মুসলমানের উচিত শির্ক সম্বন্ধে সচেতন হওয়া

এবং কোন কথা বা কাজ দ্বারা আল্লাহপাকের অবমাননা বা অমর্যাদা না করা। কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহপাকের সমান মনে করা শির্ক। শির্কের আবার স্তরভেদ আছে যা উপলব্ধি করতে হলে তাগুতের ক্ষমতা ও প্রভাব সম্বন্ধে জানতে ও বুঝতে হবে। এবং ঐ সুক্ষ্ম ধরণের শির্ক থেকে বাঁচার জন্য অনেক ইমাম, মুফতি ও অলী-আল্লাহ গণ রাজা-বাদশার দরবারে যেতেন না বা তাদের অধীনে কোন কাজ করতেন না। আর বর্তমানে তো তাগুতের প্রভাব অসীম সুতরাং এ ধরনের শির্ক থেকে বাঁচা খুবই কঠিন। তাছাড়া গণক, জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করা, পীরের কাছে মানত করা সবই শির্ক। যাহোক এখানে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় শির্ক নয়, তাই বিদায়াত নিয়েই আলোচনা করা যাক।

অন্যদিকে বিদা'য়াহ বা বেদা'য়াত একটু জটিল ব্যাপার। বিদা'য়াহ্ কথাটির অর্থ নতুন ধর্মাচরণ যা নবী(সা:) করেননি বা তাঁর দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং তাঁর আমলে ইসলাম ধর্মে ছিলনা। এই কথাটা ব্যাপক অর্থে ধরলে দেখা যাবে যে নবীজির আমলে অনেক কিছুই ইসলাম ধর্মে ছিল না সুতরাং নবীজির পরে সৃষ্ট ধর্মীয় কার্যাদির সব কিছুই বেদা'য়াত বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ নবীজির পরবর্তী কালে খলিফায়ে রাশেদিনগণ যে সব নতুন কাজ প্রচলন করে ইসলাম ধর্মকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন সে সবই বেদা'য়াত বলে গণ্য হবে এবং চার ইমাম যে সব নব নব কার্যাদিকে কোর'আন ও হাদিসের আলোকে সঠিক বলে বিবেচনা করেছিলেন তা সবই বেদা'য়াত বলে মনে হবে। কিন্তু তা নয়, যে সব নব নব কার্যাদি কোর'আন ও হাদিসের উদ্দেশ্যের বিপরীত নয় তাকে বেদা'য়াত বলা যায়না। যে সব ধর্মাচরণে প্রচ্ছন্নভাবে শির্কের প্রভাব থাকে, যে সব ধর্মাচরণ কোর'আন ও হাদিসের উদ্দেশ্যের বিপরীত, আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের লক্ষ্যের বিপরীত তাকে বেদা'য়াত বলে। যে সব নতুন ধর্মাচরণ কোর'আন ও হাদিসের আলোকে গ্রহণীয় নয় তাকে বেদা'য়াত বলে।

কিন্তু উনিশ শতকে বিদা'তের এই ব্যাখ্যা উড়িয়ে দিয়ে একটি দল বিরাট আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং কোন্ কোন্ কার্যাদি কোর'আন ও হাদিসের আলোকে সঠিক এবং কোন গুলি বেঠিক সেই পার্থক্য মুছে দিয়েছিল। এই আন্দোলনকারীরা ছিল ওহাবী দল। ওহাবী মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল নজদের মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের নেতৃত্বে যিনি মুসলিম আলেম রূপী ইহুদী ও নাসারা চরদের প্ররোচনায় ঐ মতবাদের সৃষ্টি ও প্রচার করে ছিলেন। বৃটিশ গোয়েন্দারা মুসলিম আলেম সেজে আমীর বিন মুহাম্মদ সাউদকে ওহাবী আন্দোলনে যুক্ত করেছিলেন এবং দেরইয়া শহরকে কেন্দ্র করে ওহাবী ধর্ম প্রচার করেছিল আর বহু মুসলমানকে নিধন করেছিল। বেদা'য়াত নিয়ে এত বিরাট আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি এবং মুসলিম ধর্মের মধ্যে এতবড় অর্ন্তঘাত শিয়া গোষ্ঠী গঠনের পর আর হয়নি।

বেদা'য়াত নিয়ে এত বিরাট গণ্ডগোলের পিছনে মূল কারণ সুন্নাহ, হালাল ও হারাম বিষয়ে উল্টো ব্যাখ্যা প্রদান যা ওহাবীদের মধ্যে বিশেষ বিদ্যমান। ইসলাম ধর্মে হালাল ও হারাম বিষয়ে মূলনীতি হল- 'যা স্পষ্টভাবে নিষেধ নয় তা করা যায়' কিন্তু ওহাবীদের ব্যাখ্যা উল্টো মানে পুরো বিপরীত- 'যা স্পষ্টভাবে করতে বলা নেই তা নিষিদ্ধ।' এইভাবে ওহাবীরা, ঈহুদী ও খৃষ্টানদের মৌলবাদী ধারণার সাথে একই পথের পথিক। এই অবস্থার ফল ভীষণ মারাত্মক হ'ল- মুসলিমদের মধ্যে নানা নতুন দলের সৃষ্টি হয়, যারা সাধারণ মুসলিমদের মুশরিক ও কুফরকারী তকমা দেয় মুসলিমরা মুসলিমদের রক্তপাত ঘটাতে থাকে যেমন ঈহুদী ও খৃষ্টানরা পরিকল্পনা করেছিল।



pdf By Syed Mostafa Sakib



যারা ওহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত তারা সেইসব হাদিসকে অস্বীকার করে যা তাদের ভুল গুলি প্রমাণ করে, তারা মনে করে এমন কোন হাদিস আদৌ ছিলনা। ফলে সাধারণ মুসলিমরা ভীষণভাবে ভীত বেদা'য়াত নিয়ে। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিস্কার হতে পারে-মকছুদল মোমেনীন কিতাবে বলা হয়েছে ওজুর সময় ঘাড় মছেহ করা মুস্তাহাব ওহাবীদের কিতাবে একে বেদা'য়াত বলা হয়েছে। কিন্তু বেদা'য়াত মানে যা নাজায়েজ, নিষিদ্ধ। কী অদ্ভুত কথা যারা সাধারণ মুসলিমদের বিদা'য়াতের ভয় দেখায় তারা নিজেরা একটা নতুন পথ নিয়েছে। তারা সমস্ত মসনদ হাদিস ও ছেয়াছেত্তা হাদিস যা মুসলমানরা প্রায় বার শ' বছর আগলে আছে সেসব বাদ দিয়ে একটি মাত্র সহীহ হাদিস সংকলন প্রকাশ করেছে।

প্রায় দু শ' বছর ধরে বেদা'য়াত নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছে ও বহু ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে বিদা'য়াত বা নিষিদ্ধ বলে দাবী করা হচ্ছে। আরবের একজন আলেম শুধু হজের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেই একশ একত্রিশটি বিদা'য়াতের তালিকা তৈরী করে ছিলেন। হাদিস সমূহ চর্চা করলে দেখা যায়, এমন একটি হাদিসও নেই যেখানে নবীজি কোন একটি কাজকে বেদা'য়াত বলে চিহ্নিত করেছেন। কিছু আলেম বেদা'য়াত নিয়ে লিখতে গিয়ে কোর'আন ও হাদিসের নমুনা উল্লেখ করেছেন যা তাদের স্বীয় দৃষ্টি ভঙ্গীতে বিদা'য়াত নির্ণয়কারী বলে মনে করেন। যেসব হাদিস ও কোর'আনের আয়াত তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত সেগুলি তারা আলোচনা করেননি। এটা পরিস্কার ভাবে অসাধুতা। কিছু আলেম আছেন যারা নিজেদেরকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বেশী যুক্ত করেছেন অথচ ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন না। এইসব আলেমদের ঝুলিতে বহু কাজের তালিকা আছে যাকে তারা বেদা'য়াত বা নিষিদ্ধ মনে করেন। তারা হয়ত ভুলে গেছেন যে নবীজি তাঁর জীবদ্দশায় একটি কাজকেও বেদা'য়াত বলে চিহ্নিত করেননি যদিও অনেক নতুন কাজ তাঁর উপস্থিতিতেই প্রচলিত হয়েছিল। তাঁর এন্তেকালের পর তাঁর ঘনিষ্ট সাহাবীগণ ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক নতুন কার্য যুক্ত করে ছিলেন যা কখনই নিষিদ্ধ বা বেদা'য়াত বলে গণ্য হয়নি। নবী(সা:) সব সময় ঈমান ও আল্লাহর একত্ব ও মহত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন এবং কোর'আনের নির্দেশিত আদেশ গুলি পালনের উপর জোর দিতেন।

এখানে বিদা'য়াত বা উদ্ভাবন সম্বন্ধে বেশ কিছু হাদিস ও কোর'আনের আয়াত সংকলন করা হয়েছে যাতে পাঠকগণ তাদের মতামত ঠিক করতে পারেন। যদি পাঠকগণ কোন ত্রুটি লক্ষ্য করেন তা জানাতে পারেন। নিম্নলিখিত অধ্যায়ে বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে–

১) বিদা'য়াত বা উদ্ভাবন সম্বন্ধে বুঝতে কোর'আনের আয়াত সমূহ।
২) বিদা'য়াত বা উদ্ভাবন সম্বন্ধে বুঝতে হাদিস সমূহ ও মূল হাদিসগুলি।
৩) শরিয়তের মূলনীতি গুলি।
৪) বিদা'য়াতের উপর হাদিস সমূহ।
৫) নবী(সা:)এর সুন্নাহ কি?
৬) নব কার্যাদি যা নবী(সা:) অনুমোদন করেছিলেন।
৭) নব কার্যাদি যা নবী(সা:) এর পর গৃহীত হয়েছিল।
৮) মুসলমানদের কিছু সাধারণ আচার অনুষ্ঠান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# প্রথম অধ্যায়

## *বিদা'য়াত সম্বন্ধে কোর'আনের আয়াত সমূহ।*

বিদা'য়াত সম্বন্ধে জানতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর কোর'আনের আয়াত সমূহে মনোনিবেশ করতে হবে যা বিদা'য়াত সম্বন্ধে পাঠকের অন্তরদৃষ্টি উন্মোচন করতে সাহায্য করবে।

১) জিন্ন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোর'আনের আয়াত সমূহ।

২) ইসলাম আল্লাহর মনোনিত দ্বীন মানে জীবন বিধান-এ সম্বন্ধে কোর'আনের আয়াত সমূহ।

৩) দ্বীনের শুদ্ধতা বা সঠিকতার উপর কোর'আনের আয়াত সমূহ।

### *উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উদাহরণ ও ব্যাখ্যা।*

১) পবিত্র কালাম পাকে জিন্ন ও মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু আয়াত আছে তার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ক) মানুষের কার্যাবলী পরীক্ষার জন্য আল্লাহ পাক জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন-

'তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সবচেয়ে ভাল? তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান অনন্তর ক্ষমাশীল'। সুরা- মুলক (৬৭:২)।

খ) মানুষের অস্তিত্ব ও কার্যাবলী আল্লাহরই জন্য-

'বল, আমার প্রার্থনা ও আমার কোরবাণী, আমার জীবন ও আমার মরণ, জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।' সুরা-আন'আম (৬:১৬২)।

গ) আল্লাহ আমাদিগে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপাসনার জন্য, যেমন- 'আমি জিন্ন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি এই জন্য যে তারা আমারই এবাদত করবে।' সুরা-যারিয়াত। (৫১:৫৬)।.

ঘ) আল্লাহ আমাদিগে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁকে খুশী করতে ও সৎ কাজ করতে- 'হে ইমানদারগণ, রুকু কর, সেজদা কর ও এবাদত কর এবং সৎ কাজ কর, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।' সুরা- হজ্ব (২২:৭৭)।

ঙ) আল্লাহ আমাদিগে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তাঁকে স্মরণ করতে- 'তবে তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদিগকে স্মরণ করিব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হবে না।' সুরা-বাকারা (২:১৫২)।

২) মানুষ ও জিন্ন এর জন্য ইসলাম আল্লাহর মনোনিত দ্বীন মানে জীবন বিধান। নিম্মলিখিত আয়াত সমূহে তা পরিস্কার করে বলা হয়েছে-

ক) ইসলাম আল্লাহর মনোনিত একমাত্র দ্বীন- 'নি:সন্দেহে ইসলামই আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন। যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষ বশত:





তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়ে ছিল। আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার করলে আল্লাহ তো হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।' সুরা-আলে ইমরাণ (৩:১৯)।

খ) আল্লাহর কাছে ইসলাম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ) ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গৃহীত হবেনা। 'কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অর্ন্তভুক্ত।' সুরা-আলে ইমরাণ (৩:৮৫)।

গ) কখনও ভাবিও না যে তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বা ধর্মাচরণ করে আল্লাহকে ধন্য বা কৃতার্থ করেছ:-

'উহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে। বল, তোমাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ আমাকে ধন্য করেছে মনে করিও না, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে চালিত করে তোমাদিগে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' সুরা-হুজরাত (৪৯:১৭)।

ঘ) ইসলামের দিকে তোমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য আল্লাহর প্রশংসা কর:-

'আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলিয়া দিয়াছেন এবং যে তার প্রতিপালকের প্রদত্ত আলোতে আছে সে কি তার সমান যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের যারা আল্লাহর স্মরণে বিমুখ! তারা স্পষ্টত: বিভ্রান্ত।' সুরা-যুমার (৩৯:২২)।

৩) ইসলাম সত্যধর্ম ও ত্রুটিহীন।

আল্লাহ ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ ও মনোনীত করে তাঁর অনুগ্রহকে পূর্ণ করেছেন। সুরা মায়দার ৩নং আয়াতে বলেছেন 'তোমাদের জন্য হারাম মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবেহ করা পশু আর শ্বাসরোধে বা প্রহারে বা পতনে বা শৃঙ্গাঘাতে মৃত জন্তু, এবং হিংস্রপশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যাকে তোমরা জবেহ করতে পেরেছ তা ব্যতীত। আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেওয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ। আজ কাফেরগণ তোমাদের ধর্মের বিরুদ্ধতা করে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম। তবে কেউ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার জন্য বাধ্য হলে তখন আল্লাহ তো পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল।' 'লোকে তোমাকে প্রশ্ন করে তাদের জন্য কী কী হালাল করা হয়েছে? বল, সমস্ত ভাল জিনিস তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে.....' (৫:৪) সুরা-মায়দা।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হওয়ার ৯১ দিন পরে রসুলুল্লাহ(সা:) এন্তেকাল করেছিলেন। বিদা'য়াতের প্রবক্তারা সার্বজনীন ভাবে তাদের যুক্তির স্বপক্ষে ৫:৩ নং আয়াত উল্লেখ করে থাকেন। এই আয়াতটি কিভাবে ও কি রূপে তারা ব্যবহার ক'রে থাকে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা আমাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন।

প্রথমত:- কোর'আনের আয়াতটিকে দ্বীনের পরিপূর্ণতার সহিত ইসলামের পূর্ণতা এবং হালাল ও হারামের প্রতি শেষ নিষেধাজ্ঞা মনে করা হয়। বিদায়াতের প্রবক্তারা ঐ আয়াতটি ব্যবহার ক'রে এটা বোঝাতে চায় যে আমাদের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে নতুন কিছুই যুক্ত হবেনা। যদিও কেউ কেউ শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নতুন কোন কার্যের প্রচলন নিষিদ্ধ মনে করেন। এই ধারণাটি গ্রহণযোগ্য যখন কোন নতুন কাজ ধর্মের বিরুদ্ধতা করে মানে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে কোন নতুন কাজ যুক্ত করতে চেষ্টা করে। যদি কেউ এ ধারণাটা অবিবেচকের মত সর্বত্র প্রয়োগ করতে চায় তা হতে পারেনা। যদি নতুন কাজটি ধর্মের জন্য ভাল হয় (যেমন কোর'আন সংকলন বা অনুবাদ) তা হলে ক্ষতি কি? যদি নতুন কাজটি প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধ না হয় তাতে কি ক্ষতি হবে?

প্রতিটি নতুন কাজ কে কোর'আনের ঐ আয়াতের পরিপন্থী ভাবলে একটা ভীষণ সংকট সৃষ্টি হবে। যেমন ঐ আয়াত নাজেল হওয়ার পর নবীজী(সা:) যে সব নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তা মান্য করা যাবে না। বিভিন্ন হাদিস হতে আমরা জানি যে ঐ আয়াত নাজেল হওয়ার পর নবীজী(সা:) তাঁর হজব্রত পালন করে ছিলেন এবং তাঁর সাথী সাহাবাদের হজে আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি তাঁর সাহাবাদের আদেশ দিয়েছিলেন খলিফায়ে রাশেদিনদের রীতিনীতি (সুন্নাহ) গুলি এবং নতুন পরিস্থিতিতে গৃহীত 'ইসতিহাদ' মান্য করিতে। নবী(সা:)এর এই হাদিস মান্য করতে হলে ঐ আয়াত অনুসারে একটা ভীষণ সংকট সৃষ্টি হবে।

যদি ইসলাম বলিতে আমরা জিব্রাইল(আ:) কতৃক বর্ণিত ও রসুলুল্লাহ(সা:) কর্তৃক স্বীকৃত ধর্মকে বুঝি (যেমন মোছলেম ও সুনান আবু দাউদ এর হাদিসে বর্ণিত আছে) তাহ'লে উপরোক্ত সংকটের সমাধান হবে। জিব্রাইল(আ:) কতৃক বর্ণনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায় 'ইসলাম কী?' এবং কোথায় দ্বীনের পরিপূর্ণতা প্রকৃতপক্ষে ঘটেছিল?' (এ সম্বন্ধে 'দ্বীনের সংজ্ঞার উপর হাদিস' অধ্যায়ে বলা হয়েছে।) দ্বীন বা সত্যধর্ম বলতে আমরা জানি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা সমস্ত বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করে, যেমন খাদ্যাভ্যাস, পোষাক, ব্যবহার, ধর্মীয় কার্যাদি ইত্যাদি যা আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। ঐ হাদিসটি বর্ণনা করে দ্বীনের পরিপূর্ণতা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের (ঈমান, নমাজ, যাকাত, রোজা ও হজ) সঙ্গে যুক্ত। উপরোক্ত আয়াতটি (৫:৩) নাজেল হওয়ার আগে হজ ব্যতীত অন্য চারটি স্তম্ভের কথা নবী(সা:) বিস্তারিত বলে ছিলেন এবং অন্যের জন্য পালনীয় পদ্ধতিগুলি দেখিয়েছিলেন।

আরাফাতের ময়দানে ঐ আয়াতটি নাজেল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ(সা:) হজ এর রীতিনীতি সঠিক রূপে দেখিয়ে দিয়ে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের পরিপূর্ণতা দিয়েছিলেন। সত্য ঘটনা এই যে কোর'আন শরীফের মধ্যে হজ এর রীতিনীতি ও প্রার্থনা কিভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত বর্ণনা নেই। নবী(সা:) তাঁর কার্যাদি দ্বারা শিখিয়েছিলেন কীভাবে আল্লাহর আদেশ ও নির্দ্দেশাদি পালন ও প্রয়োগ করতে হবে। রসুলুল্লাহ(সা:) আল্লাহর আদেশ ও নির্দ্দেশাদি কিভাবে পালন করতে হবে তা জনগণকে শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর কার্য ধারা (সুন্নাহ) ও সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাদের কার্য ধারা (সুন্নাহ) কিভাবে পালন করতে হবে তার নির্দ্দেশাদি দিয়েছিলেন। এবং যে





ক্ষেত্রে কোর'আন ও হাদিসের মধ্যে পরিস্কার কোন উত্তর পাওয়া যায়না সেখানে ইসতিহাদের উপর নির্ভর করতে হবে। ইসতিহাদের উপর হাদিস সমূহ পরবর্তী অধ্যায়ে আছে। যে বিষয়ে কোর'আন ও নবীজির কার্যধারা (সুন্নাহ) নীরব সেখানে ইসতিহাদের ব্যবহার দেখুন।

টীকা:- ইসতিহাদ মানে ইসলামী আইনশাস্ত্র (ফেকাহ) অনুসারে আইন ও ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নের উপর গভীর প্রজ্ঞা ও পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও সমাধান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## *বিদা'য়াতে সম্বন্ধে হাদিস সমূহ।*

এখানে প্রাসঙ্গিক হাদিস সমূহ নিম্নলিখিত পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে–

১) ইসলামের সংজ্ঞার উপর হাদিস সমূহ।

২) 'কার্যাবলী বিচার করতে হবে উদ্দেশ্য বা নিয়ত অনুসারে' এ বিষয়ে হাদিস।

৩) কারো নিজের মতানুসারে কোর'আন ব্যাখ্যা করার উপর হাদিস সমূহ।

৪) রসুলুল্লাহ(সা:)এর বক্তব্য সঠিক এবং সাহাবাদের মতামত শুধু ধারণা মাত্র, এ বিষয়ে হাদিস।

৫) সাহাবাদের বক্তব্য ভুল এবং তাদের পরস্পরের মত পার্থ্যকের উপর হাদিস।

### *১) দ্বীন ইসলামের সংজ্ঞার উপর হাদিস সমূহ।*

স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল(আ:) এর উপর হাদিস থেকে জানা যায় রসুল(সা:) বলেছিলেন, ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপর গঠিত এবং জিব্রাইল(আ:) ইহা সত্য বলে স্বীকার করেছিলেন। সহীহ্ মোছলেম হাদিসের ১নং হাদিস ইয়াহইয়া বিন ইয়ামর বর্ণনা করেছিলেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেছিলেন আমার পিতা ওমর বিন খাত্তাব আমাকে বলেছিলেন– একদিন আমরা রসুলুল্লাহ(সা:) এর সঙ্গে বসেছিলাম এমন সময়ে একজন মানুষ পুরো সাদা পোষাকে আমাদের সামনে হাজির হয়েছিলেন, তাঁর চুলগুলি ছিল অসাধারণ কালো। তাঁর চেহারায় পথ চলার কোন ক্লান্তি ছিলনা। আমরা কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি। অবশেষে তিনি রসুলুল্লাহ(সা:) এর একেবারে সামনে বসলেন নবীজির হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে, এবং তাঁর হাত দুটি নবীজির উরুতে রেখে বললেন– **'মুহাম্মদ আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে জানাও।** রসুলুল্লাহ(সা:) বললেন ইসলাম বলতে বুঝায় যে তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল, এবং তুমি সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমজানের ছিয়াম পালন করবে এবং হজ পালন করবে যদি তুমি যাত্রার জন্য যথেষ্ট সক্ষম হও।' তিনি (জিজ্ঞাসাকারী আগন্তুক)বললেন-'তুমি সত্যই বলেছ'। তিনি (ওমর ইবনে খাত্তাব) বলেছিলেন-এটা আমাদিগে অবাক করেছিল যে যিনি প্রশ্ন করলেন তিনি নিজেই সত্য বলে ঘোষণা করলেন। তিনি (আগন্তুক) বললেন- **'আমাকে ইমান সম্বন্ধে বল'।** রসুলুল্লাহ(সা:) বললেন 'তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাব সমূহ, তাঁর নবীগণ ও বিচার দিনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে'। জিজ্ঞাসাকারী বললেন–'তুমি সত্য বলেছ'। তিনি (আগন্তুক) আবার বললেন– **'আমাকে এহসান সম্বন্ধে বল'।** রসুলুল্লাহ(সা:) বললেন- 'তুমি আল্লাহর এবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ, যদিও তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন'। তিনি (আগন্তুক) আবার বললেন– **আমাকে কেয়ামতের সময় সম্বন্ধে জানাও।** রসুলুল্লাহ(সা:) মন্তব্য করলেন- 'যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারীর থেকে বেশী জানে না'। তিনি (আগন্তুক) আবার বললেন- 'এর কিছু আলামত সম্বন্ধে আমাকে বল'।



pdf By Syed Mostafa Sakib



রসুলুল্লাহ(সা:) বললেন যে - 'দাসীমেয়ে তার মালিকের জন্ম দেবে, তুমি দেখবে নগ্নপদ, অন্নবস্ত্রহীন রাখালগণ পরস্পর প্রতিযোগিতা করছে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণের জন্য।' তিনি (ওমর ইবনে খাত্তাব) বলেছিলেন- তারপর তিনি (আগন্তুক) চলে গেলেন কিন্তু আমি তাঁর (রসুলুল্লাহ(সা:)) সাথে অনেকক্ষণ ছিলাম। তখন রসুলুল্লাহ(সা:) আমাকে বললেন, 'ওমর, তুমি কি জান এই আগন্তুক জিজ্ঞাসাকারী কে ছিলেন? আমি উত্তর করিলাম 'আল্লাহ ও তাঁর রসুলই সবচেয়ে ভাল জ্ঞানেন'। তিনি (রসুলুল্লাহ(সা:)) মন্তব্য করলেন- 'তিনি ছিলেন জিব্রাইল(আ:)। তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন তোমাদিগে ধর্মীয় ব্যাপারে জানাতে'।

একই রকম হাদিস ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার বর্ণনা করেছেন সুনান আবু দাউদের ৪৬৭৮ নং হাদিসে। উপরোক্ত হাদিসে ইসলাম সম্বন্ধে নির্ভর যোগ্য সংজ্ঞা পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে।

### *(২) কার্যাবলী বিচারে করতে হবে 'উদ্দেশ্য বা নিয়তের' উপর-এ বিষয়ে হাদিস*

ইমাম বুখারী ১(১)নং হাদিসে 'ওমর ইবনে খাত্তাব'(রা:) বর্ণনা করেছেন 'আমি রসুলুল্লাহ(সা:)কে বলতে শুনেছি কার্যাদির পুরস্কার নিয়তের উপর নির্ভর করে এবং পুরস্কার পাবে তার নিয়তের উপর। সুতরাং যে কেউ দেশ ত্যাগ করে জাগতিক লাভের জন্য বা একজন স্ত্রীলোককে বিবাহের জন্য, তার দেশত্যাগ সে যে জন্য দেশান্তরী হয়েছিল।' একই হাদিস মোছলেম হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। 'ওমর ইবনে খাত্তাব'(রা:) বর্ণনা করেছেন, হাদিস নং ৪৬৯২।

আমরা রসুলুল্লাহ(সা:)এর বিখ্যাত হাদিসটি জানি যেখানে তিনি বলেছিলেন 'যখন দুজন মুসলমান পরস্পরকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধ করে তারা উভয়ে নরকে যাবে।' মোছলেম হাদিস, হাদিস নং-৬৮৯৮। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আনাফ ইবনে কায়েস(রা:)।

আপাত দৃষ্টিতে এই হাদিসটি সর্বত্র প্রযোজ্য মনে হয় না। কিন্তু এটা সর্বত্র প্রযোজ্য যদি দুজন মুসলমানই পরস্পরকে ঘৃণা বসত একাজ করে। কিন্তু কোন একজন বা একদল আত্মরক্ষাকারী হয় বা জাতি ও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করে সেক্ষেত্রে এই হাদিসটি প্রযোজ্য হবে না। উদ্দেশ্য অনুসারে কার্যাবলী বিচার করতে হবে। এবিষয়ে আর একটি হাদিস হচ্ছে খলিফা ওসমান (রা:) যুম্মার নমাজে একটি অতিরিক্ত আজানের বিধি চালু করেছিলেন কারণ মুসলমানরা যেন বেশী বেশী যুম্মার নমাজে অংশ নিতে পারে। এই হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে বুখারী শরীফের ২(৩৫)নং হাদিসে এবং সুনান আবু দাউদের ১০৮২নং হাদিসে। আর একটি উদাহরণ হল ওমর (রা:) একবার খলিফা আবু বকর(রা:) সহিত বিতর্ক করেছিলেন কোর'আন শরীফ সংকলনের জন্য কারণ আল্লাহপাকের আয়াতগুলি যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ দরকার যেহেতু নবী(সা:)এর মৃত্যুর পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে বহু হাফিজ নিহত হয়েছিলেন। খলিফা আবু বকর(রা:) কোর'আন শরীফ সংকলনের জন্য রাজী হয়েছিলেন, যদিও তিনি তা পছন্দ করেননি— যেহেতু নবী(সা:) সেকাজ করেননি।

### ৩) *নিজস্ব মতানুসারে কোর'আনে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে হাদিস*

যদি কেহ নিজ চিন্তাধারা মতে কোর'আনের আয়াত ব্যাখ্যা করতে চায় তবে তা ভুল হবে। সুনান আবু দাউদের ৩৬৪৪ নং হাদিসে জুনদুব (রা:) বর্ণনা করেছেন- 'নবী(সা:) বলেছেন, যদি কেহ তার নিজ চিন্তাধারা মতে কোর'আনের আয়াত ব্যাখ্যা করে সে সঠিক ব্যাখ্যা করলেও সে ভুল করেছে।' এই হাদিসের অর্থ খুবই পরিস্কার--হাদিসের কিছু বক্তব্য তুলে ধরে সে সম্বন্ধে কোর'আন ও হাদিসের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বা সরাসরি যুক্ত বক্তব্য গুলি না উল্লেখ করে নিজস্ব মতামতকে তুলে ধরা ভুল।

### ৪) *নকল হাদিস তৈরি করার জন্য শাস্তি সম্বন্ধে হাদিস*

'যে ইচ্ছাকৃতভাবে নবী(সা:) সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলে সে নরকে যাবে।'- এটা সুনান আবু দাউদের ৩৬৪৩ নং হাদিস- যা আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের(রা:) কর্তৃক বর্ণিত তার পিতার কর্তৃত্বের উপর-'আমি পিতা জুবায়ের(রা:)কে জিজ্ঞাসা করে ছিলাম নবী(সা:) সুন্নাহ সম্বন্ধে সাহাবারা যেমন বলেন তেমন বলতে তাঁকে কি বাধাদান করে? তিনি বলেছিলেন 'আমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি আছে, কিন্তু আমি তাঁকে বলতে শুনেছি "যে আমার সম্বন্ধে ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা বলে সে নিশ্চয়ই নরকে যাবে।" ইমাম বুখারীর ১(১০৭)নং হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের(রা:) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদিসটি একটু অন্যভাবে বর্ণিত হয়েছে।

### ৫) *রসুলুল্লাহে (সা:)এর বক্তব্য সঠিক এবং সাহেবাদের মতামত ধারণামাত্র*

এ সম্বন্ধে হাদিস সুনান আবু দাউদের ৩৫৭৯নং হাদিস যা ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণিত। তিনি মিম্বারে বসে বলেছিলেন- 'হে জনগণ, রসুলুল্লাহ(সা:)এর বক্তব্য সঠিক কারণ আল্লাহ তাঁকে দেখিয়ে দিতেন কিন্তু আমাদের মতামত কেবল ধারণা ও কল্পনা মাত্র। আবু দাউদ(রহ:) এই হাদিসের মধ্যে কোন দূর্বলতা দেখেননি এবং তিনি এই হাদিসের উপর কোন মন্তব্য করেননি। সাধারণত: আবু দাউদ(রহ:) কোন হাদিস সম্বন্ধে কিছু আলোচ্য বিষয় থাকলে তিনি তাঁর মন্তব্য করতেন।

নিম্নলিখিত হাদিসটি ওমর ইবনে খাত্তাব(রা:)এর উপরোক্ত বক্তব্যটির উপর আলোকপাত করে যে সাহাবারা ভুল করা থেকে মুক্ত ছিলেন না। উল্লেখ্য এই যে কিছু অত্যন্ত সম্মানীয় সাহাবাগণও ভুল করতেন।

ইমাম বুখারীর ৩(৬০১)নং হাদিস ওমর ইবনে খাত্তাব বর্ণিত-'আমি হিশাম ইবনে হাকিম ইবনে হিজামকে সুরা ফুরকান পাঠ করতে শুনেছিলাম যা আমার থেকে আলাদা ধরণের,আল্লাহর রসুল আমাকে অন্য রকম ভাবে পড়তে শিখিয়ে ছিলেন। সেজন্য আমি তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হই কিন্তু আমি অপেক্ষা করছিলাম তার পড়া শেষ করা পর্যন্ত তারপর আমি তার জামার কলার ধরে রসুলুল্লাহ(সা:)এর কাছে নিয়ে গিয়ে বললাম- "আমি তাকে সুরা ফুরকান অন্য ভাবে পাঠ করতে শুনেছি যেমন আপনি আমাকে শিখিয়েছিলেন তেমন নয়।" নবীজি(সা:) আমাকে তার জামার কলার ছেড়ে দিতে বললেন এবং হিশামকে বললেন উহা পড়তে। যখন সে উহা পড়িল নবীজি(সা:) বললেন- "উহা এভাবেই নাজেল হয়েছিল," তারপর তিনি আমাকে উহা পড়তে বললেন, তখন আমি উহা পড়লাম। নবীজি(সা:) বললেন-



pdf By Syed Mostafa Sakib



"উহা এভাবেই নাজেল হয়েছিল; কোর'আন নাজেল হয়েছে সাতটি ভিন্ন ভাবে সুতরাং তুমি সেভাবে পড় যেভাবে পড়া তোমার কাছে বেশী সহজ হবে।"– একই ঘটনা মোছলেম শরীফের ১৭৮২নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ(রা:) একজনকে কোর'আন ভুল আবৃত্তি করছে ভেবে নবীজি(সা:)এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইমাম বুখারীর ৬(৫৮২)নং হাদিসে বলা হয়েছে "আবদুল্লাহ(রা:) বর্ণনা করেছেন যে তিনি একজনকে কোর'আনের একটি আয়াত আবৃত্তি করতে শুনেছেন যা নবীজি(সা:)কে অন্যভাবে আবৃত্তি করতে শুনেছেন। সেজন্য তিনি রসুলুল্লাহ(সা:)এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বিষয়টি বললেন। নবীজি(সা:) বললেন- "তোমরা উভয়েই সঠিকভাবে আবৃত্তি করেছ সুতরাং তোমরা ঐভাবেই আবৃত্তি করতে থাক। নবীজি(সা:)' বললেন- "জাতিগুলি যারা তোমাদের সামনে ছিল তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে কারণ তারা মতভেদ করেছিল।"

ওমর(রা:) একবার দেনমোহর নির্দ্ধারণের সময় একজন মহিলা প্রতিবাদ করলে তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন। একদিন খলিফা ওমর(রা:) জনগণের সামনে ধর্মালোচনার সময় বললেন- "যদি কেহ বিবাহ করে এবং তার স্ত্রীর জন্য ৪০০ দেরহামের বেশী দেনমোহর ধার্য্য করে আমি তাকে নির্দ্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করব এবং অতিরিক্ত অর্থ বাইতুল মালে জমা করব।" শ্রোতাদের মধ্যে একজন মহিলা প্রতিবাদ করে বললেন- "ওমর! তোমার কথা না আল্লাহপাকের নির্দ্দেশ কোনটি বেশী গ্রহণযোগ্য? সর্বশক্তিমান আল্লাহপাক কি বলেননি- "যদি তুমি একজন স্ত্রীর বদলে আর একজন স্ত্রী গ্রহণে ইচ্ছা কর এবং তুমি তাকে একরাশ সোনা দিয়ে থাক তাহ'লে তার থেকে কিছুই নেবে না।" আল্ কোর'আন (৪:২০)।

মহিলাটির প্রতিবাদ ও আল্লাহপাকের আয়াত শুনিয়া ওমর(রা:) বললেন- "আপনার, আপনাদের সকলের এমনকি পর্দার আড়ালে যেসব মহিলারা রয়েছেন তাদের ধর্মীয় সমস্যা ও ফেকাহর জ্ঞান ওমরের থেকে বেশী ভাল আছে।" তারপর ওমর(রা:) আবার মিম্বারে উঠে বললেন- "যদিও আমি আপনাদের ৪০০ দেরহামের বেশী দেনমোহর আপনার স্ত্রীদের দিতে নিষেধ করেছিলাম এখন আমি আপনাদের অনুমতি দিচ্ছি ৪০০ দেরহামের বেশী দেনমোহর দিতে পারবেন, তাতে কোন দোষ নেই।"

উপরোক্ত তথ্যাদি ইন্টারনেটের একটি প্রবন্ধ থেকে লওয়া হয়েছে যেখানে নিম্নলিখিত পুস্তকাদি দেখতে বলা হয়েছে:-

১) জামালুদ্দীন সাইউতির 'তফসির ই দারুল মনসুর' ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা।
২) ইবনে কাদিরের ভাষ্য, ১ম খণ্ড, ৪৬৮ পৃষ্ঠা।
৩) ইবনে মাজা কাযিউনির সুনান গ্রন্থের ১ম খণ্ড।
৪) বায়হাকীর সুনান ৭ম খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা।
৫) কাসতালানির 'ইরশাদুস সারি শারহ' সহীহ বুখারীর ৮ম খণ্ড, ৫৭পৃষ্ঠা।
৬) হাকিম নিশাপুরীর 'মুসতাদ্ রাক', ২য় খণ্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা।

## (৬) সাহাবাদের পারস্পরিক ভিন্ন মতের উপর হাদিস

ইমাম বুখারীর ২(৪৮৮)নং হাদিসে জাইদ ইবনে ওয়াহাব বর্ণনা করেছেন- "আমি রাবাধা নামক একটি গ্রাম দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ আমি আবু যা'রকে দেখলাম এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি কী জন্য এখানে এসেছ? সে বলল "আমি শাম দেশে ছিলাম এবং মাওবিয়ার সহিত কোর'আনের ৯:৩৪ নং আয়াত 'যারা সোনারূপা জমা করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না' এর অর্থে উপর মতভেদ করে ছিলাম। মাওবিয়া বলেছিল-'এ আয়াত কেতাবধারীদের জন্য নাজেল হয়েছিল।' আমি বলেছিলাম--'এ আয়াত কেতাবধারীদের ও আমাদের উভয়ের জন্য নাজেল হয়েছিল।' সেজন্য আমাদের মধ্যে বচসা হয়েছিল এবং মাওবিয়া আমার বিরুদ্ধে ওসমানের কাছে নালিশ করেছিল। ওসমান আমাকে মদিনায় আসতে লিখেছিল, সেজন্য আমি মদিনায় এসেছি। বহুলোক আমাকে দেখতে এসেছিল যেন তারা পূর্বে আমাকে দেখেনি। সেজন্য আমি ওসমানকে বলেছিলাম, তিনি আমাকে বলেছিলেন- 'তুমি কাছাকাছি গিয়ে থাকতে পার যদি ইচ্ছা কর। সেজন্য আমি এখানে আছি। যদিও একজন ইথোপিয়ান আমার শাসকরূপে আছে আমি তাকে মান্য করি।"

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ মনে করতেন না যে শেষ দুটি সূরা কোর'আনের অঙ্গ। ইমাম বুখারীর ৬(৫০১)নং হাদিসে জির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেন "আমি উবায় ইবনে কাবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- 'হে আবু মানধির, তোমার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ এরূপ কথা বলেছিল যে মাওবিধাতান মানে কোর'আনের শেষ দুটি সূরা কোর'আনের অঙ্গ নয়।" উবায়ের(রা:) আমাকে বলেছিল- "আমি রসুলুল্লাহ(সা:)কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এবং তিনি বলেছিলেন- 'ও দুটি আমার প্রতি নাজেল হয়েছিল এবং আমি তা আবৃত্তি করেছি কোর'আনের অঙ্গ রূপে।" উবায়ের(রা:) আমাকে বলেছিল- "সেজন্য আমরা বলি যেমন রসুলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন।"

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ তায়াম্মুম বিষয়ে কিছু সাহাবার সঙ্গে মতভেদ করেছিলেন। ইমাম বুখারীর ১(৩৪২)নং হাদিসে শাকীক ইবনে সালামা বর্ণনা করেন "আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ও আবু মুসার সাথে ছিলাম; আবু মুসা,আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে জিজ্ঞাসা করেছিল- 'হে আবু আবদুর রহমান! কেহ যদি জুনুব মানে শারীরিক নাপাকী হয় যেজন্য ওজু বা গোসল জরুরী এবং পানি যদি না পাওয়া যায়, কি করবে?' আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছিল- "যতক্ষণ না পানি পাওয়া যায় এবাদত করিও না।" আবু মুসা বলেছিলেন "আম্মারের বিষয়ে তুমি কি বল? রসুলুল্লাহ(সা:) তাকে বলেছিলেন তায়াম্মুম কর তাতেই যথেষ্ট হবে।" জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছিল "তুমি কি দেখনি ওমর(রা:) আম্মারের বিষয়ে অখুসী হয়েছিল?" আবু মুসা বলেছিলেন "ঠিক আছে আম্মারের বিষয় ছাড়, তুমি কি বল তায়াম্মুম বিষয়ে আয়াত সম্বন্ধে?" আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেছিলেন- 'যদি আমরা এতে সম্মতি জানাই তাহ'লে তারা তায়াম্মুম করবে এমনকি যদিও পানি পাওয়া যায়, যদি কেউ দেখে তা (পানি) বেশ ঠাণ্ডা"। বর্ণনাকারী বলেছিলেন- "আমি সাদিক কে বলেছিলাম আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ এজন্য তায়াম্মুম করতে অপছন্দ করতেন।" জবাবে তিনি বলেছিলেন- 'হ্যাঁ'।



pdf By Syed Mostafa Sakib



### রসুলুল্লাহ(সা:)এর ব্যক্তিগত মতামত:-

রসুলুল্লাহ(সা:) তাঁর সাহাবাদের বলেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত মতামত তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। মোছলেম হাদিসের ৫৮৩০নং হাদিসে মুসা ইবনে তালহা বর্ণনা করেন- "আমি ও রসুলুল্লাহ(সা:) একটি খেজুর বাগানের পাশ দিয়ে কিছু লোককে অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। তিনি জানতে চাইলেন 'তোমরা কি করছ?' তারা বলল যে তারা মেয়েগাছের সহিত পুরুষগাছের মিলন ঘটাচ্ছে এবং তাতে অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যাবে। তারপর রসুলুল্লাহ(সা:) বললেন-"আমি এর কোন প্রয়োজন দেখি না।" জনগণ তা জেনে ঐ প্রথা ত্যাগ করেছিল। পরে রসুলুল্লাহ(সা:)কে এ বিষয়ে জানান হয়েছিল যে গাছের ফলন কমে গেছে। তখন তিনি বলেছিলেন- "যদি এর কোন প্রয়োজন থাকে তারা অবশ্যই তা করবে কারণ ওটা আমার ব্যক্তিগত মত ছিল। আমার ব্যক্তিগত মত অনুসরণ করো না কিন্তু যখন আল্লাহর পক্ষে কোন কথা বলি তখন তা গ্রহণ কর। আমি মহিমাময় সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করতে পারি না।" এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোর'আনের ৫৩:৩-৫ আয়াতে সুস্পষ্ট বলেছেন- "সে মনগড়া কথা বলে না, তার কাছে আসে ওহী, মহাশক্তিমান তাকে শেখায়।"

মন্তব্য:- এই হাদিস জিন রির্সাচের কোন ভিত্তি যোগায় কি? চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা একান্ত জরুরী, মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা একান্ত জরুরী। সমস্ত রকম বিজ্ঞানের গবেষণা দরকার যা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় ও স্বাস্থ্য ইত্যাদী ক্ষেত্রে প্রাচুর্য আনবে। যেসব বিজ্ঞান চর্চা সরাসরি মানুষের উপকারে আসে না, যেমন মহাকাশ গবেষণা অথচ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় হয় তা বর্জন করে দরিদ্র মানুষের সেবায় নিয়োগ করা উচিত।

# তৃতীয় অধ্যায়

## *শরিয়তী আইনের মূলনীতি সমূহ*

(১) কোর'আনের আয়াতগুলি তার লক্ষ্য ও সার্বিক অর্থের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে এবং রসূলাল্লাহ(সা:) ও তাঁর সাহাবারা যেমন ব্যাখ্যা করেছিলেন তেমনভাবে বুঝতে হবে। আয়াতগুলির অর্থ পারস্পরিক তুলনামূলক বিচার করতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কথা তার নিজস্ব প্রেক্ষাপটে বুঝতে হয়। কোর'আনের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। কারণ দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আয়াতগুলি নাজেল হয়েছিল। কোর'আন পাঠ দ্বারা আমরা জানতে পারি বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজনে আয়াতগুলি নাজেল হয়েছিল। কোর'আন পাঠের দ্বারা আমরা নিম্নলিখিত নীতিগুলি উপলব্ধি করি-যা বিশেষ জরুরী।

ক) কোন একজন একটি আয়াতের বক্তব্য নির্ণয় করতে পারে না যদিও এর অর্থ সুস্পষ্ট এবং বলতে পারেনা যে কোর'আন এটা অনুমোদন করে যতক্ষণ না কোন্ প্রেক্ষাপটে আয়াতটি নাজেল হয়েছিল তা বুঝা যায়।

খ) নির্দ্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে আয়াতটির অর্থ সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও কোর'আনের সার্বিক অর্থ, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামের মূলকথা না বুঝে এটা বলা যায় না যে কোর'আন এটা অনুমোদন করেছে। যেমন মদ্যপানের ক্ষেত্রে কেহ কোর'আনের পূর্ববর্তী আয়াতগুলি উল্লেখ করতে পারেনা কারণ কোর'আনের পরবর্তী আয়াতে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গ) কোর'আনের কোন আয়াত বা শব্দের পরিপূর্ণ অর্থ ও গুরুত্ব একমাত্র আল্লাহপাকই জানেন - তা উপলব্ধি করা।

ঘ) যতটা সম্ভব আয়াতটির অর্থ অন্যান্য আয়াতের অর্থের প্রেক্ষাপটে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।

ঙ) কোর'আনের কোন্ কোন্ আয়াত ও তার বক্তব্য সংশোধিত হয়েছিল তা জানতে ও বুঝতে হবে। আবু আলা ইবনে শিখ্‌খীর বর্ণিত মোছলেম শরীফের ৬৭৫নং হাদিসে এটা প্রমাণিত হয়। রসুলুল্লাহ(সা:) তাঁর কিছু নির্দ্দেশ পরিবর্তন করেছিলেন অন্য বক্তব্য দ্বারা। আসলে কোর'আনের কোন আয়াত ও রসুলুল্লাহ(সা:)এর বক্তব্য, অন্য কোন আয়াত বা তার বক্তব্যের বিপরীত নয় বরং পরিপূরক।

(২) হাদিসগুলিকে কোর'আনের সার্বিক অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যানুসারে বুঝতে হবে। হাদিস পাঠের সময় আমরা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নীতি মেনে চলব। যেমন-

ক) যদি একটি হাদিস কোর'আনের কোন আয়াতের বিরুদ্ধ মনে হয় তাহ'লে তা বাতিল করতে হবে বা ব্যাখ্যা দ্বারা বিরুদ্ধতা দূর করতে হবে।

খ) যদি সম্ভব হয় বিষয়বস্তু অনুসারে হাদিসগুলি বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এবং একই বিষয়ের উপর অন্যান্য হাদিসগুলির বক্তব্য পর্যালোচনা করে বুঝতে হবে।





গ) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হ'লে ঐ বিষয়ে সমস্ত প্রাসঙ্গিক হাদিসগুলি বিবেচনা করতে হবে।

ঘ) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা রায়দানের পূর্বে প্রাসঙ্গিক হাদিসগুলির সময় ও ঘটনাক্রমগুলি সাজিয়ে বিচার বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণ সরূপ:—— মুতা বিবাহ, কবর জিয়ারত, হাদিস সংকলন ইত্যাদী বিষয়ের হাদিসগুলি।

(৩) কোর'আনের আয়াত বা হাদিসের অনেক শব্দ সর্বদা আক্ষরিক বা আভিধানিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। কোর'আন পাঠের সময় একটি আয়াতের সঙ্গে আর একটি আয়াতের শব্দার্থ মিলিয়ে কোর'আনের উদ্দেশ্য ও মূল লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে। কোর'আনের আয়াতের অনেকগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ হাদিস হতে পাওয়া যায় না যদিও কোর'আনের আয়াতের অর্থগুলি পরিস্কার, তবু আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে হলে কিছু শব্দার্থ কোর'আনের সামগ্রিক বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে।

যেমন:-

ক) আল্লাহপাক বলেছেন যে প্রতিটি আত্মা(নফস) মৃত্যু মুখে পতিত হবে। নিম্নলিখিত দুটি আয়াতে তা স্পষ্ট:- প্রথম- "প্রতিটি আত্মা মৃত্যুর স্বাদ পাবে, অবশেষে তোমাদিগে আমাদের নিকট প্রত্যানীত করা হবে।"- আল কোর'আন (২৯:৫৭)। দ্বিতীয়:- "প্রতিটি আত্মা মৃত্যুর স্বাদ পাবে এবং বিচারের মাধ্যমে আমরা ভাল ও মন্দ দ্বারা তোমাদিগে পরীক্ষা করিব। তোমরা আমাদের নিকট নিশ্চয় ফিরিবে।" আল কোর'আন (২১:৩৫)।

পবিত্র কোর'আনের (৩:২৮)নং আয়াতে আমরা দেখি নফস কথাটি ব্যবহার ক'রে সকলকে সাবধান করেছেন। এখানে তিনি তাঁর নিজের নফস সম্বন্ধে বলেছেন। তাই এখানে নফস কথাটি উপরোক্ত দুটি আয়াতের মত মরণশীল আত্মার কথা বুঝায় না। যদি তা হ'ত তবে আল্লাহপাকের নিন্দা করা হত। সেজন্য যেখানে সমস্ত কথা, নাম ও গুণ প্রকাশক শব্দ আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে ভিন্ন অর্থে বুঝিতে হবে।

খ) "নিশ্চয় তোমরা (কাফেররা) ও দেবদেবীগণ যাদের তোমরা আল্লাহর বদলে উপাসনা কর সবাই নরকের জ্বালানী হবে! নিশ্চয়ই তোমরা (কাফেররা) এখানে (নরকে) আসবে।" আল কোর'আন(২১:৯৮)। এখানে একথা মুশরেকদের জন্য বলা হয়েছে। কেতাবধারীরা আল্লাহ ছাড়াও যীশু, তাঁর মা ও দেবদূতদের উপাসনা করে কিন্তু তাদের ঐ উপাস্যরা নিশ্চয় নরকের জ্বালানী হবে না।

গ) "কিন্তু যারা ইহজগতে অন্ধ তারা আখেরাতেও অন্ধ থাকবে ও পথভ্রষ্ট হবে।" আল কোর'আন (১৭:৭২)। এখানে অন্ধ বলতে নিশ্চয়ই শরীরের অন্ধত্বের কথা বলা হয়নি।

ঘ) আর একটি উদাহরণ হল "এবং তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারও উপকারে আসবে না, কারও নিকট থেকে কোন বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কোন সুপারিশ কারও জন্য লাভজনক হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও



pdf By Syed Mostafa Sakib

হবেনা।" আল কোর'আন (২:১২৩)। এই আয়াতটি যদি অন্যান্য আয়াত গুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায় তাহ'লে বুঝা যাবে সব সুপারিশ আল্লাহর হাতে এবং আল্লাহ অন্যকে সুপারিশ করতে দেবেন। যেমন ২০:১০৯ আয়াতে বলা হয়েছে- "করুণাময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন ও যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও কোনও সুপারিশ সেদিন কোন কাজে আসবে না।"

(৪) হাদিসের আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ সম্বন্ধে:-

একইভাবে বহু হাদিস আছে যেখানে হাদিসের অর্থ খুবই পরিস্কার কিন্তু সর্বত্র সরাসরি প্রয়োগ করা যেতে পারেনা। অন্যভাবে বলা যায় যখন কোন একটি হাদিস নির্দ্দিষ্ট রীতি বুঝায় যার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। উদাহরণ–

ক) আবু দাউদ, হাদিস নং ৪০২০, যেখানে ইবনে ওমর(রা:) বর্ণনা করেছেন যে নবী(সা:) বলেছিলেন "যে ব্যক্তি কোন জনগোষ্টীকে অনুসরণ করে সে তাদেরই একজন।" এই হাদিস এবং একই রকম হাদিসগুলি বুঝায় যে মুসলমানরা কেতাবধারীদের থেকে ভিন্ন হবে তাদের দৈনন্দিন কাজে। যদিও আমরা দেখি যে নবী(সা:) নিজে কেতাবধারীদের অনুসরণ করেছিলেন যে বিষয়ে তিনি আল্লাহর কোন নির্দ্দেশ পাননি। এর অর্থ এই নয় যে নবী(সা:) নিজে কেতাবধারীদের একজন ছিলেন। নিম্নলিখিত হাদিসে এ বিষয়ে বলা হয়েছে :- যেমন সহীহ বুখারি শরীফের ৪(৭৫৮) নং হাদিসে ইবনে আব্বাস(রা:) বর্ণনা করেছেন যে "আল্লাহর রসুল (সা:) তাঁর চুল লম্বা হতে দিতেন যেমন কেতাবধারীরা তাদের চুল লম্বা রাখত এবং রসুল(সা:) এবিষয়ে একই রকম করতেন যেহেতু তিনি আল্লাহর অন্য কোন নির্দ্দেশ পাননি। পরে রসুল(সা:) তাঁর চুল কেটেছিলেন।" একই রকম বক্তব্য সহীহ মোছলেম শরীফের ৫৭৬৮ নং হাদিসে ইবনে আব্বাস(রা:) বর্ণনা করেছেন।

খ) সহীহ মোছলেম শরীফের ৬৮৯৮ নং হাদিসে আহনাফ ইবনে ক্বায়িস বর্ণনা করেছেন "আমি এই ব্যক্তি(আলী)কে সাহায্য করার জন্য বেরিয়ে ছিলাম তখন আবু বক্কর আমার সাথে দেখা করে বলেছিলেন 'আহনাফ, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম 'আমি রসুল আল্লাহ(সা:)এর খুড়তুত ভাই আলী(রা:)কে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তখন তিনি (আবু বক্কর) আমাকে বললেন, 'ফিরে যাও, আমি রসুল আল্লাহ(সা:)কে বলতে শুনেছি- "যখন দুই জন মুসলিম একে অপরের বিরুদ্ধে তরবারি ধরে তখন ঘাতক ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই নরকে যাবে। তখন আমি (আবু বক্কর) জিজ্ঞাসা করলাম 'ইয়া রসুল আল্লাহ(সা:), যে হত্যা করেছে তারজন্য এটা হতে পারে কিন্তু যে নিহত হল তার কি? তখন রসুলুল্লাহ(সা:) বললেন, সেও তো ঘাতককে হত্যা করতে চেয়েছিল।" একই রকম হাদিস সুনান আবু দাউদের ৪২৫৫ নং হাদিসে আহনাফ ইবনে ক্বায়িস বর্ণনা করেছেন।

এক্ষেত্রে বলা যায় আমরা জানি যে এই হাদিসের ব্যতিক্রমও আছে, যেমন হযরত আলী(রা:), মাওবিয়া ও আয়েশা সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাহ'লে তিনি কি নরকে যাবেন? না, কারণ আলী(রা:) আশারা-মুবাশ-শারাদের (দশ জন





বিশেষ সাহাবা) একজন ছিলেন যাদের আল্লাহপাক বেহেশতে স্থান পাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন- যা বহু হাদিসে উল্লেখ আছে।

গ) সহীহ বুখারি শরীফের ২(২৮১) নং হাদিসে ক্বায্যা বর্ণনা করেছিলেন আমি শুনেছিলাম আবু সাঈদের কাছে যিনি রসুলুল্লাহ(সা:) এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন- "আমি রসুলুল্লাহ(সা:) কে বলতে শুনেছি মসজিদ আল হারাম, মসজিদ-উন-নবী, মসজিদ আল আকসা-এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত যাত্রা করিও না।" অনেক অনুবাদক মসজিদকে স্থান বলে উল্লেখ করেছেন।

ঘ) সহীহ বুখারি শরীফের ৪(৪১) নং হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ বর্ণিত "আমি রসুলুল্লাহ(সা:)কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'ইয়া রসুল আল্লাহ(সা:), সবচেয়ে ভাল কাজ কি?' তিনি বলেছিলেন- 'ওয়াক্তের নমাজ ওয়াক্তের প্রথমাংশে পাঠ করা,' আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম- 'পরবর্তী ভাল কাজ কি?' তিনি বলেছিলেন- - 'পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পরায়ণ হওয়া'। আমি আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম- - 'তারপর ভাল কাজ কি?' তিনি বলেছিলেন- 'আল্লাহর জন্য যিহাদে অংশ গ্রহণ করা'। আমি রসুলুল্লাহ(সা:)কে আর বেশী প্রশ্ন করেনি এবং যদি আমি তাঁকে আরও বেশী প্রশ্ন করতাম, তিনি আমাকে আরও বলতেন।"

বাস্তবে কিন্তু আমরা অনেক হাদিসে দেখি বিভিন্ন কারণে রসুলুল্লাহ (সা:) দেরীতে নমাজ পড়ে ছিলেন- কারণ বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই যাতে তাঁর সাহাবাদের যেন কোন অসুবিধা না হয়।

(৫) ইসলামী বিধান হচ্ছে 'যা নিষিদ্ধ নয় তা অনুমোদিত।' সমস্ত মুসলিম উম্মাহ একমত যে সমস্ত কাজই করা যায় যদি আল্লাহপাক সে সব কাজ নিষেধ না করে থাকেন। সুন্নী আলেম মাওলানা সাঈদ আসাদ একটি প্রবন্ধে (http://www.geocities.com/aqdas103/gyarhween.html) উল্লেখ করেছেন- "ইসলামে সব কাজ ও আচার-অনুষ্ঠান অনুমোদিত যদি আল্লাহপাক সে সব কাজ নিষেধ না করে থাকেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ভারাক্রান্ত করতে চান না কারণ তিনি 'রহমান-উর-রহিম'। কোর'আন পাকে আল্লাহ বলেছেন- "হে, ঈমানদারগণ, তোমরা সে সব বিষয় প্রশ্ন করো না যা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হলে, তোমরা কষ্ট পাবে। কোর'আন নাজেলের সময় তোমরা যদি সে সব বিষয় প্রশ্ন কর তবে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। আল্লাহপাক সে সব ক্ষমা করেছেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।" সুরা মায়দা (৫:১০১) আল কোর'আন। এই আয়াত থেকে এটা পরিস্কার যে কোর'আন যে বিষয় নীরব সে বিষয় তর্ক করে সময় ব্যয় করব না। আল্লাহপাকের নিরবতা একটা করুণা। যদি আল্লাহপাক কিছু নিষেধ না করতেন তা আমাদের জন্য গ্রহণীয় হ'তো। আল্লাহ বলেছেন- "যারা বিশ্বাস করে এবং সৎ কর্ম করে,তাদের কোন দোষ নেই তারা পূর্বে কি খেয়েছিল সেজন্য। যখন তারা আল্লাহর ভয়ে সাবধান হয়, ঈমান আনে ও সৎ কর্ম করে, আল্লাহর ভয়ে সাবধান হয় এবং বিশ্বাস করে আবার আল্লাহর ভয়ে সাবধান হয়-ও সৎ কর্ম করে,এবং আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের ভালবাসেন।" সুরা মায়দা (৫:৯৩) আল কোর'আন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরা জানি যে যতক্ষণ ওহী দ্বারা কিছুকে হারাম না বলা যায় তা জায়েজ। যেমন কোর'আনে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে মুসলমানরা উহা পান করিত। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, যতক্ষণ না ওহী দ্বারা কোন কিছুকে হারাম বলা হতো তা হালাল। আল্লাহ আরও বলেছেন "বল, আমার প্রতি যে ওহী এসেছে তাতে লোকে যা খায় তার মধ্যে আমি কিছু হারাম দেখিনা, মৃত প্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ব্যতীত, কেননা এগুলি অবশ্যই অপবিত্র অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবাইয়ের জন্য। তবে কেউ বাধ্য হয়ে বা নিরুপায় হয়ে সীমালঙ্ঘন না ক'রে তা আহার করলে তোমার প্রভু ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (৬:১৪৫) আল কোর'আন।

আবু দাউদ শরীফের ২য় খণ্ডে উল্লেখ আছে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছিলেন- - "যা কোর'আন পাকে হালাল তা হালাল এবং যাকে হারাম বলা হয়েছে তা হারাম আর যে বিষয় নীরব তা ক্ষমার যোগ্য।" আল্লাহ আরও বলেছেন- বল, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব সুন্দর বস্তু ও জীবিকা সৃষ্টি করেছেন কে তা হারাম করেছে? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষত কেয়ামতের দিনে এসব কিছু তাদের জন্য যারা ঈমান আনে। এইরূপে আমি জ্ঞানীগণের জন্য নিদর্শণ বিশদভাবে বর্ণনা করি।" (৭:৩২) আল কোর'আন।

এই আয়াত দ্বারা বুঝান হইয়াছে 'কোন ব্যক্তির একটি বিশুদ্ধ বস্তুকে হারাম বলার অধিকার নেই। নিষিদ্ধ বস্তু কেবলমাত্র ওহীর দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যারা বলেন রসূলুল্লাহ (সা:) যে সব কাজ করতেন না তা হারাম, তাদের জন্য আল্লাহ বলেছেন "বল, আল্লাহ যে এটা নিষিদ্ধ করেছেন এবিষয়ে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের হাজির কর। তারা সাক্ষ্য দিলেও তুমি তাদের সাথে তা স্বীকার করিও না—" (৬:১৫০) আল কোর'আন। এই আয়াত দ্বারা এটা প্রমাণিত যে কার্যত: প্রায় সব কিছুই অনুমোদিত কেবলমাত্র সেগুলি বাদে যা আল্লাহপাক ও রসূলুল্লাহ(সা:) হারাম বলেছেন যদি প্রতিটি জিনিষের মধ্যে হারামের গন্ধ থাকত তা হলে আল্লাহ বলতেন না এবিষয়ে যারা সাক্ষ্য দেবে তাদের হাজির কর।



pdf By Syed Mostafa Sakib

# চতুর্থ অধ্যায়

## *বিদা'য়াতের উপর হাদিসগুলি*

বিদা'য়াতের উপর খুব কম হাদিস আছে কিন্তু আলেমগণ যখন এবিষয়ে আলোচনা করেন তারা সব গুলি হাদিস উল্লেখ করেন না। যদি কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে উল্লেখ না করেন তা অসাধুতা। তবে না জানার জন্য হাদিসগুলি উল্লেখ না করেন তাতে দোষ নেই। যাহোক বিদা'য়াতের উপর প্রাথমিক বিতর্কের মূল কারণ কতকগুলি বিশেষ হাদিস ও কোর'আনের আয়াত উল্লেখ করা এবং কতকগুলি উল্লেখ না করা যা বিদা'য়াতের সংজ্ঞা সুস্পষ্ট করে। আবার নিম্নলিখিত কারণেও জটিলতা বৃদ্ধি পায়।

১) সমগ্র হাদিস সংকলন গুলিতে একটিও হাদিস নেই যেখানে রসূলুল্লাহ(সা:) কোন কাজকে বিদা'য়াত বলেছেন। যদিও তিনি কোন কোন কাজকে পছন্দ করেননি কিন্তু তিনি কখনো সেগুলিকে বিদা'য়াত বলেননি।

২) কিছু নতুন কাজকে রসূলুল্লাহ(সা:) গ্রহণ করার পিছনে কারণটা কি তা পুরাপুরি বোঝা যায়না। নতুন কার্যাবলী যা কোর'আন ও সুন্নাহর পরিপন্থী নয় তা গ্রহণ করা যায়, এটাই রসুলের সুন্নাহ, সুতরাং তা হারাম নয়। বরং তা উল্লেখ্যযোগ্য প্রথা অর্থাৎ সুন্নতে হাসানা।

৩) কিছু হাদিস আছে যা বিদা'য়াত কথাটি ব্যবহার করেনি কিন্তু তাদের একটা প্রভাব আছে। দুর্ভাগ্যবশত: বিদা'য়াতের আলোচনায় সেসব উল্লেখ করা হয়নি।

এই অধ্যায়ে বিদা'য়াতের সাথে যুক্ত হাদিসগুলি সংকলিত হয়েছে কিন্তু তাদের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি কারণ প্রথমে রসুলের সুন্নাহগুলি বোঝা অত্যন্ত জরুরী; জানা দরকার তাঁর জীবদ্দশায় তিনি নতুন কার্যাবলীকে কিভাবে নিয়ে ছিলেন। এটাও জানা দরকার তাঁর সাহাবারা ও খলিফায়ে রাশেদীনগণ নতুন কার্যাবলীকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে নিয়ে ছিলেন এবং কিরূপ প্রতিক্রিয়া তাঁরা ব্যক্ত করেছিলেন। যখন আমাদের এ বিষয়গুলি জানা হবে কেবল তখনই আমরা বিদা'য়াতের উপর ভালভাবে ব্যাখ্যা প্রদান ও বিশ্লেষণ করতে পারব। ভালভাবে বোঝার জন্য বিদা'য়াতের সঙ্গে যুক্ত হাদিসগুলি নিম্নলিখিত ভাবে সাজানো যায়:-

ক) বিদা'য়াতের সংজ্ঞা বিষয়ক হাদিস।
খ) বিদা'য়াতের সঙ্গে যুক্ত হাদিস।
গ) নতুন কার্যাবলী যা সাহাবারা বিদা'য়াত বলে বিবেচনা করেছিলেন।
ঘ) বিদা'য়াত কাজের জন্য খেসারত বা সাজা বিষয়ক হাদিস।

### *ক) বিদা'য়াতের সংজ্ঞা বিষয়ক হাদিস*

প্রথমত:- "নতুনভাবে শুরু করা বিষয় সম্বন্ধে সাবধান কারণ প্রতিটি নতুনভাবে শুরু করা বিষয় উদ্ভাবন বা আবিষ্কার। প্রতিটি আবিষ্কার হচ্ছে বিপথগামীতা এবং প্রতিটি বিপথগামীতা নরকের মাঝে নিয়ে যায়।" এই হাদিসটিই সর্বদা সাধারণত: উল্লেখ করা হয়। বিদা'য়াত বিষয়ে কঠোর মনোভাবাপন্ন আলেমগণই এটা উল্লেখ করেন।

মজার বিষয় এই যে ঐসব আলেমগণ সহীহ মোছলেম, তিরমিজী ও নাসাইকে এই হাদিসটির উৎস বলে উল্লেখ করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা খুঁজে পাওয়া যায় না।

**দ্বিতীয়তঃ–** সহীহ মোছলেমের হাদিস নং ১৮৮৫ তে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত- "যখন মিম্বার থেকে রসূলুল্লাহ(সা:) বক্তৃতা দিতেন তাঁর চক্ষুগুলি লাল হত, তাঁর কন্ঠস্বর উচ্চ হত এবং তাঁর ক্রোধ এত বেশী হত যেন তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সাবধান বাণী দিচ্ছেন এবং বলছেন 'শত্রুটি তোমাদের উপর সকালে আক্রমণ করছে এবং সন্ধ্যাতেও। তিনি আরও বলছেন-'শেষ সময় আমি এই দুই রূপেই প্রেরিত হয়েছি।' তিনি আরও বলছেন- 'শ্রেষ্ঠ কথা গুলি আল্লাহর কিতাবে লেখা আছে, এবং মহম্মদের পথপ্রদর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শন, আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় তাদের উদ্ভাবনা এবং প্রতিটি উদ্ভাবনাই ভ্রান্তিপূর্ণ।"– এই হাদিস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় কাফিরা ও কেতাবধারীদের মধ্যে অনেকে ধর্ম বিষয়ে নানারূপ উদ্ভাবন করিত এবং তার কোন দলিল থাকত না। সেকথাই এখানে বলা হয়েছে কিন্তু এই হাদিসের টীকায় বলা হয়েছে- "বিদা'য়াত মানেই উদ্ভাবন। শরিয়ত মতে বিদা'য়াত হল কোন চিন্তা বা কাজ যা কোর'আন ও হাদিসে স্বীকৃত নয়, কিন্তু শরিয়তের মধ্যে তা অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে যুক্ত হয়েছে।"

এই হাদিসটিই সর্বদা সাধারণত: উল্লেখ করা হয়। এই হাদিসটির উৎস নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন চিন্তা বা কাজকে বিদা'য়াত তকমা দিতে এই হাদিসটিকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যখন কোন চিন্তা বা কাজকে বিদা'য়াত বলা হবে তখন বিদা'য়াত বা উদ্ভাবন বিষয়ে রসূলুল্লাহ(সা:)এর অন্য সব প্রাসঙ্গিক হাদিস উল্লেখ করা প্রয়োজন। মজার বিষয় এই যে ঐসব আলেমগণ বিদা'য়াত বিষয়ে কেবল এই হাদিসটিই উল্লেখ করেন কিন্তু নিচের এই হাদিসগুলি উল্লেখ করেন না– "পুরস্কার বা শাস্তি নতুন কাজকে স্থাপন করার জন্য যা ভাল বা মন্দের দিকে নিয়ে যায়।", "ইসতিহাদকে ব্যবহার কর যখন কোর'আন ও নবীর সুন্নাহ কোন বিষয়ে নীরব।" বা "তুমি পুরস্কার বা শাস্তি পাবে সেসব কাজের জন্য যা তুমি অন্যকে করার জন্য প্রভাবিত কর।" এবং রসূলুল্লাহ(সা:) ও খলিফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহগুলি অনুসরণ কর।" এখানে সাহাবারা নবীর যুগে বা তাঁর পরবর্তী কালে যেসব নতুন কাজ শুরু করেছিলেন তা পরবর্তী ৬ ও ৭ অধ্যায়ে লেখা হয়েছে।

**তৃতীয়তঃ–** সহীহ মোছলেমের ৪২৬৬ নং হাদিসে আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন "আমাদের দুজনের ব্যাপারে যেসব বিষয় উদ্ভাবন হয়েছে যার কোন যথার্থ কারণ নেই তা বাতিল হবে।" এই হাদিসের ইংরাজী অনুবাদে (আদম পাবলিশার্স, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬) 'যথার্থ কারণ নেই' কথাটি উল্লেখ নেই - এতে অর্থ হানি ঘটেছে বা ভিন্ন অর্থের অবকাশ আছে।

**চতুর্থতঃ–** সহীহ মোছলেমের ৪২৬৭নং হাদিসে সা'দ ইবনে ইব্রাহিম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছিলেন "আমি কাশিম ইবনে মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে যার তিনটি বাসগৃহ ছিল এবং তিনি প্রতিটি গৃহের তৃতীয় অংশটি ওসিয়ত করেছিলেন। তিনি (কাশিম ইবনে মুহাম্মদ) বলেছিলেন- "সব অংশ গুলি একত্র করিয়া একটা গৃহে করা যেতে পারে;" এবং বলেছিলেন- "আয়েশা আমাকে



pdf By Syed Mostafa Sakib



জানিয়েছিলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- কেহ যদি কোন কাজ করে যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে কোন সম্মতি নেই তা বাতিল হবে।" এই হাদিসে রসূলুল্লাহ(সা:) এর অনুমোদনের ব্যাপার রয়েছে অর্থাৎ কোন নতুন কাজ তাঁর সম্মতি পেলে গৃহীত হবে। মজার বিষয় এই যে এই হাদিসের ইংরাজী অনুবাদে (আদম পাবলিশার্স, দিল্লী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬) "আমাদের পক্ষ থেকে কোন সম্মতি নেই" কথাটি উল্লেখ নেই।

**পঞ্চমতঃ–** সহীহ বুখারী শরীফের ৩(৮৬১)নং হাদিসে আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- 'যদি কেহ কিছু উদ্ভাবন করে যা আমাদের ধর্মের মূল নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা বাতিল'।" বুখারী শরীফের এই হাদিসের ইংরাজী অনুবাদ করেছেন মহসীন খান (কিতাব ভবন, নঈ দিল্লী, পুনরমুদ্রণ ১৯৮৭, ৩য় খণ্ড, ৮৬১নং হাদিস, পাতা ৫৩৪) এইরূপ- আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- 'যদি কেহ কিছু উদ্ভাবন করে যা আমাদের ধর্মে বর্তমান নেই তা বাতিল।' বুখারী শরীফের এই হাদিসের আরবী হল "মান আহাদাসা ফি আমরেনা হাজা মা লায়সা ফিহে ফাহুয়া রদ্দ" অর্থাৎ "আমাদের এই ব্যাপারে যদি কেহ এমন কিছু প্রবেশ করায় যা তার মধ্যে ছিলনা তা বাতিল হবে।" এই হাদিসটি খুবই ব্যাপক ও বোধযোগ্য এবং অনুবাদক এটার সরাসরি অনুবাদের বিপরীতে কেন নিজের বুদ্ধিবিবেচনা ব্যবহার করলেন। এই হাদিসে বর্ণিত নীতিটি ৪র্থ অধ্যায়ে গৃহীত হয়েছে। "ভাল বা মন্দের দিকে নিয়ে যায় এমন নতুন কাজকে স্থাপন করার জন্য পুরস্কার বা শাস্তি আছে।" "যখন কোর'আন ও নবীর সুন্নাহ কোন বিষয়ে নীরব তখন ইসতিহাদ কর", "তুমি পুরস্কার বা শাস্তি পাবে সেসব কাজের জন্য যা তুমি অন্যকে করার জন্য প্রভাবিত কর।" এবং রসূলুল্লাহ(সা:) ও খলিফায়ে রাশেদিনের সুন্নাহগুলি অনুসরণ কর।" – এই হাদিসগুলি পরিস্কার বুঝায় যে নীচের হাদিসগুলি কখনোই বিনা শর্তে ব্যবহৃত হতে পারেনা – যেমন "প্রতিটি উদ্ভাবনই হচ্ছে বিপথগামীতা এবং প্রতিটি বিপথগামীতা নরকের মাঝে নিয়ে যায়।" এবং "মহম্মদের পথপ্রদর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শন, আর সবচেয়ে খারাপ বিষয় তাদের উদ্ভাবনা এবং প্রতিটি উদ্ভাবনাই ভ্রান্তিপূর্ণ।" এবং এটা আরো ব্যাখ্যা করে যে রসূলুল্লাহ(সা:) কেন তাঁর সাহাবাদের নতুন কার্যাদি (যা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আছে) গ্রহণ করেছিলেন এবং কেন আবু বকর ও যায়েদ বিন সাবিৎ তাদের প্রাথমিক দ্বিধার পর কোর'আন শরীফ সংকলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যা রসূলুল্লাহ(সা:) নিজে করেননি? এই হাদিসগুলি রসূলুল্লাহ(সা:)এর এন্তেকালের পর সাহাবারা যেসব নতুন কার্যাদি(৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আছে) গ্রহণ করেছিলেন তারও ভিত্তি স্থাপন করে।

### *যদি কেহ একটি প্রথা চালু করে যা আমাদের থেকে পৃথক তা বাতিল*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৫৮৯, আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত - রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন - "যদি কেহ আমাদের এই ব্যাপারে কিছু প্রয়োগ করে যা তার মধ্যে ছিলনা তা বাতিল।" ইবনে ইসা বলেছিলেন- "যদি কেহ কোন কার্য এমনভাবে আমল করে যা আমাদের আমল থেকে পৃথক তা বাতিল।"

**মন্তব্যঃ–** বিদা'য়াতের প্রকৃত সংজ্ঞা বুঝিতে হলে ৪র্থ, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ের হাদিসগুলির সাথে উপরোক্ত হাদিসটি বিবেচনা করতে হবে।

## *খ) বিদা'য়াতের সঙ্গে যুক্ত হাদিস*

বিদা'য়াত সম্বন্ধে ব্যাপক উপলব্ধির জন্য নিম্নলিখিত হাদিসগুলি বিশেষ বিবেচ্যঃ-

"একটি নব কার্য যা ভাল বা মন্দের দিকে চালনা করে তা কায়েমের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি"– সহীহ মোসলেম, হাদিস নং ২২১৯, মানজির বিন জাবির কর্তৃক বর্ণিত - রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন - "যে কেউ ইসলামে কোন একটা ভাল কাজের নিদর্শন রাখে, তার সেই ভাল কাজের জন্য পুরস্কার এবং পরবর্তী কালে যারা সেইমত কাজ করবে তারাও পুরস্কার পাবে এবং যারা ইসলামে কোন একটা খারাপ কাজের নিদর্শন রাখবে, তার উপর এর দায়ভার থাকবে এবং পরবর্তীকালে যারা সেইমত কাজ করবে তার দায় তাদের উপর বর্তাবে যার কোন লাঘব হবেনা।"

একই হাদিস সহীহ মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে, হাদিস নং ৬৪৬৬, যা সংক্ষেপে জাবির বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছিলেনঃ- "যে কেউ ইসলামে একটি ভাল আমল প্রচলিত করবে যা তার পরেও লোকে অনুসরণ করবে তারা নিশ্চয়ই পুরস্কার পাবে তারই মত, তাদের পুরস্কার কোনভাবেই কম হবে না। এবং যদি কেউ ইসলামে একটি মন্দ আমল প্রচলিত করবে ও তা পরবর্তী কালে অন্যেরা অনুসরণ করতে থাকবে তাকে তার দায়ভার বইতে হবে যেমন তার অনুগামীরাও সেই একই দায়ভার বইবে তা কোনভাবে কম হবে না।"

**মন্তব্যঃ–** বিদা'য়াতের সংজ্ঞা বুঝতে হলে এই হাদিসটি একান্ত প্রয়োজন প্রধান নীতি হিসাবে। সম্ভবত: এই নীতি অনুসারে ওমর(রা:) তারাবিহ্‌কে নিয়ামূল বিদা'য়াহ্ বা ভাল আমল হিসাবে স্থাপন করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ(সা:) ও আবু বকর(রা:) এর পর ওমর(রা:) তাঁর রাজত্ব কালে তারাবিহ্‌কে বিশেষভাবে চালু করেছিলেন। এই হাদিসটি পরিস্কার বুঝায় যে কেউ কোন একটি নতুন কাজকে বিদা'য়াত বলতে পারেনা এবং দাবী করতেও পারেনা যে এটা নরকে নিয়ে যাবে বিদা'য়াত হিসাবে।

আর একটি হাদিস ধর্মে নতুন কাজ চালু করার জন্য পুরস্কার ও শাস্তির উপর কিছু আলোকপাত করে। হাদিসটি আদমের পুত্রের উপর যে প্রথম হত্যাকাণ্ড শুরু করেছিল। সহীহ মোসলেম হাদিসের ৪১৫৬নং হাদিসে আবদুল্লা বিন মাস'উদ কর্তৃক বর্ণিত-রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- "যদি কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হয়, সেই হত্যাকারীর পাপ আদমের ১ম পুত্রের উপর বর্তায় কারণ সে প্রথম একাজ করেছিল।"

### *যখন কোর'আন ও রসুলের সুন্নাহের মধ্যে কোন বিষয়ের সমাধান নেই তখন দরকার 'ইজতিহাদ'*

সুনান আবু দাউদ, ৩৫৪৫নং হাদিসে মাউজ বিন যাবাল কর্তৃক বর্ণিত- মাউজ বিন যাবালের কিছু সাথী বলেছিলেন - যখন রসূলুল্লাহ(সা:) মাউজ বিন যাবালকে ইয়ামেনে পাঠাবার ইচ্ছা করলেন, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন "যখন কোন মামলার





সিদ্ধান্ত নেবে তখন তুমি কিভাবে বিচার করবে? সে জবাব দিল- "আল্লাহর কিতাব অনুসারে আমি বিচার করব"। রসূলুল্লাহ(সা:) জিজ্ঞাসা করলেন- "যদি আল্লাহর কিতাবে কোন নির্দ্দেশনা না পাও কিভাবে বিচার করবে?" সে জবাব দিল- "রসূলুল্লাহের সুন্নাহ মত বিচার করব"। তিনি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন "যদি আল্লাহর কিতাবে ও রসূলুল্লাহের সুন্নাহের মধ্যে কোন নির্দ্দেশনা না পাও কিভাবে বিচার করবে?" সে জবাব দিল- "আমি অবশ্যই একটা জনমত তৈরী করতে একান্ত চেষ্টা করব এবং সেজন্য সর্বাত্মক কষ্ট করব।" তখন রসূলুল্লাহ(সা:) তার বুকে চাপড় দিয়ে বললেন- **"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি রসুলের প্রতিনিধিকে সাহায্য করেছেন নতুন কিছু খুঁজতে যা আল্লাহর রসুলকে খুশী করেছে।"**

মন্তব্যঃ– এই হাদিস পরিস্কারভাবে নতুন কর্মধারা প্রয়োগের নীতিকে স্থাপন করে যদি সেবিষয় আল্লাহর কিতাবে ও রসূলুল্লাহের সুন্নাহের মধ্যে কোন নির্দ্দেশনা না পাওয়া যায়।কার্যত: এই হাদিস ও পূর্বোক্ত হাদিসগুলি পাঁচ ওয়াক্ত ফর্জ নমাজের সময় নির্দ্ধারণের ভিত্তি স্থাপন করে এবং পৃথিবীর যেখানে রাত ও দিন দীর্ঘ কয়েক মাস থাকে সেখানে নমাজ-রোজা শুরুর ও ইফতারের সময় নির্দ্ধারণ করার ব্যবস্থা করেছিল। এবং আমরা জানি রসূলুল্লাহ(সা:) যোহর ও আছরের নমাজের সময় নির্দ্ধারণের জন্য ছায়ার দৈর্ঘ্য ব্যবহার করেছিলেন এবং মগরিব ও ফজরের নমাজের সময় নির্দ্ধারণের জন্য আলোর উজ্জ্বলতার ধারণা প্রয়োগ করেছিলেন যদিও এই নীতি মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় প্রয়োগ করা যায়না।

### *যদি তুমি অন্যদের কিছু করতে প্রভাবিত কর তার পুরস্কার বা সাজা তুমি অবশ্যই পাবে*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৫৯২, আবু হুরায়রা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- "যদি কেউ অন্যকে সঠিক পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান করে তার পুরস্কার সেই সব অনুসরণকারী জনগণের পুরস্কারের সমান, যদিও তাদের পুরস্কারের পরিমাণ একটুও কমবে না এবং যদি কেউ অন্যকে ভুল পথ অনুসরণের জন্য আহ্বান করে তার অপরাধের পাপ সেই সব অনুসরণকারী জনগণের সমান হবে যদিও তাদের প্রত্যেকের পাপের পরিমাণ একটুও কমবে না।"

### *"যে কেউ রসূলুল্লাহের সুন্নাহে পুনস্থাপন করলে পুরস্কৃত হবে, যারা মন্দ কর্ম চালু করবে তারা সাজা পাবে।"*

নিম্নলিখিত হাদিসটি নবী(সা:) এর সুন্নাহ পুনরস্থাপনে বিরাট গুরুত্ব প্রদান করে ও মন্দ অভ্যাস কঠোরভাবে নিন্দা করে। "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- "যে কেহ আমার সুন্নাহের একটি পুনরস্থাপন করে যা আমার পরে স্থগিত ছিল, তার পুরস্কার যারা আগে অনুসরণ করত তাদের সমান যদিও তাদের পুরস্কার একটুও কমবে না। যদি কেহ মন্দ প্রথা বা কর্ম চালু করে যা আল্লাহ ও তাঁর রসুল অনুমোদন করেন না তার পাপের বোঝা যারা তা অনুসরণ করে তার সমান যদিও তাদের পাপের পরিমান একটুও কমবে না।" আল তিরমিজী, হাদিস নং-১৬৮, বিলাল ইবনে হারিত আল্

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজানী কর্তৃক বর্ণিত।

### *ইসলামে নমনীয়তা*

সহীহ মোসলেম, হাদিস নং২৪৫৭ ও সুনান ইবনে মাজাহ্ এর ১৬৭১ নং হাদিস অনুসারে ইসলামে নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত: ঐ হাদিস দুটিতে ইসলামের বিধানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তা লক্ষ্য করা যায়। কার্যত: অনেক আলেম ইসলামের এই নমনীয়তাকে ব্যবহার করেন বা অন্যান্য হাদিসও দেখান কিছু কাজকে সঠিক প্রমান করতে এবং নতুন কর্মধারা শুরু করার জন্য। যেমন মসজিদের ইমাম ও মোয়াজজেনকে একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রদান, যদিও রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় বেতন ভুক ইমামের অস্তিতের কোন সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

আবু হোরায়রা(রা:) বর্ণনা করেছিলেন যে এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে এসে বলেছিল –"হে আল্লাহর রসুল, আমি অসহায়; নবী(সা:) জিজ্ঞাসা করলেন- 'তোমার বিপর্যয়ের কারণ কি?' সে বলল- 'আমি রমজান মাসে আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।' একথা শুনে রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন ''তুমি কি একজন ক্রীতদাসকে খুঁজে নিয়ে তাকে মুক্ত করতে পার?'' সে বলল- 'না।' রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন – "তুমি কি ষাট জন ব্যক্তিকে খাওয়াতে পারবে?" সে বলল- 'না।' তারপর সে বসিয়া পড়িল। এমন সময় এক ঝুড়ি খেজুর রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে আনা হয়েছিল। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- 'এই খেজুরগুলি বিতরণ করে দাও'। সে বলল- 'আমাকে কি আমার থেকেও কোন গরীবকে এগুলি দিতে হবে?' রসূলুল্লাহ(সা:) হেসেছিলেন, তাঁর ঝকঝকে দাঁত দৃশ্যমান হল এবং বললেন – "যাও, তোমার বাড়ীর সকলকে এগুলি খেতে দাও"।

### *'রসূলুল্লাহ(সা:) এর সুন্নাহ ও সঠিক পথে চালিত খলিফাদের অনুসরণ কর।'*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৫৯০, আবদুর রহমান বিন আমর সুলামি এবং হাজর বিন হাজব কর্তৃক বর্ণিত-"রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন-'আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করতে বলি এবং আবিসিনীয় ক্রীতদাসদের কথা শুনতে ও মান্য করতে বলি। আমার পরবর্তীকালে তোমরা যারা জীবিত থাকবে বিশেষ মতবিরোধ লক্ষ্য করবে। তখন তোমরা আমার ও সঠিক পথে চালিত খলিফাদের সুন্নাহ অনুসরণ করবে। এসব সুন্নাহ ধরে রাখ এবং নিষ্ঠার সাথে পালন কর। নতুন ধরণের কার্য পরিহার কর, কারণ প্রতিটি নতুন ধরণের কার্য একটা উদ্ভাবন এবং প্রতিটি উদ্ভাবনই ভ্রান্ত।"

**মন্তব্য:**– এই হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তীকালে সাহাবারা নতুন কার্যাদি চালু করেছিলেন এবং এসব কাজকে খারাপ বা বেদা'য়াত বলে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়নি। ৭ম অধ্যায়ে দেখান হয়েছে রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তীকালে কিছু বিখ্যাত সাহাবারা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক নতুন কার্যাদি চালু করেছিলেন। যাহোক উপরোক্ত হাদিসটি একটা বিষয় উত্থাপন করে যে আমরা যখন কোর'আনের ঐ আয়াতটির কথা ভাবি "আজ আমি তোমার ধর্মকে বিশুদ্ধ করলাম....."(৫:৪), এবং মনে করি যে ঐ আয়াতটির অর্থ ঐদিনের পর কোন নতুন কার্যাদি বা আদেশ গ্রহণীয় নয়। এটা কি ঠিক এক্ষণে এটা অবশ্য বলা যেতে পারে যে ঐদিন কোর'আনের গঠন, ইসলামের স্তম্ভগুলি ও নীতিগুলি পূর্ণ হয়।





### *'রসূলুল্লাহ(সা:) এর সুন্নাহ থেকে যদি কেউ দূরে থাকে তার সাথে রসূলুল্লাহ(সা:) এর কোন যোগ থাকে না।'*

সহীহ মোসলেম, হাদিস নং ৩২৩৬, আনাস(রা:) কর্তৃক বর্ণিত-রসূলুল্লাহ(সা:) এর কিছু সাহাবা তাঁর স্ত্রীদিগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর কার্যাদি সম্বন্ধে যা তিনি ব্যক্তিগতভাবে করতেন; ঐসব সাহাবাদের একজন বলেছিলেন- 'আমি বিবাহ করিব না', আর একজন বলেছিলেন- 'আমি মাংস খাব না', অন্য একজন বলেছিলেন- 'আমি বিছানায় শোব না'। রসূলুল্লাহ(সা:) আল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন এবং আল্লাহকে মহিমান্বিত করে বলেছিলেন- "ঐসব ব্যক্তিদের কি হল যে তারা এমন সব কথা বলছে? যেখানে আমি উপাসনা করি এবং ঘুমাইও; আমি রোজা রাখি ও রোজা ভাঙি; এবং আমি বিবাহও করি। এবং যে আমার সুন্নাহ থেকে দূরে থাকবে, তার সাথে আমার কোন যোগ থাকবে না।"

**মন্তব্য:**– এই হাদিস সঠিক হলে মনে প্রশ্ন আসে রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ কি? এই হাদিস কি নতুন কার্যাদি বাতিল করে? যদি তা হ'ত তাহলে রসূলুল্লাহ(সা:)এর সাহাবারা ও খলিফায়ে রাশেদিনগণ প্রত্যেকেই বিধিভঙ্গ করেছেন, যেহেতু তারা সকলেই নতুন কার্যাদি প্রচলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন (যেমন ৭ম অধ্যায়ে তালিকা বদ্ধ করা হয়েছে)। রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহগুলির একটি যা সাধারণত: বলা হয় না এবং আলোচনাও করা হয় না তা হ'ল 'যেসব নতুন কার্যাদি তাঁর যথেষ্ট ভাল বিবেচিত হ'ত তা গ্রহণ করা' (ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে)। রসূলুল্লাহ(সা:) সর্বদা যেসব নতুন কার্যাদি করতেন ও করতে উৎসাহ দিতেন যা আমলের ক্ষেত্রে ভারি বোঝা হ'ত না, এবং যাতে মূর্তি পূজার ছিটেফোঁটা প্রভাবও থাকত না এবং যা ইসলামের ৫টি স্তম্ভে আঘাত করত না।

### *কোররাগণ সারারাত প্রার্থনা করতেন*

সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৪২৯৯, আনাস(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, বিল, যাকোয়ান, ইউসিয়া ও বনী লিহইয়ান উপজাতির লোকেরা রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে এসেছিল এবং দাবী করেছিল যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তারা অনুরোধ করেছিল তাদের কিছু লোক দিয়ে সাহায্য করতে যাতে তারা তাদের নিজেদের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে। রসূলুল্লাহ(সা:) আনসারদের মধ্য থেকে ৭০জন লোক দিয়ে সাহায্য করেছিলেন যাদের আমরা কোররা বলে থাকি। এই কোররা(পণ্ডিত)গণ দিনে কাঠ কাটতেন স্বনির্ভরতার জন্য এবং রাত্রে সারারাত এবাদত করতেন। যাহোক এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোররাদের ঐসব উপজাতির লোকেরা 'বির মাউনা' নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে কোতল করেছিল।

***"এক ব্যক্তি প্রতিদিন রোজা করত ও রাতে কোর'আন খতম করত-রসূলুল্লাহে(সা:) তাকে একদিন অন্তর রোজা করতে ও ৭দিনে কোর'আন খতম করতে বললেন।"***

সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৬(৫৭২), আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আস(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "আমার পিতা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক মহিলার সহিত আমার বিবাহ দিয়েছিলেন এবং প্রায়ই আমার ব্যাপারে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং আমার স্ত্রী যথাযথ উত্তর দিত- 'কি সুন্দর মানুষ! সে কখনো আমার বিছানায় আসেনা আর বিবাহ করা থেকে সে কখনো আমার কাছে আসেনি।' যখন এই ব্যাপার দীর্ঘদিন চলতে থাকল আমার পিতা কথাটি - রসূলুল্লাহ(সা:)কে জানালে রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- "তার সাথে আমার দেখা হোক।" তারপর আমি তাঁর সাথে দেখা করি এবং তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'তুমি কিরূপে রোজা রাখ?' আমি বললাম-'আমি রোজ রোজা রাখি।' তিনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন- 'তুমি কোর'আন খতম করতে কত সময় লাগাও?' আমি বললাম-'আমি রোজ রাতে একবার খতম করি'। তারপর তিনি বললেন- 'মাসে ৩দিন রোজা কর এবং মাসে একবার কোর'আন খতম কর।' আমি বললাম- 'আমার তো এর থেকে বেশী করার ক্ষমতা আছে।' তিনি বললেন- 'তাহলে সপ্তাহে ৩দিন রোজা কর'। আমি বললাম- 'আমার তো এর থেকেও বেশী রোজা করার ক্ষমতা আছে।' তিনি বললেন- 'তাহলে দাউদ(আ:)এর মত উচ্চতম ধরণের রোজা কর, তিনি একদিন অন্তর একদিন রোজা করতেন আর ৭দিনে একবার কোর'আন খতম কর।" আমার ইচ্ছা হয় রসূলুল্লাহ(সা:)এর অনুমতি নিতে যেন এখন আমি একজন দূর্বল বৃদ্ধ মানুষ হলাম। বলা হয় যে আবদুল্লা রোজ দিনের বেলায় কোর'আনের ১/৭ অংশ পরিবারের লোকদের শুনাতেন যা তিনি রাতের বেলা পড়তেন, কারণ তিনি তাঁর স্মরণশক্তি পরীক্ষা করতেন। এবং যখন তিনি কিছু শক্তি সঞ্চয় করতে চাইতেন, কিছুদিনের জন্য রোজা বন্ধ করতেন তবে তিনি রসূলুল্লাহ(সা:)এর জীবদ্দশায় যে আমল করতেন তা ত্যাগ করতে অপছন্দ করতেন।

### *রাত্রে কম ঘুমানো*

সহীহ বুখারীর হাদিস নং২(২২২), আবদুল্লাহ(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "তিনি বলেছিলেন- - রসূলুল্লাহ(সা:) এর জীবদ্দশায় যে কেউ স্বপ্ন দেখলে রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলত। আমার ইচ্ছা ছিল একটা স্বপ্ন দেখার যা রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলা যেতে পারে। রসূলুল্লাহ(সা:)এর জীবদ্দশায় আমি একজন উঠতি বালক ছিলাম এবং প্রায়ই মসজিদে ঘুমাতাম, একদিন দেখলাম যে দুজন ফেরেশতা আমাকে ধরেছে এবং নরকের আগুনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আগুনটি দেওয়ালের মত দেখতে যার মধ্যে দুটি থাম ছিল এবং তার ভিতরের লোকজন আমার চেনা। আমি বলতে লাগলাম- "আমি আগুনের থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই।" তখন আর একজন ফেরেশতার সাথে আমার দেখা হ'ল যিনি আমাকে বললেন- 'ভীত হবে না'। আমি স্বপ্নের ঘটনাটা হাফসাকে বলেছিলাম তিনি এটা রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলেছিল। রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন-



pdf By Syed Mostafa Sakib



- "আবদুল্লাহ খুব ভাল ছেলে। আমার ইচ্ছা সে তাহাজজুদ পড়ুক।" তারপর থেকে রাতে আবদুল্লাহ খুব কম ঘুমাত।

***একজন যে সারারাত নমাজে পড়ত তাকে রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- "তোমার সাধ্যের মধ্যে ভাল কাজ কর।"***

সহীহ বুখারীর হাদিস নং২(২৫১খ), আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "একজন বনি আসাদ গোত্রের স্ত্রীলোক আমার সাথে বসেছিল আর রসূলুল্লাহ(সা:) আমার ঘরে এসে বললেন- 'কে সে?' আমি তার পরিচয় দিয়ে বললাম- 'সে রাতে ঘুমায় না এবং সারারাত নমাজ পড়ে।' রসূলুল্লাহ(সা:) অপছন্দের সঙ্গে বললেন- 'ভাল কাজ কর যা তোমার সাধ্যের মধ্যে কারণ আল্লাহ পুরস্কার দিতে ক্লান্ত হন না যদিও তুমি ভাল কাজ করে ক্লান্ত হতে পার।" এই একই কথা সহীহ মোছলেম হাদিসের ১৭১৭ নং হাদিসে আছে।

***'আবু তালহা সারা বছর রোজা রাখতেন- শুধু ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা বাদে।'***

সহীহ বুখারীর হাদিস নং৪(৮১),আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:) এর জীবদ্দশায় আবু তালহা জিহাদের জন্য রোজা করতেন না, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাকে শুধু ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা বাদে কোন দিন রোজা ছাড়া দেখিনি।"

মন্তব্য:– শরিয়ত মতে এটাই শেষ সীমা; কিন্তু সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৬(৫৭২) মতে এই পদ্ধতি অপছন্দনীয়। সহীহ মোছলেম হাদিসের ১৭১৭ নং হাদিস মতে একজন ব্যক্তি একটানা এরূপ রোজা রাখলে সে রোজা না করা ব্যক্তির মত।

***"বিশেষ কার্যাদি যা সাহাবারা বিদা'য়াত বিবেচনা করতেন"***

এই পর্যায়ে বিদা'য়াতের উদাহরণ বা নির্দেশক হাদিসগুলি সংকলিত করা হয়েছে। বর্তমান লেখকদ্বয় (জেড, এইচ, কুতুবুদ্দীন ও এস, এ, কাইয়ুম) এপর্যন্ত এমন কোন হাদিস পড়েননি যেখানে কোন কাজকে রসূলুল্লাহ(সা:) বিদা'য়াত হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর কিছু সাহাবা দুএকটি কাজকে বিদা'য়াত রূপে বিবেচনা করে চিহ্নিত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে কিছু কাজকে বিদা'য়াত হিসাবে চিহ্নিত করা উক্ত সাহাবাদের ব্যক্তিগত মত বা উদ্দেশ্যমূলক বক্তব্য। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে তারা ভুল ত্রুটি মুক্ত নয়।

আরো উল্লেখ্য দলবদ্ধ যিকির ও তাগাতাবিজ পরা নিয়ে ইবনে মাস'উদের মতামত নবম অধ্যায়ে অর্থাৎ "মুসলিমদের মধ্যে কিছু সাধারণ অভ্যাসের বিশ্লেষণ" অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

***"দোয়ায়ে কুনুত পাঠ বিদা'য়াত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল।"***

তিরমিজির হাদিসনং ১২৯২, আবু মালিক আশ্-যায় কর্তৃক বর্ণিত- "আমি

বললাম- 'আব্বা, আপনি রসূলুল্লাহ(সা:), আবু বকর, ওমর, ও আলির পিছনে কুফাতেও ৫বছর নমাজ পড়েছিলেন। তাঁরা কি দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করতেন? তিনি বললেন- হে পুত্র, এ এক ধরণের বিদা'য়াত।" এই হাদিস নাসাই ও ইবনে মাজাতেও প্রকাশিত।

**মন্তব্যঃ–** সহীহ বুখারীর হাদিস নং ২(১১৭)তে স্বীকৃত যে রসূলুল্লাহ(সা:) ফজরের নমাজের পর এক মাসের জন্য 'দোয়ায়ে কুনুত' পড়েছিলেন। উল্লেখ্য এই যে সারা বিশ্বের মুসলমান নিয়মিত দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করেন।

**"আয়েশা(রা:) সন্তুষ্টির জন্য খাওয়াকে বিদা'য়াত হিসাবে বিবেচনা করতেন।"**

আয়েশা(রা:) বলেছিলেন- "রসূলুল্লাহ(সা:) এর মৃত্যুর পর, প্রথম যে বিদায়াত শুরু হয় তা হ'ল সন্তুষ্টির জন্য খাওয়া।"

**মন্তব্যঃ—** সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৭(৩০৫), ইবনে ওমর বলেছেন যে তিনি রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলতে শুনেছেন- "একজন বিশ্বাসী একটি অন্ত্রে খায় আর কাফেররা সাতটি অন্ত্রে খায়।'

যদিও সন্তুষ্টির জন্য খাওয়া রসূলুল্লাহ(সা:)এর অভ্যাস হতে পৃথক কিন্তু উক্ত বক্তব্য ইসলামের মূল তত্ত্বের বিরোধী নয় এবং সাধারণ অভ্যাস এই তত্ত্বের সমর্থক। অতএব এটা বিদা'য়াত হিসাবে বিবেচ্য নয় যদিও আয়েশা(রা:) সন্তুষ্টির জন্য খাওয়াকে বিদা'য়াত হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

### *সকালের নমাজে বিদা'য়াতে*

সহীহ মোছলেম হাদিসের ২৮৮৩ নং হাদিস, মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বর্ণনা করেছিলেন- "আমি ও উরওয়া বিন যুবায়ের মসজিদে প্রবেশ করেছিলাম এবং দেখলাম আবদুল্লাহ বিন ওমর, আয়েশা(রা:)র গৃহের কাছে বসেছিলেন এবং কিছু লোক মসজিদে সকালের নমাজ পড়ছে যখন সূর্য যথেষ্ট উপরে উঠেছে। আমরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তাদের নমাজ সম্বন্ধে, তিনি বললেন এ বিদা'য়াত।"

এটা বিদা'য়াত কিনা সে বিষয়ে ভিন্নভিন্ন মতামত আছে। এ বিষয়ে দুটি হাদিস উল্লেখ করা যায়, (১) সহীহ বুখারীর হাদিস নং ২(২৬৪), মুজাহিদ কর্তৃক বর্ণিত- "আবু হোরায়রা (রা:) বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ(সা:) আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন দু রাকয়াত দুহা নমাজ পড়তে (দুহা মানে সূর্য ওঠার পর থেকে মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত)।" ইতবান বিন মালিক(রা:) বলেছিলেন, "রসূলুল্লাহ(সা:) ও আবু বকর সূর্য ওঠার পর আমার কাছে এসেছিলেন এবং আমরা রসূলুল্লাহ(সা:)এর পিছনে দু রাকয়াত দুহা নমাজ পড়ে ছিলাম।"

(২) সহীহ বুখারীর হাদিস নং ২(২৭৩), আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "আমি রসূলুল্লাহ(সা:)কে কখনও দুহা নমাজ পড়তে দেখিনি, কিন্তু আমি সর্বদা দুহা নমাজ পড়ি।"

### *শবযাত্রা প্রসঙ্গে*



pdf By Syed Mostafa Sakib



ফুদাইল বিন আমর বলেছিলেন- "একদা যখন ইবনে ওমর(রা:) একটা শবযাত্রায় হাজির ছিলেন। তিনি শুনলেন পিছন থেকে একজন বলছেন- 'মৃতের হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমার জন্য প্রার্থনা কর, তিনি তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন।' ইবনে ওমর বললেন- "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা নাও করতে পারেন।" নাওয়ায়ি বলেছেন- "তুমি জানবে শবযাত্রায় সঠিক পদ্ধতি নীরব থাকা যেমন পূর্বে মুমিন মুসলমানরা করতেন। কেহ উচ্চস্বরে আবৃত্তি করবে না বা আল্লাহকে স্মরণ করবে না – নীরব থাকাই অধিক ভাল ও দাফনের অনুষ্ঠানের প্রতি মনোযোগের সাহায্যকারী। এটা সঠিক পদ্ধতি কিন্তু অনেক লোক অন্য রকম করে এবং তা পাল্টায় না। আলেমরা একমত যে, যেভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিরা শবযাত্রায় আল্লাহ স্মরণে আবৃত্তি করে ও কৃত্রিম ভাবে লম্বা শব্দ দ্বারা গুঞ্জন করে তা নিষিদ্ধ। মুহাম্মদ আবদুহ 'শবযাত্রায় আল্লাহ স্মরণে শব্দ করার উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন। শবযাত্রায় আল্লাহ স্মরণে উচ্চস্বরে আবৃত্তি প্রসঙ্গে আমরা ফাতহুল বারি গ্রন্থের সৎ-কার অধ্যায়ে দেখি যে শবযাত্রায় একব্যক্তি অগ্রভাগে উচ্চস্বরে আল্লাহ স্মরণ করছে তা অপছন্দনীয় কাজ। যদি কেহ তাঁকে স্মরণ করতে চায় সে মনে মনে করতে পারে। শবযাত্রায় উচ্চস্বরে আল্লাহর স্মরণ একদম নতুন। রসূলুল্লাহ(সা:) ও সাহাবাদের সময় বা তাবে তাবেইনদের সময় এর কোন নির্দশন নেই। এই রীতি অবশ্য বন্ধ করা দরকার।

### *"জমাতের নমাজের পর উচ্চস্বরে আল্লাহের স্মরণ।"*

সহীহ বুখারীর হাদিস নং১(৭৬৪)তে রিফায়া বিন রফি জুরাকী কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর পিছনের একজনের নতুন ধরণের আল্লাহর প্রশংসা শুনে উচ্ছসিত ভাবে সমর্থন করেছিলেন। সহীহ বুখারীর আর একটি হাদিসে, যার নং১(৮০২), আবু মুবাদ কতৃক বর্ণিত- "ইবনে আব্বাস(রা:)আমাকে বলে ছিলেন 'রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় জমাতের নমাজের পর উচ্চস্বরে আল্লাহর প্রশংসা করার রীতি ছিল'। ইবনে আব্বাস(রা:) আরো বলেছিলেন 'যখন আমি যিকির শুনতাম, আমি বুঝতাম জমাতের ফর্জ নমাজ শেষ হয়েছে।" উচ্চস্বরে আল্লাহর প্রশংসা বা যিকিরে উপর আরও হাদিস ৯ম অধ্যায়ে জামাতে যিকির করা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

### *বিদা'য়াত কাজের জন্য শাস্তি বিষয়ে হাদিস সমূহ*

নিম্নের হাদিসগুলিতে বিদা'য়াত কাজের জন্য বা বিদা'য়াত কাজ সমর্থন জন্য বা বিদা'য়াতকারীকে আশ্রয় দেবার জন্য দু ধরণেব শাস্তির কথা পরিস্কার বলা আছে।

১) বিদা'য়াতকারী বা বিদা'য়াত সৃষ্টিকারীর প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতা ও জনগণের অভিশাপ বর্ষিত হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদের অনুশোচনা গৃহীত হবেনা। সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৮(৭৪৭), আলী(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "আমাদের আল্লাহর কিতাব ছাড়া আবৃত্তি করার কিছু নাই এবং এই পত্র। তারপর পত্রটি দেখিয়ে বললেন- 'লক্ষ্য কর, এর মধ্যে আইনসঙ্গত নির্দ্দেশ লিখিত আছে, খুন বা ক্ষতের প্রতিশোধ ও যাকাতের উটের বয়স সম্বন্ধে। এতে আরো লেখা আছে- মদিনা, বাতাস ও পাহাড়

ঘেরা একটা অভয় অঞ্চল; তাই যে কেউ এখানে ধর্মীয় কোন নতুন কার্য উদ্ভাবন করে বা অপরাধ করে এবং এরূপ কোন উদ্ভাবনকারী বা অপরাধকারীকে আশ্রয় দান করে সে আল্লাহ, ফেরেশতা ও জনগণের অভিশাপ লাভ করবে এবং তার কোন বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছাকৃত কার্য কেয়ামতের দিন গৃহীত হবেনা। একই হাদিস সহীহ মোছলেম শরীফে আছে, হাদিস নং ৩১৫৯ ও ৩১৬৩; এবং সুনান আবু দাউদের হাদিস নং ২০২৯ ও ৪৫১৫।

### *আল্লাহে অভিশাপ দেন সেই ব্যক্তিকে যে ধর্মে উদ্ভাবনকারীর শামিল হয়*

সহীহ মোছলেম শরীফের হাদিস নং৪৮৭৬, আবু তোফায়েল আমির বিন ওয়াসিলাহ বর্ণনা করেন- "আমি আলী বিন আবু তালেবের সাথে ছিলাম তখন একব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল রসূলুল্লাহ(সা:) আপনাকে গোপনে কিছু বলেছেন কি? তা শুনে তিনি রাগান্বিত হলেন এবং বললেন রসূলুল্লাহ(সা:) আমাকে কিছুই বলেননি যা তিনি জনগণের কাছে লুকিয়েছেন একমাত্র ৪টি বিষয় ছাড়া। সে জানতে চাইল- 'হে আমীরুল মোমেনীন, সেগুলি কি?' তিনি বললেন- 'আল্লাহ অভিশাপ দেন সেই ব্যক্তিকে যে তার পিতাকে অভিশাপ দেয়, আল্লাহ অভিশাপ দেন সেই ব্যক্তিকে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কোন কিছু উৎসর্গ করে, আল্লাহ অভিশাপ দেন সেই ব্যক্তিকে যে ধর্মে উদ্ভাবনকারীর শামিল হয় এবং আল্লাহ অভিশাপ দেন সেই ব্যক্তিকে যে তার জমির সীমা বৃদ্ধি করে।"

### *উদ্ভাবনকারী বা বেদা'য়াতেকারীরা কওসর থেকে দূরে থাকবে*

সহীহ মোছলেম শরীফের হাদিস নং ৭৯০, আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত- 'একদিন যখন রসূলুল্লাহ(সা:) আমাদের সাথে বসেছিলেন, তিনি হঠাৎ গাঝাড়া দিয়ে উঠলেন এবং হাসিমুখে তাঁর মাথা তুললেন। আমরা বললাম- 'হে রসূলুল্লাহ(সা:), আপনার মুখে হাসি কেন?' তিনি বললেন 'এইমাত্র আমার কাছে একটি সুরা নাজেল হল। তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন- "বিসমিল্লাহ হির রহমানের রাহিম।নিশ্চয় আমরা আপনাকে প্রাচুর্যের প্রবাহ 'কওসর' দিয়েছি। অতএব তোমার প্রভুর দিকে ফের প্রার্থনা ও কোরবানীর মাধ্যমে। নিশ্চয় তোমার শত্রুগণ খণ্ডিত হবে।" তারপর রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন 'তোমরা কি জানো কওসর কি? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- এটা একটা ঝরণা ধারা যা আমার মহান গৌরবময় প্রভু আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তারমধ্যে উত্তম জিনিসের প্রাচুর্য আছে। এটা একটা উচ্চ স্থানের হ্রদ এবং আমার উম্মতরা কেয়ামতের দিন এর কাছে আসবে এবং সেখানে নক্ষত্রের মত অজস্র বালতি থাকবে। একজন চাকর সেই জমায়েত থেকে সরে যাবে। সে বিষয়ে তখন আমি অবশ্যই বলব 'হে প্রভু, সে আমার উম্মতের একজন। আল্লাহ বলবেন- "তুমি জানো না, সে ইসলামে নতুন জিনিস সৃষ্টি করেছে।" একই রকম হাদিস সহীহ মোছলেমের ৫৬৮৬ ও সহীহ বুখারীর ৮(৭৪৭) নং হাদিসে আছে। সুনান আবু দাউদের হাদিস নং ৪৫৯৪, ইয়াজিদ বিন উমাইরা কর্তৃক বর্ণিত। হাদিসটির সার এক সাহাবার কথার সাথে যুক্ত, কেমন করে ভবিষ্যতে লোকের অনেক ধন থাকবে। তারা কোর'আন জানবে কিন্তু



pdf By Syed Mostafa Sakib

মানবে না যতক্ষণ না কেউ বেদা'য়াত চালু করবে।

## পঞ্চম অধ্যায়

### *রসূলুল্লাহে (সা:) এর সুন্নাহে কি?*

এই অধ্যায়টি গৃহীত হয়েছে আহম্মদ ইবনে নকীব মিশরীর লেখা 'পথিকের নির্ভরতা' গ্রন্থ থেকে যা নূ হা মিম কেল্লার কর্তৃক অনূদিত ও সংকলিত। আইনবিদ(মুফতী)দের ভাষায় সুন্নাহ ও বিদা'য়াত দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ শব্দ। একটির উদাহরণ ছাড়া অন্যটির সংজ্ঞা বুঝানো যাবে না অর্থাৎ তারা পরস্পর বিরুদ্ধ এবং বিষয়টি পরিস্কার করা যাবে তার বিপরীতত্ব দ্বারা। প্রাথমিকভাবে অনেক লেখক সুন্নাহকে সংজ্ঞায়িত না করে, বিদা'য়াতের সংজ্ঞা খুঁজেছিলেন ফলে ভয়ানক অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন। যদি তারা প্রথমে সুন্নাহর সংজ্ঞা নির্ণয় করতেন, তাহ'লে তারা ত্রুটিহীন মানদণ্ড তৈরী করতে পারতেন।

আরবী ও শরিয়তের ভাষায় সুন্নাহ মানে পথ; রসূলুল্লাহ(সা:) ব্যাখ্যা করেছিলেন "যে ইসলামে একটি ভাল সুন্নাহ উদ্বোধন করে — এবং যে ইসলামে একটি খারাপ সুন্নাহ চালু করে—।" অর্থাৎ সুন্নাহ মানে পথ বা প্রথা। রসূলুল্লাহ(সা:)এর পথ, গ্রহণ বা বর্জনের পথনির্দেশ, এটাই সুন্নাহ। এইজন্য ভাল সুন্নাহ ও খারাপ সুন্নাহ মানে ভাল পথ ও মন্দ পথ এবং সম্ভবত: এর অন্য কোন অর্থ হয় না। তবে সাধারণ জনগণ ও অধিকাংশ হাদিস-কোর'আনের ছাত্র সুন্নাহের যে অর্থ বোঝে এ তা নয়। যেমন বিদায়াৎ মানে 'রসূলুল্লাহ (সা:)এর হাদিস বা বাধ্যতামূলক কাজের বিপরীত', এরূপ ব্যাখ্যার কারণ বিষয়টি ফেকাহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মুফতীগণের আইনের প্রযুক্তিগত ব্যবহার দ্বারা আয়ের পথ। হাদিস ও ফেকাহ পরবর্তী কালে সৃষ্ট এবং হাদিস ও ফেকাহ দ্বারা সুন্নাহকে বোঝানো হয় কিন্তু সুন্নাহ তা নয়। রসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ হল তাঁর গ্রহণ বা বর্জনের রীতি ও পথনির্দেশ, এবং কার্যধারা আর সঠিকভাবে পরিচালিত খলিফাগণের কার্যাদি যাঁরা নবী(সা:)এর গ্রহণ বা বর্জনের রীতি ও পথনির্দেশ, এবং কার্যধারা অনুসরণ করিত। সুতরাং যে আমল বা অভ্যাসগুলি নতুনভাবে আরম্ভ হয়েছে তা অবশ্যই রসূলুল্লাহ (সা:)এর সুন্নাহের আলোকে পরীক্ষিত হতে হবে এবং তাঁর গ্রহণ বা বর্জনের রীতি ও পথ অনুসারে হবে।

এখন বহু হাদিস আছে যা কঠোরভাবে প্রত্যায়িত সংকলন অর্থাৎ সহীহ হাদিস যাতে দেখা যায় অনেক সাহাবা নতুন দোয়া, নতুন জিকির, নতুন কার্যাদি করেছেন যা রসূলুল্লাহ (সা:) পূর্বে কখনো করেননি বা করার আদেশ দেননি। কিন্তু সাহাবারা সেসব করতেন কারণ তাদের চিন্তাধারা ও বোধবুদ্ধি বা ঈমানের শিক্ষা যা রসূলুল্লাহ

(সা:) দিয়েছিলেন তার দ্বারা উক্ত কার্যাদি ভাল বিবেচনা করতেন এবং সাধারণভাবে সেসব কাজ করতে তাগিদ দিতেন কোর'আনের এই আয়াত অনুসারে- "এবং ভাল কাজ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার —" (২২:৭৭)। এবং সাহাবারা উক্ত কার্যাদি করতেন রসূলুল্লাহ (সা:) এর এই হাদিসের ভিত্তিতে- "যে ইসলামে একটি ভাল সুন্নাহ উদ্বোধন করবে সে তার পুরস্কার লাভ করবে এবং যারা তা পালন করবে তার উপর তাদের পুরস্কার এতটুকুও কমবে না।"

যদিও হাদিসটির মূল বিষয় ছিল দাতব্যের উপর; শরিয়তী আইনের মৌলিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা ও ঐক্যমতের সূত্রটি হচ্ছে প্রাথমিক বক্তব্যের আভিধানিক সাধারণ ব্যাখ্যার গুরুত্ব নির্ণয়। এই ব্যাখ্যার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিশেষ গুরুত্ব নেই এবং একথাও বুঝায় না যে, যে-কেউ শরিয়তী আইনের মধ্যে দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ তৈরী করতে পারে। কারণ ইসলামের সংজ্ঞা ও মূলনীতি গুলি এমনই মানদণ্ড দ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট যে, যদি কেউ সুন্নাহ হিসাবে কিছু সূচনা করে তা অবশ্যই ইসলামের রীতি নীতি, বাধা নিষেধ এবং প্রাথমিক লিখিত সাক্ষ্যপ্রমাণের অন্তর্গত হবে।

কোর'আন ও হাদিসের সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ থেকে সরে আসার ব্যাপারে তদন্তমূলকভাবে লক্ষ্য করা যায় যে অনেক সাহাবা বিভিন্ন কাজ করেছিলেন তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা বা ইসতিহাদ থেকে যা সুন্নাহ বা রসূলুল্লাহ (সা:)এর পথ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল কারণ সে সব ভালকাজ ও ভাল প্রার্থনা শরিয়তের পবিত্র বিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং তার সহিত কোন দ্বন্দ্ব ছিলনা। আর সে সব কাজ বাতিল করা যা অসঙ্গতিপূর্ণ বা অন্য ধরণের ছিল। এই ছিল তাঁর সুন্নাহ ও পথ যার উপর খলিফায়ে রাশেদিন ও সাহাবারা অগ্রসর হয়েছিল এবং এখান থেকেই আলেমরা এই নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, কোন নতুন বিষয়কে উপরোক্ত সূত্র ও প্রাথমিক লিখিত দলিলের ভিত্তিতে বিচার করা হবে। এই পদ্ধতিতে যা ভাল বলে স্বীকৃত ও প্রত্যায়িত হবে তা ভাল এবং যা পবিত্র বিধানের লঙ্ঘন হিসাবে মন্দ বলে প্রত্যায়িত হবে তা মন্দ এবং তা দোষযোগ্য উদ্ভাবন বা বিদা'য়াৎ রূপে বাতিল হবে।

তারা কখনও কখনও ভাল উদ্ভাবনকে বিদা'য়াহ-ই-হাসানা বলেছেন তা আভিধানিকভাবে উদ্ভাবনকে বুঝাবার জন্য, কিন্তু আইনত বা প্রকৃতপক্ষে তা কোন উদ্ভাবন নয়, বরং আইনত এটা সুন্নাহ যেহেতু তা প্রাথমিক লিখিত দলিলের ভিত্তিতে প্রত্যায়িত ও গৃহীত হয়েছিল।

এক্ষণে আমরা সাহাবাদের কার্যাবলী নিয়ে প্রাথমিক দলিল প্রমাণাদি প্রতি লক্ষ্য করিব এবং রসূলুল্লাহ (সা:) কিভাবে তাদের কার্যাবলী নিয়েছিলেন:-

১) বিলাল (রা:) নমাজের সময় নির্দ্ধারণে ইসতিহাদ করতেন। বুখারী ও মোছলেম উভয় হাদিসেই আবু হুরাইরা কতৃক বর্ণিত, একদা ফজরের নমাজের সময় রসূলুল্লাহ (সা:) বিলাল (রা:)কে বলেছিলেন- "বিলাল,আমাকে বল ইসলামে তোমার কোন কাজের জন্য তুমি খুবই আশাবাদী কারণ আমি স্বর্গে তোমার খড়মের পদধ্বনি শুনেছি।" বিলাল(রা:) বললেন- "আমি কিছুই করি না, আমি আশাবাদী এই কারণে যে আমি দিনে বা রাতে যখনই ওজু করি তখন তাহিয়্যাতুল ওজুর নমাজ পড়ি



pdf By Syed Mostafa Sakib



তাতে আমার ভাগ্যে যা হয় হোক ঐ নমাজের জন্য।" 'ফাতহুল বারি' গ্রন্থে ইবনে হাজর আসকালানি বলেছিলেন- যে ঐ হাদিসে এটা বুঝায় যে বিশেষ নমাজ পাঠের সময় নির্ণয়ে ব্যক্তিগত যুক্তি(ইসতিহাদ)এর ব্যবহার অনুমতি যোগ্য কারণ বিলাল(রা:) ব্যক্তিগত যুক্তি দ্বারা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সা:) তা প্রত্যায়িত বা অনুমোদন করেছিলেন।

একই রকম হাদিস বুখারী শরীফে আছে খুবাইব সম্বন্ধে যিনি মক্কায় মুশরেকদের দ্বারা শহীদ হওয়ার আগে দু রাকয়াত নমাজ পড়ার অনুমতি নিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন প্রথম যারা অবধারিত মৃত্যুর আগে দু রাকয়াত নমাজ পড়ার সুন্নাহ স্থাপন করেছিলেন। এই হাদিসগুলি স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে বিলাল ও খুবাইব তাদের ব্যক্তিগত বিবেচনা (ইসতিহাদ) ব্যবহার করেছিলেন যদিও কোন পূর্ববর্তী আদেশ বা পূর্ব উদাহরণ ছিল না।

### *রসূলুল্লাহ(সা:) একজন ব্যক্তিকে সমর্থন করেছিলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) এর পিছন থেকে নতুন হামদ বলেছিল।*

বুখারী ও মোছলেম উভয় হাদিসেই আছে যে রিফফা বিন রফি বলেছিলেন "যখন আমরা রসূলুল্লাহ(সা:) এর পিছনে নমাজ পড়ছিলাম, তিনি তাঁর মাথা রুকু থেকে তুলে বললেন 'আল্লাহ শোনেন যে কেউ তাঁর প্রশংসা করে', তখন তাঁর পিছন থেকে একজন বলল- 'হে আল্লাহ, তোমার প্রশংসা অফুরন্ত, সার্বিক ও আশীষপূর্ণ'। যখন সে চলে যেতে উদ্যত হল রসূলুল্লাহ(সা:) জানতে চাইলেন 'কে একথাটা বলেছিল?' তখন লোকটি বলেছিল 'আমি বলেছিলাম'। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- 'আমি দেখলাম ৩০টির বেশী ফেরেশতা প্রত্যেকে চেষ্টা করছে প্রথমে একথা লেখার জন্য'।"

'ফাতহুল বারি' গ্রন্থে ইবনে হাজর আসকালানি বলেছিলেন- যে ঐ হাদিসটি বুঝায় যে হাদিসে লেখা দোওয়া ও যিকির ছাড়াও প্রার্থনার মধ্যে নতুন ধরণের যিকির করার অনুমতি আছে তবে তা হাদিসে প্রাপ্ত বিষয়ের বিরুদ্ধ হবে না।

### *"এক ব্যক্তি প্রতি রাকয়াতে সুরা এখলাসে পড়তেন, রসূলুল্লাহ(সা:) তা মেনে নিয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজে এরূপ করতেন না।"*

হাদিস বুখারী শরীফে আছে আয়েশা(রা:) কতৃক বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ(সা:) এক ব্যক্তিকে সামরিক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন যে নমাজের মধ্যে প্রতি রাকয়াতে কোর'আন থেকে আবৃত্তি ক'রত ও শেষে সুরা এখলাস পড়ত। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর অন্যেরা রসূলুল্লাহ(সা:)কে এটা জানায়। তিনি তাদের বললেন 'তাকেই জিজ্ঞাসা কর সে এরূপ করে কেন?' যখন তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, সে বলল- "যেহেতু এটা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করে তাই আমি তা আবৃত্তি করতে ভালবাসি।" রসূলুল্লাহ(সা:) তাদের বললেন "তাকে বল, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।"

এতদ্ সত্ত্বেও আমরা কোন আলেমকে জানিনা যিনি উপরোক্ত বিষয় অনুমোদিত হলেও অনুসরণ করে থাকেন,কারণ রসূলুল্লাহ(সা:)এর নিয়মিত কার্যকেই অধিকতর ভাল বিবেচনা করা হয়। যদিও তিনি উপরোক্ত বিষয় অনুমোদন করেছিলেন এবং

বুঝা যায় নমাজের মধ্যে এই ধরণের কাজ ও মান্যতা তাঁর অনুমোদিত ও সুন্নাহের অন্তর্গত এবং এটা দেখা যায় যে এগুলিকে তিনি বেদা'য়াত হিসাবে গণ্য করতেন না। যাহোক জনগণ তাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করে প্রতিটি নতুনত্বপূর্ণ কাজকে ভ্রান্ত পথ ও বেদা'য়াত হিসাবে তকমা দিতে।

উপরোন্তু, নমাজ সম্বন্ধে সমস্ত পূর্ববর্তী হাদিস সমূহে দেখা যায়,এর সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ অংশ দৈহিক কার্য এবং এ সম্বন্ধে রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- "নমাজ পড় যেমন তোমরা আমাকে নমাজ পড়তে দেখ"। তা সত্ত্বেও তিনি উপরোক্ত ব্যক্তিগত যুক্তি ও কার্য গ্রহণ করেছিলেন কারণ সেগুলি আইন প্রণেতার সংজ্ঞা হতে বিচ্যুত ছিলনা। প্রতিটি জিনিসেরই একটি অক্ষাংশ বা মেরুদণ্ড আছে এবং যতক্ষণ কোন কাজ পবিত্র বিধানের সাধারণ বৃত্তীয় অক্ষাংশের মধ্যে পড়ে তা গৃহীত হবে কারণ সীমারেখা অবশ্যই মান্য করতে হবে। যতটা স্পষ্ট করে বলা যায় এটাই রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ ও পথ। এ থেকে আলেমগণ সিদ্ধান্ত করেন যে শরিয়তে কোন কার্য্যের সাক্ষ্য থাকলে তা অপ্রাসঙ্গিক নয়, যা প্রাথমিক স্পষ্ট দলিলের বিরুদ্ধ নয় এবং কোন ক্ষতিকারক ফল দান করেনা তা বাজে উদ্ভাবন বা বেদা'য়াত নয় বরং সুন্নাহের অন্তর্গত এবং সেখানে কোন জিনিসের থেকেও অধিকতর ভাল কিছু থাকে।

### *'রসূলুল্লাহে(সা:) সুরা ফাতেহা দ্বারা আরোগ্য করার ইসতিহাদ গ্রহণ করেছিলেন।'*

বুখারী শরীফে আবু সঈদ খুদরি কর্তৃক বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ(সা:)এর একদল সাথী তাদের অভিযানে গিয়েছিল এবং কিছু আরব মরুবাসীর তাবুর কাছে ছিল এবং তাদের অতিথি হতে চেয়েছিল কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এমন সময় উক্ত তাবুর সর্দ্দারকে কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল এবং তার সাথীরা সবরকম চেষ্টা করেও তাকে সুস্থ করতে পারেনি। তাদের একজন বলল- "যদি তোমরা কাছেই যারা তাঁবু ফেলেছে তাদের কাছে যাও, তাদের কোন উপায় থাকতে পারে।" তারা সাহাবাদের কাছে এসে বলল- "ওহে লোকদল, আমাদের সর্দ্দারকে কাঁকড়া বিছে কামড়েছে এবং আমরা সবরকম চেষ্টা করেছি, তোমাদের কোন উপায় আছে কি?" সাহাবাদের একজন বলল- "হ্যাঁ, আল্লাহর দোয়ায় আছে, আমরা লোকের উপর আরোগ্যকারী শব্দগুলি আবৃত্তি করি। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা তোমাদের অতিথি হতে চেয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করেছিলে, সেজন্য আমি কিছুই আবৃত্তি করব না যদি না তোমরা আমাদিগে নজরানা দাও। তারা তখন একপাল ভেড়া দিতে রাজী হল, তারপর লোকটি সেখানে গিয়ে সুরা ফাতেহা পড়তে পড়তে থুথু দিয়ে ক্ষতস্থানে মালিশ করতে থাকল যতক্ষণ না সর্দার উঠে দাঁড়াল। তারপর সর্দার খোঁয়াড় থেকে ছাড়া উঠের মত হাঁটতে লাগল। সর্দার একপাল ভেড়া দিয়েছিল এবং কিছু সাহাবা ভেড়াগুলি ভাগ করতে চাইল, তখন যে লোকটি থুথু দিয়েছিল সে বলল - "এরূপ করো না, যতক্ষণ না আমরা রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে পৌঁছে তাঁকে ঘটনাটি বলি, দেখি তিনি আমাদের জন্য কি আদেশ করেন।" তারা রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে গিয়ে উক্ত ঘটনাটি বলল। রসূলুল্লাহ(সা:) তখন বললেন "তোমরা কি ক'রে জানলে ঐ



pdf By Syed Mostafa Sakib



কথাগুলিই সুস্থ করেছে। ভেড়াগুলি ভাগ কর এবং আমাকে একটা অংশ দিও।" এই হাদিসে স্পষ্ট হয় যে সাহাবাদের কোন পূর্ব জ্ঞান ছিলনা যে সুরা ফাতিহা পাঠ করে আরোগ্য করা শরিয়তী বিধান দ্বারা সমর্থিত হবে। কিন্তু তারা এরূপ করেছিল ব্যক্তিগত বিবেচনা থেকে। যেহেতু এই ইজতিহাদ শরিয়তী বিধান লঙ্ঘন করেনি, রসূলুল্লাহ(সা:) তার কাজকে দৃঢ় করেছিলেন। কারণ এটাই তাঁর সুন্নাহ-যা ভাল, কোন ক্ষতি করেনা তা গ্রহণ করা। যদিও কাজটি রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছ থেকে একটি নির্দ্দিষ্ট উদাহণ রূপে আসেনি।

### *'রসূলুল্লাহে(সা:) সারোরাতে সুরা এখলাস পাঠ সমর্থন করেছিলেন।'*

বুখারী শরীফে আবু সঈদ খুদরি কর্তৃক বর্ণিত যে একব্যক্তি আর একব্যক্তিকে সারারাত সুরা এখলাস পাঠ করতে শুনেছেন এবং সকাল বেলা তিনি রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে গিয়ে বিরক্তিসহ একথা জানালেন। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- "আমার প্রাণ যাঁর হাতে তাঁর কসম, এ সুরা কোর'আন শরীফের এক তৃতীয়াংশের সমান।" দারাকুতনি এই হাদিসের অন্য একটি বয়ান লিখেছিলেন যেখানে লোকটি বলেছিল- "আমার এক প্রতিবেশী যে সারারাত প্রার্থনা করে এবং সুরা এখলাস ছাড়া আর কিছু পাঠ করেনা।"এই হাদিস দেখায় যে রসূলুল্লাহ(সা:) সেই ব্যক্তিকে সমর্থন করেছিলেন যে সারারাত সুরা এখলাস পাঠ করেছিল, যদিও রসূলুল্লাহ(সা:) তিনি নিজে তা করতেন না। এবং রসূলুল্লাহ(সা:) সমস্ত কোর'আন আবৃত্তি করতেন যা অধিকতর ভাল ছিল আর ঐ লোকটির কাজ সাধারণ ভাবে সুন্নাহর আওতায় পড়ে এবং কোনভাবেই দোষযোগ্য নয়।

### *'রসূলুল্লাহে(সা:) নতুন দোওয়া অনুমোদন করেছিলেন যা তিনি শিক্ষা দেননি।'*

আহম্মদ ও ইবনে হিব্বান উল্লেখ করেছেন আদুল্লাহ বিন বুরাইদা থেকে যে তাঁর পিতা বলেছিলেন "আমি রসূলুল্লাহ(সা:) এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করেছিলাম সেখানে একব্যক্তি প্রার্থনার মধ্যে বিনীত ভাবে বলছিল, 'হে আল্লাহ, আমি তোমায় প্রশ্ন করি যে আমি পরীক্ষা করেছি তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোন আল্লাহ নেই, এক অদ্বিতীয়, চরম ক্ষমতাবান, কাউকেও তুমি জন্ম দাওনি, কেউ তোমাকেও জন্ম দেয়নি এবং তোমার সমান কেউ নয়।" এবং রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ সে আল্লাহকে প্রশ্ন করেছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম নামে, যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যা তিনি দিয়েছেন এবং যদি তা বিনীত নিবেদন হয়, তিনিই তার উত্তর দেন।"

এটা সুস্পষ্ট যে ঐ বিনীত নিবেদন সাহাবার অন্তর থেকে স্বত:স্ফূর্তভাবে এসেছিল এবং শরিয়তের আহ্বানের সহিত তা সমতা পূর্ণ তাই রসূলুল্লাহ(সা:) সমর্থন করেছিলেন ও গ্রহণ করেছিলেন উচ্চ প্রশংসাসহ। যদিও এটা জানা নেই যে

রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে তা কখনো শিখয়ে ছিলেন কিনা। রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ কি তা বুঝবার জন্য এ হাদিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিকই সুন্নাহ নতুন প্রশংসনীয় ধর্মীয় কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### *'নতুন কার্যাদি যা রসূলুল্লাহ(সা:) সমর্থন করেছিলেন।'*

লেখকদ্বয় এমন কোন হাদিস দেখেননি যেখানে রসূলুল্লাহ(সা:) কোন সাহাবার ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাজকে বিদা'য়াত হিসাবে গণ্য করেছেন বা কোন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে কিছু কাজের তালিকা দেওয়া হ'ল যা তাঁর সাহাবাগণ করেছিল যা তিনি সমর্থন করেছিলেন।

১) এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ(সা:)এর পিছনে নমাজ পড়ার সময় নতুন ধরণের হামদ পাঠ করেছিল এবং রসূলুল্লাহ(সা:) তাহা সমর্থন করেছিলেন। এটা সহীহ বুখারীর ১(৭৬৩) নং হাদিস যাহা রিফাআ বিন রফি জুরাকি বর্ণনা করেছিলেন। ৫ম অধ্যায়ে এবিষয় বিস্তারিত বলা হয়েছে। প্রার্থনার মধ্যে এটা এক নব উদ্ভাবন কিন্তু রসূলুল্লাহ(সা:) একে বিদা'য়াত হিসাবে গণ্য করেননি। আমরা এ থেকে অবশ্যই শিক্ষা নেব।

২) সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং ১৮০৯, জাবির বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন- "রসূলুল্লাহ(সা:) তালবিয়ায় (হজ্বের সময় লাব্বায়েক বলা) গলা চড়াইতেন; তিনি তালবিয়ায় সেকথা গুলিই বলতেন যা প্রথাগত ভাবে বলা হয় (ইবন ওমর কর্তৃক বর্ণিত)। জনতা আরো কথা যোগ করিত, যেমন- 'ধাল-মা-আরিজ' (মইয়ের মালিক) ইত্যাদি কথা। রসূলুল্লাহ(সা:) তাদের সেসব কথা শুনেছিলেন কিন্তু তিনি তাদের কিছু বলেননি।

৩) রসূলুল্লাহ(সা:)এর এক সাহাবা বিছা কামড়ানো এক রুগী উপর সুরা ফাতেহা পাঠ করে সুস্থ করেছিলেন এবং মজুরী নিয়েছিলেন যা তিনি সমর্থন করেছিলেন। এটা সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৩(৪৭৬) তে আবু সঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত, ৫ম অধ্যায়ে এবিষয় বিস্তারিত বলা হয়েছে।

৪) খুবাইব মৃত্যুদণ্ডের পূর্বে ২ রাকয়াত নমাজ পাঠের প্রথা চালু করেছিলেন। সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৪(২৮১), আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:) দশ জনের একদলকে চর হিসাবে পাঠিয়েছিলেন অসিম বিন সাবিত আনসারীর নেতৃত্বে। তারা অগ্রসর হয়ে হাদায়তে পৌঁছেছিলেন সেটা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী একটা জায়গা। তাদের অগ্রগতির খবর বনী লিহয়ান নামক হুদায়ালের এক উপজাতির



pdf By Syed Mostafa Sakib



এক দল লোকের কাছে পৌঁছেছিল। প্রায় দুশো তীরন্দাজ দ্রুত তাদের পথ অনুসরণ করেছিল,তারা দেখল সে স্থানটি যেখানে তারা মদিনা থেকে আনা খেজুরগুলি খেয়েছিল। তারা বলল- 'এগুলি ইয়াতরিবের খেজুর' এবং তাদের পথ অনুসরণ করতে লাগল। যখন অসিম ও তার সাথীরা তাদের অনুসরণকারীদের দেখল তারা একটা উচ্চস্থানে উঠে গেল। তখন অবিশ্বাসীরা তাদের ঘিরে ধরল। অবিশ্বাসীরা বলল- 'নেমে এসে আত্মসমর্পণ কর, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি ও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না'। অসিম বিন সাবিত বললেন- 'আল্লাহর কছম আমরা অবিশ্বাসীদের কথায় কখনো নেমে আসব না, ইয়া আল্লাহ, আমাদের সংবাদ তোমার রসুলের কাছে পৌঁছে দাও।' অবিশ্বাসীরা তখন ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করতে লাগল তাতে অসিম ও আরো ৬জন নিহত হ'লে বাকী ৩জন তাদের প্রতিশ্রুতি মত নেমে আসে। তারা হ'ল খুবাইব আনসারী, ইবন দাতিন্না ও আরো একজন। অবিশ্বাসীরা তখন তাদের ঘিরে ধরল এবং ধনুকের দড়ি খুলে তাদের বাঁধল। তখন ৩য় ব্যক্তি বলল- 'এটাই প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা, আল্লাহর শপথ আমি তোমাদের সাথে যাবনা। ঐ শহীদরা আমাদের জন্য ভাল উদাহরণ রেখেছে।' তাই তারা তাকে টানিতে ছিল ও তাদের সাথে যেতে বাধ্য করছিল কিন্তু সে অনড় রইল এবং তারা তাকে হত্যা করল। তারা খুবাইব ও ইবনে দাতিন্না কে তাদের সাথে নিয়ে গেল এবং মক্কায় ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করল। খুবাইবকে হারিৎ বিন আমির বিন নওফল বিন আবদ মানাফ এর পুত্র কিনেছিল। খুবাইব হারিৎ বিন আমিরকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিল। সেজন্য খুবাইবকে বন্দী করা হয়েছিল।

জুহুরী বর্ণনা করেছিলেন- "উবাইদুল্লা বিন আইয়াদ বলেছিল- 'যখন খুবাইবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য লোকজন জমায়েত হয়েছিল তখন খুবাইব আমার কাছে একটা খুর চেয়েছিল তার যৌনাঙ্গের পার্শ্বস্থ লোম কাটিবার জন্য এবং আমি তাকে দিয়েছিলাম। তারপর সে আমার এক ছেলেকে তার কাছে নিয়ে ছিল কিন্তু আমি জানতাম না কখন সে তাকে নিয়েছিল। আমি দেখলাম আমার ছেলে তার কোলের উপর এবং তার একহাতে খুর। আমি এত বিচলিত হয়েছিলাম যে খুবাইব আমার মুখে সেই উদ্বেগ লক্ষ্য করে বলল - 'তুমি কি ভীত যে আমি তাকে খুন করব? না, আমি কখন সেরূপ করিব না।' আল্লাহর কসম আমি কখনও খুবাইবের মত ভাল বন্দী দেখিনি। একদিন আমি দেখলাম সে একথোকা আঙ্গুর খাচ্ছে, তখন সে শিকলে বাঁধা ছিল এবং মক্কায় কোন ফল ছিলনা। হারিতের কন্যা বলতে লাগল 'এ আল্লাহর অনুগ্রহ খুবাইবের উপর। যখন তারা বন্দীশালা থেকে তাকে নিয়ে এল, খুবাইব তাদের বলল তাকে দু রাকয়াত নমাজ পড়তে দিতে, তারা তাকে অনুমতি দিল এবং সে দু রাকয়াত নমাজ পড়ল এবং বলল- "আমি আমার প্রার্থনাকে দীর্ঘ করতে পারতাম কিন্তু তোমরা ভাববে আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত ছিলাম, আমি মোটেই ভীত ছিলাম না। হে আল্লাহ এদের সবাইকে হত্যা করো কাউকেও বাদ দেবে না। তারপর আরবী একটি কবিতা সে আবৃত্তি করল, যেমন- "আমি শহীদ হচ্ছি মুসলিম রূপে, ভাবো কেমন করে আমি নিহত হচ্ছি আল্লাহর কারণে, আমার নিহত হওয়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে, যদি আল্লাহ চান আশীষ দেবেন আমার এই ছিন্নভিন্ন দেহটিকে"।

এই ছিলেন খুবাইব যিনি বন্দীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার আগে দু রাকয়াত নমাজ পাঠের প্রথা চালু করেছিলেন। অসীম বিন সাবিতের প্রার্থনা তাঁর শহীদ হওয়ার দিনই আল্লাহ্ পূরণ করেছিলেন। নবী(সা:) তাঁর সাহাবাদের খবর দিয়েছিলেন কি তাদের প্রতি ঘটেছিল। অন্যদিকে কোরায়েশ বংশের কিছু অবিশ্বাসী খবর পেয়েছিল খুবাইব নিহত হয়েছে, তারা কিছু লোককে পাঠিয়েছিল খুবাইবের মাথাটি আনার জন্য কারণ খুবাইব বদরের যুদ্ধে তাদের প্রধানকে হত্যা করেছিল। কিন্তু একঝাঁক ভীমরুল কালো মেঘের মতো খুবাইবের মৃতদেহের উপর উড়ছিল ফলে সেই লোকেরা তার দেহের কোন অংশ কাটতে পারেনি।

৫) একব্যক্তি রাতে বারবার সুরা এখলাস পাঠ করত যা সহীহ বুখারী শরীফের ৬(৫৩৩) নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে এবং ৫ম অধ্যায়ে তা বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই হাদিসে দেখা যায় যে কোর'আনের কিছু সুরা বা কিছু আয়াত বারবার পাঠ করার উপর কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু বর্তমানে বিদা'য়াতের প্রবক্তারা বারবার সুরা এখলাস পাঠ করাকে বিদায়াত রূপে গণ্য করতে পারে।

৬) নবী(সা:) এর সাহাবারা তাঁর ওজুর পানির বাকি অংশ নিয়ে তাদের মুখে মাখত-আর নবীজি তার অনুমতি দিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী শরীফের ৭(৭৫০)নং হাদিস, আবু যোহাইফা কর্তৃক বর্ণিত– "আমি নবী(সা:)এর কাছে এসেছিলাম যখন তিনি একটি লাল চামড়ার তাঁবুর মধ্যে ছিলেন এবং আমি দেখলাম নবী(সা:) এর ওজুর পানির বাকি অংশ নিয়ে বিলাল এবং কিছু লোক তাদের মুখে মাখছে।"

*৭) নবী(সা:) তাঁর ঘাম নিয়ে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।*

সহীহ বুখারী শরীফের ৮(২৯৮) নং হাদিস, থুমামা কর্তৃক বর্ণিত–আনাস (রা:) বলেছিলেন "উম্মে সুলাইমা (আনাস বিন মালিকের মাতা) একটা চামড়ার চাদর তার বাড়ীতে বিছিয়ে দিতেন নবী(সা:) এর জন্য যাতে তিনি মধ্যাহ্ন কালীন নিদ্রা যেতে পারেন।" আনাস আরো বলেন যে, "তিনি (তার মাতা) কিছু ঘাম ও চুল সংগ্রহ করে রাখতেন এবং তারপর সুক নামক এক সুগন্ধির সঙ্গে মিশিয়ে রাখতেন তখনো তিনি ঘুমাতেন।" যখন আনাস বিন মালিক এন্তেকাল করেন, তাঁর ওসিয়ত মত ঐ মিশ্রিত সুক হানুতের সঙ্গে মিশিয়ে তাঁর দেহে লাগানো হয়েছিল। এই একই বিষয় সহীহ মোছলেম শরীফের ৫৭৬১ নং হাদিসে বর্ণতি হয়েছে।

**মন্তব্য:**– নবী(সা:) কখন ও কাহাকেও তাঁর ঘাম সংগ্রহ করতে বলেননি কিন্তু উম্মে সুলাইমা তার নিজের ইচ্ছামত তা করেছিল। একই ভাবে নবী(সা:) কখন ও কাহাকেও তাঁর ঘাম ও চুল সুকের সাথে মিশিয়ে এবং হানুতের সাথে মিশিয়ে লাশের দেহে মাখাতে বলেননি। আনাস বিন মালিক তার নিজের ইচ্ছামত তা করতে বলেছিলেন কারণ তিনি জানতেন যে নবী(সা:) এর ঘাম ও চুলের মধ্যেও বরকত বা আশীষ রয়েছে।

৮) এই একই বিষয় সহীহ মোছলেম শরীফের ৫৭৬২ নং হাদিসে আনাস বিন



pdf By Syed Mostafa Sakib



মালিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে; তিনি বলেছিলেন যে আল্লাহর নবী(সা:) উম্মে সুলাইমার ঘরে এসেছিলেন এবং তার বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন যখন তিনি তার বাড়ী ছিলেন না। তিনি যখন এসেছিলেন তখন নবী(সা:) তার বিছানায় ঘুমিয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল'রসূলুল্লাহ(সা:) তোমার বিছানায় মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছেন।' তিনি ঘরে ঢুকে দেখলেন তিনি ঘুমাচ্ছেন ও ঘামছেন আর তা চামড়ার চাদরের উপরে পড়েছে। তিনি তার আতরদানি খুলে শিশিতে ঐ ঘাম রাখতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ(সা:) জাগ্রত হয়ে বললেন– "উম্মে সুলাইমা, তুমি কি করছ?" তিনি বললেন –"হে রসূলুল্লাহ(সা:), আমরা আমাদের সন্তানের জন্য আশীষ খুঁজছি এ দিয়ে। একথা শুনে তিনি বললেন- - "তুমি কিছুটা ঠিকই করেছ।"

*৯) সাহাবারা রসূলুল্লাহ(সা:) এর চুল মাটিতে পড়তে দিত না।*

সহীহ মোছলেম শরীফের ৫৭৫০ নং হাদিসে আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত– "আমি দেখেছিলাম রসূলুল্লাহ(সা:) যখন নাপিতের কাছে চুল কাটতেন তাঁর সাহাবারা তাঁকে ঘিরে থাকত এবং ব্যগ্রভাবে চাইত কোন চুল যেন মাটিতে না পড়ে, সব চুল তাদের হাতে থাকত।"

*১০) রসূলুল্লাহ(সা:) সাহাবাদের মগরিবের নমাজের আগে ২ রাকয়াত নমাজ পড়া নিষেধ করেননি।*

সহীহ মোছলেম শরীফের ১৮২০ নং হাদিসে মুখতার বিন ফুলফুল বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন, আমি আনাস বিন মালিককে প্রশ্ন করলাম আছরের নমাজের পর নফল নমাজ সম্বন্ধে, এবং তিনি উত্তর দিলেন আছরের নমাজের পর ওমর তাহরিমা বেঁধে ছিলেন নমাজের জন্য কিন্তু আমরা সূর্যাস্তের পর ও মগরিবের নমাজের আগে দু রাকয়াত নমাজ রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় পড়তাম। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম– 'রসূলুল্লাহ(সা:) কি ঐ নমাজ পড়তেন?' তিনি বললেন 'তিনি (রসূলুল্লাহ(সা:)) আমাদের ঐ নমাজ পড়তে দেখেছেন কিন্তু তিনি কখনও আমাদের নির্দ্দেশ দেননি বা বারণ করেননি।

*১১) সাহাবারা নিজেদের মুখে রসূলুল্লাহ(সা:)এর থুথু মাখতেন।*

সহীহ বুখারীর হাদিস নং ৩(৮৯১).মিসওয়ার বিন মুখরামা ও মারওয়ান কর্তৃক বর্ণিত. (এটা একটা লম্বা হাদিস যার মধ্যে নিম্নলিখিত দরকারী অংশ উদ্ধৃত করা হল।) উরওয়া (একজন কোরায়েশ নেতা যে হুদাবিয়ার সন্ধিতে রসূলুল্লাহ(সা:) এর সাথে সাক্ষাৎ করে) তার দলের লোকের কাছে ফিরে গিয়ে বলেছিল – 'ওহে জনগণ, আল্লাহ জানেন, আমি সীজার, খোসরু, নাজজাসি ও অন্যান্য রাজাদের কাছে গিয়েছি, তথাপি আমি কখনও দেখিনি তাদের সভাসদগণ রাজাদের ততখানি সম্মান করে যতখানি সম্মান মহম্মদের সাথীরা তাকে করে। আল্লাহ জানেন যদি সে (মহম্মদ)

থুথু ফেলে তা তাদের (সাহাবাদের) হাতে পড়ে তবে তারা সেই থুথু তাদের মুখে ও গায়ে মাখবে। যদি সে (মহম্মদ) তাদের কিছু আদেশ করে তারা তৎ-ক্ষণাৎ তা করে। যদি সে (মহম্মদ) অজু করে তবে তারা অজুর বাকী পানি লওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করে। যখন তারা কথা বলে তারা তাদের স্বরকে নিচু করে এবং তারা তাঁকে সম্মান করার জন্য তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে না।'

## সপ্তম অধ্যায়

### *রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তী কালে গৃহীত নতুন কার্যাদি।*

যেহেতু (রসূলুল্লাহ(সা:)এর জীবদ্দশায় কোন বিদা'য়াতের উদাহরণ নেই,সেজন্য বিদা'য়াতের প্রশ্নে সাহাবাদের নতুন ধরণের কার্যাদি বাছাই করা অত্যন্ত জরুরী। নিম্নে (রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তী কালে সাহাবাদের নতুন ধরণের কার্যাদির কিছু উদাহরণ দেওয়া হল যা বিদা'য়াত রূপে চিহ্নিত হয়নি।

১) *আবু বকর ও যাইদ কোর'আন সংকলন করেছিলেন কারণ তা বিশেষ দরকারী ছিল যদিও রসূলুল্লাহ(সা:) কখনও এর কোন প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যক্ত করেননি।*

সহীহ বুখারী,হাদিস নং ৬(২০১), যাইদ বিন সাবিত আনসারী কর্তৃক বর্ণিত যিনি তাদেরই মধ্যে একজন ছিলেন যারা আল্লাহর আয়াত সমূহ লিখে রাখতেন। "ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেজের মৃত্যুর পর আবু বকর আমার জন্য বার্তা এনেছিলেন, ওমর, আবু বকরের সাথে উপস্থিত ছিলেন; আবু বকর বললেন- 'ওমর আমার কাছে এসে বলল- 'ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক (হাফেজ সৈন্য) নিহত হয়েছে এবং আমি ভীত যে অন্যান্য যুদ্ধেও বহু হাফেজ নিহত হতে পারে, ফলে কোর'আনের একটা বিরাট অংশ হারিয়ে যেতে পারে যদিনা আপনি তা সংগ্রহ করেন। আমার ইচ্ছা আপনি অবশ্যই কোর'আনের সব আয়াতগুলি সংকলিত করবেন। আবু বকর আরো বললেন-'আমি ওমরকে বললাম,আমি সেকাজ কেমন করে করতে পারি যা রসূলুল্লাহ(সা:) করেননি?' ওমর বলল- 'আল্লাহ জানেন, এটা বাস্তবিকই একটা ভাল কাজ।' সেকারণে ওমর তার প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিল এবং চাপ দিয়ে ছিল,অবশেষে আল্লাহ আমার হৃদয় উন্মুক্ত করলেন একাজের জন্য এবং আমারও ওমরের মত একই ইচ্ছা।" ওমর তাঁর সাথে বসেছিল এবং কোন কথা বলছিল না। আবু বকর আমাকে(যাইদকে) বললেন- "তুমি একজন জ্ঞানী তরুণ ব্যক্তি এবং আমরা তোমাকে সন্দেহ করিনা, তুমি লিখতে আরম্ভ কর রসূলুল্লাহ(সা:)





এর পক্ষ থেকে আল্লাহর আয়াত সমূহ। অর্থাৎ কোর'আনের সমস্ত আয়াত একটি পাণ্ডুলিপিতে সংগঠিত কর। আল্লাহ জানেন, যদি তিনি আমাকে একটি পাহাড় সরাতে বলতেন, তা আমার জন্য কোর'আন সংগঠিত করার কাজ থেকে কঠিন হত না। আমি তাঁদের উভয়কে বললাম- 'আপনারা কিভাবে এ কাজ করতে সাহস করছেন যা রসূলুল্লাহ(সা:) করেননি?' আবু বকর বললেন- "আল্লাহ জানেন, এটা সত্যই একটা ভাল কাজ।" আমি তাহার সহিত বির্তক করতে থাকলাম যতক্ষণ না আল্লাহ আমার হৃদয় খুলে দিলেন যেমন তিনি (আল্লাহ) ওমর ও আবু বকরের হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন। সুতরাং আমি কোর'আনের সমস্ত আয়াতগুলি খুঁজতে লাগলাম,চামড়ায় লেখা.খেজুর পাতায় লেখা বা ফলকে লেখা গুলি সংগ্রহ করতে থাকলাম এবং বিভিন্ন ব্যক্তির স্মৃতি থেকে যারা মুখস্থ রাখতে পারেন। আমি সূরা তওবার দুটি আয়াত খুযাইমার কাছে পেলাম যা আমি অন্য কারো কাছে পাইনি। "লাক্বাদ যা-আকুম —— আরশেল আজীম।(৯:১২৮ ও ১২৯)।

কোর'আনের পাণ্ডুলিপি এইভাবে সংগঠিত হয়েছিল যা আবু বকরের কাছে ছিল তার মৃত্যু পর্যন্ত এবং তারপর ওমরের কাছে ছিল তার মৃত্যু পর্যন্ত এবং শেষে ওমরের কন্যা হাফসার কাছে ছিল।

মন্তব্য:- যদি আমাদের বিদা'য়াতের পণ্ডিতদের নীতি অনুসরণ করতে হয় তবে তালিকায় এটা সর্ব প্রথম হবে।আরো বুঝায় যে যদি কেহ একটি ভাল কাজ করতে অগ্রসর হয় যা রসূলুল্লাহ(সা:) করেননি তবে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। আবার এমন একটি কাজ যা উম্মাহর ভালোর জন্য বুঝায় তাকে বিচার করতে হবে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে।

আরো মনে রাখতে হবে যে কোর'আনে বর্তমানে যেসব যতি চিহ্নাদি আছে তা রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর প্রথম দুই খলিফার মৃত্যুর পর।যদিও এটা একটা উদ্ভাবন যা অনারবদের কাছে কোরআন পাঠ বেশ সহজ করে দিয়েছে।

২) *কোরআনে পুনরায় সংকলিত হয় কোরাইশী উচ্চারণে এবং বাকী সব লেখা পুড়িয়ে দেওয়া হয়।*

সহীহ বুখারী হাদিস নং ৬(৫১০), আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত:- "হুদাইফা বিন ইয়ামান ওসমানের কাছে এসেছিলেন যখন ইরাক ও শাম দেশের জনগণ আরমেনিয়া ও আজারবাইজান জয় করার জন্য যুদ্ধ করছিল। হুদাইফা ইরাক ও শাম দেশের জনগণের কোরআন পাঠের পার্থক্যের জন্য ভীত হয়েছিলেন। তিনি ওসমানের কাছে বলেছিলেন- "হে বিশ্বাসীদের নেতা, কিতাবটির (কোরআনের) বিষয়ে তারা পৃথক হওয়ার পূর্বেই এই জাতিকে রক্ষা করুন, যেমন ঈহুদী ও খৃষ্টানগণ পূর্বে করেছিল। তখন ওসমান, হাফসার কাছে সংবাদ পাঠালেন 'কোরআনের পান্ডুলিপিটি আমাদের কাছে পাঠাও যাতে আমরা কোরআনের ত্রুটিহীন কপি করতে পারি এবং পান্ডুলিপিটি তোমার কাছে ফেরৎ পাঠাব।' হাফসা কোরআনের পান্ডুলিপিটি ওসমানের কাছে পাঠালেন। তখন যাইদ বিন সাবিত, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাঈদ বিন আস এবং আব্দুর রহমান বিন হারিত বিন হিশামকে কোরআনের পান্ডুলিপিটির

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রুটিশূন্য কপি করতে আদেশ দিলেন। ওসমান উক্ত তিন কোরাইশ লোককে বলেছিলেন- - "কোরআনের বিষয়ে যদি তোমরা যাইদ বিন সাবিতের সাথে একমত না হও তবে তা কোরাইশ উচ্চারণে লিখবে কারণ কোরআন তাদের উচ্চারণেই অবতীণ হয়েছিল। তারা তেমনই করেছিলেন। যখন তারা অনেক গুলি কপি করেছিলেন তখন ওসমান কোরআনের পান্ডুলিপিটি হাফসার কাছে ফেরৎ পাঠান। ওসমান প্রতিটি মুসলিম প্রদেশে একটি করে কপি পাঠিয়ে ছিলেন। এবং অন্য সব কোরআনের পান্ডুলিপি পূর্ণ বা আংশিক সবই পুড়িয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। যাইদ বিন সাবিত সুরা আহযাবের একটি আয়াত (৩৩:২৩) যুক্ত করেছিলেন যা আমরা যখন কপি করি তখন লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম।

### ৩) *বিদা'য়াতের সংকীর্ণ সংজ্ঞানুসারে সমস্ত হাদিস, ফেকাহ ও মাজহাবী গ্রন্থকে নতুন উদ্ভাবন মানে বিদা'য়াত বলা যায় কি?*

যখন কিছু আলেম এই হাদিস উল্লেখ করেন- "আমার কাছ থেকে কোরআন ছাড়া অন্য কিছু লিখবে না এবং কেহ আমার কাছ থেকে অন্য কিছু লিখে থাক তা মুছে ফেলবে।" এতে বুঝায় যে প্রাথমিক ভাবে রসূলুল্লাহ(সা:) হাদিস সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলেন, অন্যান্য আলেমগণ এর বিরোধিতা করে থাকেন এবং ব্যাখ্যা করেন এরূপ যে একই স্থানে কোরআন ও হাদিস লিখলে তাদের মধ্যে মিশ্রণ ঘটতে পারে। (এম, এম, আজমির 'হাদিস, মেথডলজি এন্ড লিটারেচার' গ্রন্থটি দেখুন)। উক্ত আলেমরা বলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) এর জীবদ্দশাতেই হাদিস সংকলন শুরু হয়েছিল। যেমন-'আল সহিফাহ আল সাদিক' গ্রন্থে প্রায় এক হাজার হাদিস সংকলিত করেছিলেন আবদুল্লাহ বিন আমর বিন আল আস, রসূলুল্লাহ(সা:) এর জীবদ্দশাতেই। (দেখুন মুহাম্মদ মাজহার হুসেইনি লিখিত 'হাদিসের একটি কিতাব' - - আল মিজান ইন্টার ন্যাশনাল দ্বারা প্রকাশিত, জুলাই ১৯৯৪।) এছাড়াও এটা সত্য যে ছয়টি সিহাহ সিত্তাহ হাদিস সহ অন্য বহু হাদিস, পরবর্তীকালে আলেম ও ইমামগণ সংগ্রহ করেছিলেন। উক্ত সংকলকগণ (মুহাদ্দিসিন) প্রতিটি হাদিসের সত্যতার মূল্যায়নের একটি শৃঙ্খলিত পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করে ছিলেন। যদি বিদা'য়াতের সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ করতে হয় তাহলে পরবর্তী কালের মোমেন মুসলমানদের হাদিস সংকলনের প্রযুক্তিসহ গৃহীত হাদিসগুলি ও মাজহবের ফিকাহ শাস্ত্রগুলিকে বিদা'য়াৎ বলে গণ্য করতে হয়। সন্দেহ নেই ফিকাহশাস্ত্র দ্বারা এই মজহব গুলি তথা সমগ্র মুসলমান সমাজ বিশেষ উপকৃত হয়েছিল কারণ সাধারণ মুসলমানের কাছে ইসলামের আমল গুলিকে সহজ করতে এই কিতাব ও মজহবগুলি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল।

### ৪) *'ওমর (রা:) দ্বারা তারাবিহ নমাজে জমাতের ব্যবস্থা।'*

সহীহ বুখারীর হাদিস নং৩(২২৭), আবু হুরাইরা কর্তৃক বর্ণিত:- রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন – 'যে কেউ সারা রমজান মাস রাতে আন্তরিকতার সাথে পুরস্কারের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে,আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেবেন।' ইবনে শিহর বলেছিলেন- 'রসূলুল্লাহ(সা:)এর এন্তেকালের পর উম্মতগণ ব্যক্তিগতভাবে





নফল নমাজ পড়তেন, আবু বকর ও ওমরের খেলাফতের প্রথম দিকে।' আব্দুর রহমান বিন আব্দুল ক্বারী বলেছিলেন- 'রমজানের এক রাতে আমি ওমর বিন খাত্তাবের সাথে মসজিদে গেলাম এবং দেখলাম নমাজীগণ বিভিন্ন দলে নমাজ পড়ছে। এক ব্যক্তি একা নমাজ পড়ছে আর একজন কয়েকজনকে পিছনে নিয়ে নমাজ পড়ছে। এসব দেখে ওমর বললেন 'আমার মতে সবাইকে নিয়ে একজন ক্বারীর পিছনে নমাজ পড়লে ভাল হয়। সেজন্য তিনি ঠিক করলেন উবাইব বিন ক্বাব এর পিছনে সবাইকে সমবেত করতে। তারপর আর এক রাতে আমি তার (ওমর) সাথে গেলাম ও দেখলাম জনগণ সেই ক্বারীর পিছনে নমাজ পড়ছে। তা দেখে ওমর(রা:) মন্তব্য করলেন 'কি সুন্দর বিদা'য়াৎ', কিন্তু যে নমাজটি তারা পড়েনা বরং সেসময় ঘুমায় তা অনেক ভাল তারা এখন যে নমাজ পড়ছে তার থেকে। তিনি এখানে রাতের শেষভাগে তাহাজজুদের নমাজ পড়ার কথা বুঝিয়েছেন।"

মন্তব্য:-সহীহ বুখারী শরীফে ওমর(রা:) সম্বন্ধে এই হাদিস ঐসব আলেমদের এই মতকে বাতিল করে যে 'বিদা'য়াৎ হাসানা বলে কিছু হয় না'।

### (৫) *ইবনে ওমর(রা:) তাশাহহুদে (আত্তাহিয়াতোতে) বাক্য যুক্ত করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৯৬৬, ইবনে ওমর(রা:) কর্তৃক বর্ণিত - তিনি বলেছিলেন রসূলুল্লাহ(সা:) তাশাহহুদে বলতেন—"জিহ্বের মিষ্টতা (প্রশংসা) আল্লাহর জন্য ও নমাজের জন্য ও সমস্ত তৌহিদে বিশ্বাসীদের জন্য। হে নবী(সা:) তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা ও তাঁর আশীষ বর্ষিত হোক।" ইবনে ওমর বললেন, আমি যুক্ত করলাম- "শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ তাঁর দাস ও রসুল।"

### (৬) *ওসমান (রা:) জুম্মার নমাজে আর একটি আজান যুক্ত করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ১০৮২, সোয়েব বিন ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত,- তিনি বলেছিলেন "রসূলুল্লাহ(সা:), আবু বকর ও ওমরের সময় জুম্মার আজান প্রথম দেওয়া হ'ত যখন ইমাম মিম্বারের উপর বসতেন (খোতবা দেওয়ার জন্য)। আজান দেওয়া হ'ত যাউরার ছাদ হতে। ওসমানের সময় নমাজী অনেক হয়েছিল। তিনি জুম্মার নমাজের জন্য আর একটি আজানের আদেশ দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই আজানের নিয়ম স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে চলে আসছে। উল্লেখ্য এই অতিরিক্ত আজান জুম্মার দিনের প্রথম আজান। পূর্বের আজানটি যথাযথভাবে ইমাম মিম্বারে বসে খোতবা দেওয়ার আগে দেওয়া হয় এবং ইকামাহ নমাজ শুরুর ঠিক আগে দেওয়া হয়। একই হাদিস সহীহ বুখারীর ২(৩৫) নং হাদিসে আছে যা সোয়েব বিন ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত।

### (৭) *'যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল সেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে আবু বকর যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।'*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১৫৫১, আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেছিলেন– "রসূলুল্লাহ(সা:) যখন এন্তেকাল করেন এবং আবু বকর তাঁর উত্তরসূরী হন, কিছু আরব উপজাতি যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। ওমর বিন খাত্তাব আবু বকরকে বললেন, 'কেমন করে আপনি সেসব লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন রসূলুল্লাহ(সা:) যখন বলে গেছেন– "আমি নির্দ্দেশ পেয়েছি সেসব লোকেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না তারা বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই'। সুতরাং যে বলে 'আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই' তার ধনদৌলত ও দেহ আমার থেকে রক্ষা করেছে শুধু তার কাছে যা পাওনা আছে তা ব্যতীত। এবং তার বিবেচনা আল্লাহর হাতে। আবু বকর বললেন, 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করি, যে আমি অবশ্যই তাদের সাথে যুদ্ধ করব যারা নমাজ ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। যাকাত হচ্ছে ধন থেকে দেয়। আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যে যদি তারা আমাকে উটের একটা দড়ি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রসূলুল্লাহ(সা:)কে দিত, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব যদি তারা উহা দিতে অস্বীকার করে। ওমর বিন খাত্তাব তখন আবু বকরকে বললেন, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি আমি স্পষ্টভাবে দেখছি আল্লাহ সঠিক ভাবেই আবু বকরকে যুদ্ধভাবনা দিয়েছেন, আর আমি স্বীকার করি এটা ঠিক। একই হাদিস সহীহ বুখারীর ১(৪৬১) নং হাদিসে আছে।

### *(৮) আবেদুল্লাহ বিন ওমর তালবিয়াতে শব্দ যোগ করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১৮০৮, ইবন ওমর কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন "রসূলুল্লাহ (সা:) কর্তৃক উচ্চারিত তালবিয়া ছিল "লাব্বাইকা, আল্লাহুম্মা 'লাব্বাইকা, 'লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা, 'লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নেমাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারিকা লাকা।" বক্তা বলেছিলেন "আবদুল্লাহ বিন ওমর তাঁর তালবিয়াতে একথা যুক্ত করেছিলেন– "লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, লাব্বাইকা, ওয়া সাদাইকা।"

### *(৯) ওমর(রা:),আব্বাস(রা:) কে ওসিলা করে আল্লাহের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।'*

সহীহ বুখারীর ৫(৫৯) নং হাদিস আনাস(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, যখনই সেখানে খরা হ'ত, ওমর বিন খাত্তাব(রা:), আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব(রা:)এর ওসিলা করে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতেন এই বলে – "হে আল্লাহ, আমরা রসূলুল্লাহ(সা:)কে অনুরোধ করতাম বৃষ্টির জন্য তোমাকে বলতে এবং তুমি আমাদিগে বৃষ্টি দান করতে। এখন আমরা রসূলুল্লাহ (সা:)এর চাচাকে অনুরোধ করি বৃষ্টির জন্য তোমাকে বলতে, সেইজন্য তুমি আমাদিগে বৃষ্টি দান কর।" তাঁরা বৃষ্টি পেয়েছিলেন।

**মন্তব্য:**– রসূলুল্লাহ(সা:) কখনও তাঁর সাহাবাদের বলেননি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়দের ওসিলা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে।ওমর(রা:) তা করেছিলেন তাঁর নিজের মতানুসারে কারণ ক্বাব তাঁকে বলেছিলেন বনি ইসরাঈলরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করত তাদের নবীর আত্মীয়দের ওসিলা করে।

### *১০) মোকামে ইব্রাহিম তার মূল স্থান থেকে সরানো হয়েছিল।*

বায়হাকী আয়েশা(রা:) থেকে দীর্ঘ ও দৃঢ় সূত্র সহ বর্ণনা করেছিলেন "রসূলুল্লাহ





(সা:) ও আবু বকরের সময় মোকামে ইব্রাহিম কাবাগৃহের সংলগ্ন ছিল পরে ওমর(রা:) তা পিছিয়ে দিয়েছিলেন।"

হাফিজ ইবন হাজর তাঁর 'ফাতহুল বারি' গ্রন্থে লিখেছেন– 'সাহাবারা ওমরের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি এবং তার পরেও কেউ কোন আপত্তি করেনি, ফলে তা সর্বসম্মত হয়েছে।'

### *১১) আবদুল্লাহ বিন আমর রসূলুল্লাহ (সা:)এর দোয়া লিখে বাচ্চাদের গলায় দিতেন খারাবী দূর করার জন্য।*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৮৪, আমর বিন শোয়াইব তাঁর পিতার বক্তব্য মত বলেছিলেন যে তাঁর পিতামহ বলেছিলেন "রসূলুল্লাহ (সা:) তাঁদের নিম্নলিখিত শব্দগুলি শিক্ষা দিতেন বিপদের সময় বলার জন্য– 'আমি আল্লাহপাকের ক্রোধ, তাঁর ফেরেশতাদের মন্দ কাজ, শয়তানের কুমন্ত্রণার খারাপ ফল ও শয়তানের প্রভাব হতে আল্লাহপাকের সত্য কথার মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' আবদুল্লাহ বিন আমর সাবালকদের ঐ দোয়া শিক্ষা দিতেন ও বাচ্চাদের গলায় ঐ দোয়া লিখে ঝুলিয়ে দিতেন।"

**মন্তব্য:**– এই হাদিস থেকে দেখা যায় মন্দ থেকে রক্ষা করতে আল্লাহপাকের সত্য কথা লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে আল্লাহপাকের সত্য কথার মধ্যে আশ্রয় প্রার্থনা করার অভ্যাস তখন থেকে শুরু হয়েছে।

### *১২) কিছু সাহেবা রসূলুল্লাহে (সা:)এর ব্যবহৃত গেলাসে পানি খেতেন।*

সহীহ বুখারীর ৪(৩৪১) নং হাদিস আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, যখন রসূলুল্লাহ(সা:)এর ব্যবহৃত গেলাসটি ভেঙে গিয়েছিল তা রূপার একটি তার দিয়ে বাঁধা ছিল আর অসিম আনসারী বলেছিলেন "আমি গেলাসটি দেখেছিলাম এবং তাতে পানিও খেয়েছিলাম।

একই রকম হাদিস আহমদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে :- হাজযাজ বিন হাসান বলেছিলেন "আমরা আনাসের ঘরে ছিলাম এবং তিনি রসূলুল্লাহ(সা:)এর ব্যবহৃত গেলাসটি একটি কালো ব্যাগ থেকে নিলেন। তিনি আদেশ দিলেন তাতে পানি পূর্ণ করতে এবং আমরা তা থেকে পানি খেয়েছিলাম এবং আমাদের মুখে ও মাথায় মেখে ছিলাম আর রসূলুল্লাহ(সা:)এর উপর সালাম এ দরুদ পড়েছিলাম।"

### *১৩) উসমান(রা:) মসজিদে নববীর সংস্কার করতে শুরু করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৫১, আবদুল্লাহ বিন ওমর কর্তৃক বর্ণিত যিনি বলেছিলেন মসজিদে নববী রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় ইটের তৈরী ছিল। এর ছাদ খেজুর গাছের শাখা দ্বারা তৈরী এবং খুঁটি গুলি খেজুর গাছের গুঁড়ি ছিল, যেমন মুজাহিদ বলেছিলেন। আবুবকর এর সাথে কিছুই যুক্ত করেননি, কিন্তু ওমর এর সংস্কার করেছিলেন তিনি তা তৈরী করেছিলেন যেমন রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় ইট ও খেজুর গাছের শাখা দ্বারা তৈরী ছিল এবং খুঁটি গুলি পরিবর্তন করেছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুজাহিদ বলেছিলেন এর খুঁটি গুলি কাঠের করেছিলেন। উসমান(রা:) মসজিদে নববীর সার্বিক সংস্কার করেছিলেন। তিনি এর দেওয়াল গুলি নক্সা কাটা পাথর ও চুন দ্বারা তৈরী করেছিলেন। তিনি এর থামগুলি নক্সা কাটা পাথর দ্বারা এবং সেগুন কাঠের দ্বারা এর ছাদ তৈরী করেছিলেন। মুজাহিদ বলেছিলেন এর ছাদ সেগুন কাঠের ছিল।

**মন্তব্য:–** উসমান(রা:)এর এই কাজ উম্মাহর ভালোর জন্য তাঁর ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর হয়েছিল। এটা সুনান আবু দাউদ, ৪৪৮নং হাদিসে বর্ণিত নিয়মের বিপরীত, যেমন-ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছিলেন মসজিদ উচুঁ হবে না এবং তা সুসজ্জিত হবে না। আমার প্রতি নির্দেশ ছিল মসজিদ উচুঁ না করার। ইবনে আব্বাস বলেছিলেন তোমরা নিশ্চয়ই সেগুলি সুসজ্জিত করবে যেমন ঈহুদী ও খৃষ্টানরা করত।

### *১৪) সাদকা বিতরণে উসমান(রা:) নতুন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।*

সহীহ বুখারীর ৪(৩৪৩) নং হাদিস ইবনে হানাফিয়া কর্তৃক বর্ণিত, যদি আলী(রা:) কোন খারাপ কথা উসমান(রা:) সম্বন্ধে বলে থাকতেন তাহলে তিনি দিনটি উল্লেখ করতেন যেদিন কিছু লোক তাঁর কাছে এসেছিল এবং উসমান(রা:)এর যাকাতের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল তখন আলী(রা:) আমাকে (ইবনে হানাফিয়াকে) বলেছিলেন "উসমানের কাছে যাও এবং বল 'এই দলিলে আল্লাহর রসুলের সাদকা বিতরণের নিয়মাবলী আছে', সুতরাং আপনার যাকাতের কর্মচারীদের বলুন সেইমত কাজ করতে। আমি ঐ দলিলটি ওসমানের কাছে নিয়ে গেলে উসমান বললেন "ওটা নিয়ে যাও, কারণ আমাদের তার প্রয়োজন নেই।" আমি আলীর কাছে ফিরে গেলাম এবং এ বিষয়ে বললাম। তিনি বললেন "ওটা রেখে দাও যেখান থেকে নিয়ে ছিলে।"

### *১৫) ওমর(রা:) মদিনায় প্রথম শূলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, ৫৯১নং হাদিস, উম্মে ওয়ারাকা (নওফলের কন্যা) বর্ণনা করেছিলেন "যখন রসূলুল্লাহ(সা:) বদরের যুদ্ধে রওনা হচ্ছিলেন আমি তাঁকে বললাম 'ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে ঐ যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি অসুস্থদের সেবা করব। তাহলে আল্লাহ আমাকে শহীদ হওয়ার মর্যাদা দেবেন। তিনি বলেছিলেন- 'তোমার ঘরে থাকো। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তোমাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন। তখন থেকে তাকে শহীদ বলা হ'ত। তিনি কোরআন পাঠ করতেন। তিনি রসূলুল্লাহ(সা:) এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন তার ঘরে একজন মুয়াজ্জিন রাখতে। রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে সেরূপ অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি (উম্মে ওয়ারাকা) ঘোষণা করেছিলেন তার দাস-দাসীরা তার মৃত্যুর পর স্বাধীন হবে। একদিন রাতে তারা (দাস-দাসীরা) তার ঘরে ঢুকেছিল এবং এক টুকরা কাপড় দিয়ে তার শ্বাসরোধ করে ছিল যতক্ষণ না মরে যায়। এবং তারপর তারা পালিয়ে যায়। পরে ওমর(রা:) জনতার মাঝে ঘোষণা করলেন 'যদি কেহ তাদের সম্বন্ধে জানে বা তাদের দেখে তাহলে তাদের তাঁর কাছে নিয়ে আসবে। তারা বন্দী হওয়ার পর ওমর(রা:) আদেশ দিলেন তাদের শূলে দেওয়ার এবং তারা শূলবিদ্ধ হয়েছিল। এটাই মদিনায় প্রথম শূলে দেওয়ার ঘটনা।



pdf By Syed Mostafa Sakib



### *১৬) ওসমান ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ মিনাতে ৪ রাকয়াত নমাজে পড়েছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, ১৯৫৫ নং হাদিস, আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন "ওসমান মিনাতে ৪ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছিলেন - 'আমি মিনাতে রসূলুল্লাহ(সা:)এর সাথে ২ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলাম এবং পরে ওমরের সাথেও ২ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলাম।হাফসা বলেছিলেন তিনি ওসমানের সাথে তাঁর খেলাফতের যুগের প্রথম দিকে ২ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন পরবর্তীকালে তিনি (ওসমান) মিনাতে ৪ রাকয়াত নমাজ পড়তে শুরু করেন। আবু মোয়াবিয়ার বক্তব্য ছিল- 'তারপর তাঁর কাজের ধারা পাল্টে গিয়েছিল। আমি চার রাকয়াতের বদলে দুই রাকয়াত নমাজ পছন্দ করেছিলাম যা আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে।

আম আশ বলেছিলেন- "মোয়াবিয়া বিন কুররাহ আমাকে তার শিক্ষকের কাছ থেকে শুনে বলেছিলেন- 'আবদুল্লাহ বিন মাসউদ একবার মিনাতে ৪ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল 'ওসমানের সমালোচনা করছ কিন্তু তুমি নিজে ৪ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলে'। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- 'মত পার্থক্যের জন্য ঝগড়া করা অন্যায়।'

**মন্তব্য:–** মিনাতে ওসমানের ৪ রাকয়াত নমাজের জন্য নানারূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১) তিনি সেখানে বসবাসের ইচ্ছা করেছিলেন তাই তিনি স্থায়ী বাসিন্দার মত ৪ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন।

২) তাঁর আল তায়েফে জমিজায়গা ছিল সেজন্য তিনি স্থায়ী বাসিন্দার মত ৪ রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন।

৩) তিনি ধরে নিয়ে ছিলেন যে মুসাফিরকে নমাজ ছোট করার বা পুরা নমাজ পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং কম নমাজ পড়া জরুরী নয়।

৪) ইবনে আব্বাস ধরে নিয়েছিলেন যে যদি কোন মুসাফির তার পরিবারের কাছে আসে বা তাঁর খামারে যায় সে পুরা নমাজ পড়তে পারে। এটাই ওসমানের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে।

### *১৭) আবু বকর উত্তরাধিকার নিয়োগ করেছিলেন যা রসূলুল্লাহে(সা:) করেননি।*

সুনান আবু দাউদ, ২৯৩৩ নং হাদিস, ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত, ওমর(রা:) বলেছিলেন- 'আমি কোন উত্তরাধিকার নিয়োগ করব না যেহেতু রসূলুল্লাহ(সা:) কোন উত্তরাধিকার নিয়োগ করেননি। যদিও আমি উত্তরাধিকার নিয়োগ করতে পারি কারণ আবু বকর উত্তরাধিকার নিয়োগ করেছিলেন। সে (ইবন ওমর) বলেছিল- "আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি, রসূলুল্লাহ(সা:) ও আবু বকর ছাড়া তিনি কারও নাম উল্লেখ করেননি। যেহেতু আমি জানি যে তিনি কখনও কাউকে রসূলুল্লাহ(সা:)এর সমান মনে করেননি। সেজন্য তিনি কাউকে উত্তরাধিকার নিয়োগ করেননি।

একই রকম হাদিস সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হাদিস নং ৯(৩২৫), আবদুল্লাহ বিন ওমর কর্তৃক বর্ণিত, "ওমরকে বলা হয়েছিল, 'আপনি কি আপনার উত্তরাধিকার নিয়োগ করবেন?' ওমর বলেছিলেন - 'যদি আমি একজন উত্তরাধিকার নিয়োগ করি তবে সত্য এই যে আমার থেকে একজন ভাল (আবু বকর) এরূপ করেছিলেন। আর যদি আমি বিষয়টি অমীমাংসিত রাখি তবে সত্য এই যে আমার থেকে একজন অনেক ভাল (রসূলুল্লাহ(সা:)) এরূপ করেছিলেন। তখন জনগণ তাঁর প্রশংসা করেছিল। ওমর বলেছিলেন- 'মানুষ দু ধরণের যারা খিলাফতের দায়িত্ব লওয়ার জন্য আগ্রহী আর অন্য দল যারা খিলাফতের দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিতে ভীত। আমি মনে করি আমি এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ থেকে মুক্ত হতে পারি, তাতে আমি কোন পুরস্কার বা তিরস্কার পাব না। আমি খেলাফতের যে দায়িত্ব জীবদ্দশায় নিয়েছি তা আমার মৃত্যুর পরও বহন করব না'।

*১৮) রসূলুল্লাহ(সা:) একজন আত্মহত্যাকারীর জানাজার নমাজে পড়েননি; কিন্তু অধিকাংশ মুফতী ঠিক করেছিলেন আমরা উহা করিব।*

সুনান আবু দাউদ, ৩১৭৯ নং হাদিস, যাবির বিন সামুরাহ কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন - 'একজন মানুষ অসুস্থ হয়েছিল এবং ক্রন্দন স্বর উঠেছিল সেজন্য একজন প্রতিবেশী রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে বলেছিল সে মারা গেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'কে তোমাকে বলল?' সে বলল, 'আমি তাকে দেখেছি'। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- "সে মারা যায়নি।" সে ফিরে গেল। আবার কান্নার রোল উঠল। তার স্ত্রী তাকে বলল- "রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে যাও এবং খবর দাও।" লোকটি বলিল- 'হে আল্লাহ, অভিশাপ তাকে।' সে তখন কাছে গিয়ে দেখল লোকটি একটি তীরের ফলা দিয়ে নিজেকে হত্যা করেছে। সেজন্য সে রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে গিয়ে খবর দিয়েছিল যে সে মারা গিয়েছে। তিনি বললেন - "কে তোমাকে বলেছে?" সে বলল, 'আমি তাকে নিজে দেখেছি সে নিজেকে হত্যা করেছে একটি তীরের ফলা দিয়ে।' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন - 'তুমি তাকে নিজে দেখেছ?' সে উত্তর করল- 'হ্যাঁ'। তখন তিনি বললেন- "তাহলে আমি তার জন্য জানাজা পড়ব না।"

*১৯) ওমর(রা:) দাস বিক্রয় প্রথা বন্ধ করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, ৩৯৪৩ নং হাদিস, যাবির বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন - 'আমরা দাসদাসীদের বিক্রি করতাম রসূলুল্লাহ(সা:) ও আবু বকর এর সময়। যখন ওমর খলিফা হলেন, তিনি বারণ করলেন এবং আমরা তা বন্ধ করেছিলাম।"

*২০) রসূলুল্লাহ(সা:), আবু বকর ও ওমরের কবর ভূমির সমান ছিল।*

সুনান আবু দাউদ, ৩২১৪ নং হাদিস, কাশেম কর্তৃক বর্ণিত, "আমি আয়েশা(রা:)কে বলেছিলাম, মা, আমাকে রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর দুই সাথীর কবর দেখিয়ে দাও। তিনি আমাকে কবর তিনটি দেখিয়েছিলেন সেগুলি উচুঁ বা নিচু ছিলনা। কিন্তু একটা খোলা স্থানে কিছু হালকা লালচে পাথরের নুড়ি ছড়ানো ছিল।



pdf By Syed Mostafa Sakib



সুনান আবু দাউদ, ৩২১২ নং হাদিস, আবু হায়আয কর্তৃক বর্ণিত, "আলী আমাকে বলেছিলেন- 'আমি তোমাকে পাঠাচ্ছি একই উদ্দেশ্যে যেমন আমাকে রসূলুল্লাহ(সা:) পাঠিয়েছিলেন, যেন আমি কোন উচুঁ কবর না রাখি সমান ব্যতীত আর একটি মূর্তিও রাখব না তা বিনষ্ট করে দেব।"

*২১) রসূলুল্লাহ(সা:) ও আবু বকর মদ্যপানের জন্য ৪০ বেত্রাঘাতের নিয়ম করেছিলেন, কিন্তু ওমর(রা:) মদ্যপানের জন্য ৮০ বেত্রাঘাতের নিয়ম করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, ৪৪৬৬ নং হাদিস, আলী (রা:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন- "রসূলুল্লাহ(সা:) ও আবু বকর মদ্যপানের জন্য ৪০ বেত্রাঘাত দিতেন এবং ওমর(রা:) সেজন্য ৮০ বেত্রাঘাতের নিয়ম করেছিলেন।" এ সবই সুন্নাহ, আদর্শ রূপরেখা এবং বিধিবদ্ধ রীতি। একই হাদিস সহীহ মোছলেম শরীফে আছে, হাদিস নং ৪২২৬, আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত।

*২২) রসূলুল্লাহ(সা:)এর চুল সারা বিশ্বের তুলনায় দামী বা প্রিয়।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১(১৭১) ইবন শিরীন কর্তৃক বর্ণিত- "আমি আবিদাকে বলেছিলাম, আমার কাছে রসূলুল্লাহ(সা:)এর কিছু চুল আছে যা আমি আনাস বা তার পরিবারের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।" আবিদা উত্তর করল- "কোন সন্দেহ নেই যদি রসূলুল্লাহ(সা:)এর একটি চুল আমার কাছে থাকত তাহলে সেটি আমার কাছে সমগ্র জগত ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার থেকেও দামী বা প্রিয় হ'ত।

*২৩) মাওবিয়াহ সাদাকাতুল ফিতর এর পরিমাণ পরিবর্তন করেছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২(৫৮৪), আবু সাঈদ খুদরি কর্তৃক বর্ণিত- রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় আমরা এক ছা খাদ্য বা এক ছা খেজুর বা এক ছা বার্লি বা এক ছা কিসমিস দিতাম সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে। যখন মাওবিয়াহ খলিফা হয়েছিলেন এবং খাদ্যের প্রাচুর্য ছিল তিনি বলেছিলেন- "আমি দেখি এক মাদ্দ গম, উপরোক্ত জিনিস গুলির দুই মাদ্দের সমান।" অর্থাৎ উপরোক্ত জিনিস গুলির এক ছা এর বদলে আধ ছা গম দিলেই হবে।

*২৪) ওমর(রা:) হজ্ব ও ওমরাহ এর জন্য আলাদা মিকাত (ইহরাম বাঁধার স্থান) নির্দ্ধারণ করেছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২(৬০৬), ইবন ওমর কর্তৃক বর্ণিত- "যখন শহর দুটি (বসরা ও কুফা) দখল হয়েছিল, জনগণ ওমরের কাছে গিয়ে বলেছিল- 'হে আমীরুল মোমেনীন, রসূলুল্লাহ(সা:) নজদের লোকের জন্য কর্ণ কে মিকাতের সীমা করেছিলেন যা আমাদের পথের বিপরীতে সুতরাং আমাদের উক্ত স্থান দিয়ে আসা কঠিন। তিনি বলেছিলেন "ধর, তোমার মিকাত একটি স্থান যা কর্ণের বিপরীতে এবং তোমাদের পথে পড়ে। সেজন্য তিনি ধাতুইকরাকে তাদের মিকাত নির্দ্ধারণ করেছিলেন।

*২৫) ইবনে যুবাইর রসূলুল্লাহ(সা:)এর ইচ্ছানুসারে কাবা ভেঙ্গে পুনর্গঠন করেছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ২(৬৫৬), উরওয়ার কাছ থেকে শুনে ইয়াজিদ বিন

রূমান কর্তৃক বর্ণিত- "আয়েশা বলেছিলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁকে বলেছিলেন "ওহে আয়েশা, যদি এ জাতি ইসলামপূর্ব অজ্ঞতার কাছাকাছি না থাকত, আমি কাবাকে ভেঙ্গে বাকী অংশটি এর অন্তর্ভুক্ত করতাম, এবং এর দরজা ভূমির সমান করতাম এবং দুটি দরজা করতাম, একটি পূবদিকে আর একটি পশ্চিমদিকে এবং তা করার পর পুনর্গঠন করতাম, ইব্রাহিমের স্থাপিত ভিত্তির উপর। এটাই ইবনে যুবাইরকে কাবা ভেঙ্গে পুনর্গঠন করতে আগ্রহী করেছিল। ইয়াজিদ বলেছিল- 'আমি ইবনে যুবাইরকে দেখেছিলাম যখন সে কাবা ভেঙ্গে ছিল এবং নবনির্মাণ করেছিল এবং হিজরের কিয়দংশ এর অন্তর্গত করেছিল। (হিজর মানে কাবার ছাদহীন অংশ যা বর্তমানে কাবার উত্তর দিকে ঘেরা আঙ্গিনা।) আমি ইব্রাহিমের মূল ভিত্তি দেখেছিলাম যা উটের কুঁজের মত পাথরের তৈরী। যাবির ইয়াজিদকে বলেছিল- 'সেই পাথরের স্থানটি কোথায়?' ইয়াজিদ বলেছিল-'আমি তোমাকে এখুনি দেখাব।' সেইমত যাবির ইয়াজিদের সাথে হিজরে প্রবেশ করে ছিল এবং একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করে বলল- 'এইখানে।' যাবির বলেছিল-'আমার মনে হল এটা হিজর থেকে প্রায় ছয় হাতের মত।'

### ২৬) *ইবনে আব্বাস ও ওমর (রা:) তাদের প্রহার করেছিলেন যারা আছরের পর নমাজে পড়েছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৫(৬৫৬), বুকাইর কর্তৃক বর্ণিত-কুরাইব (ইবন আব্বাসের মুক্ত দাস) তাকে বলেছিল, ইবন আব্বাস, আবদুর রহমান বিন আজহার ও মিসওয়াব বিন মাখরামা আমাকে আয়েশার কাছে বলতে পাঠিয়ে ছিলেন- 'তাঁকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে আছরের পর আমাদের দু রাকয়াত নমাজ সম্বন্ধে, এবং বলবে আমরা জানি আপনি দু রাকয়াত নমাজ পড়তেন যখন রসূলুল্লাহ(সা:) উক্ত নমাজ পড়তে নিষেধ করেছিলেন বলে শুনেছি।' ইবন আব্বাস বলেছিলেন- "আমি ও ওমর উহাদের প্রহার করতাম যারা উক্ত নমাজ পড়িত।" কুবাইব বললেন "আমি তাঁর (আয়েশার) ঘরে গিয়ে তাঁদের কথা তাঁকে বললাম।" তিনি বললেন- 'উম্মে সালমাকে জিজ্ঞাসা কর'। সেইজন্য আমি সেইকথা (আয়েশার কথা) তাঁদেরকে বললাম। এবং তাঁরা আমাকে সেই একই উদ্দেশ্যে উম্মে সালমার কাছে পাঠালেন যেমন তাঁরা আয়েশার কাছে পাঠিয়েছিলেন। উম্মে সালমা বললেন- "আমি রসূলুল্লাহ(সা:)কে উক্ত দু রাকয়াত নমাজ পড়তে নিষেধ করতে শুনেছি। একদিন রসূলুল্লাহ(সা:) আছরের নমাজ পড়ে আমার কাছে এসেছিলেন এবং সেই সময় বনু হারাম গোষ্টীর কিছু আনসারী মহিলা আমার কাছে এসেছিল, তখন রসূলুল্লাহ(সা:) দু রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন। তখন আমি আমার ঝি কে তাঁর কাছে পাঠালাম ও বললাম তাঁর পাশে দাঁড়াবে এবং বলবে- 'উম্মে সালমা বলছেন "হে রসূলুল্লাহ(সা:) আমি কি শুনেনি আপনি (আছরের পর) ঐ দু রাকয়াত নমাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, তবু আপনি (আছরের পর ) ঐ দু রাকয়াত নমাজ পড়ছেন? এবং যদি তিনি তোমাকে হাত ইশারা করেন তুমি পিছনে অপেক্ষা করবে। সেই ক্রীতদাস মেয়েটি তেমন করেছিল কারণ তিনি তাকে হাত দিয়ে ইশারা করেছিলেন তাই সে তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। নমাজ শেষ করার পর তিনি বললেন "হে আবু উমাইয়ার কন্যা তুমি আছরের



pdf By Syed Mostafa Sakib



পর ঐ দু রাকয়াত নমাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছ? আসলে আবদুল ক্বাইস উপজাতির একদল লোক আমার কাছে এসেছিল ইসলাম গ্রহণ করতে তাই আমি এত ব্যস্ত ছিলাম যে যোহরের ফর্জ নমাজের পর দু রাকয়াত নমাজ পড়া হয়নি, সেই দু রাকয়াত নমাজ এখন পূরণ করছি।"

### ২৭) *আলী(রা:) কিছু জিন্দিক (নিরীশ্বরবাদী)কে পুড়িয়ে মেরেছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৯(৫৭), ইকরামা কর্তৃক বর্ণিত- "আলীর কাছে কিছু জিন্দিককে আনা হলে তিনি তাদের পুড়িয়ে মেরেছিলেন, এই সংবাদ ইবন আব্বাসের নিকট পৌছালে তিনি বললেন আমি যদি তাঁর স্থলে থাকতাম আমি তাদের পুড়িয়ে মারতাম না কারণ রসূলুল্লাহ(সা:) একাজ নিষেধ করেছিলেন এই বলে যে 'কাউকে আল্লাহর শাস্তি (আগুনের শাস্তি) দিও না।' রসূলুল্লাহ(সা:) এর আদেশ মত আমি তাদের হত্যা করতাম। 'যদি কেহ ইসলাম ধর্ম কে পরিবর্তীত করে তাকেও হত্যা করিও'।

মন্তব্য:– আলী(রা:)র ঐকাজ মুসলিম সমাজে রীতি হিসাবে গৃহীত হয়নি।

### ২৮) *ওসমান (রা:) তামাত্তু নিষেধ করেছিলেন, আলী(রা:) পুনরাদেশ দিয়েছিলেন।*

সহীহ মোসলেম হাদিস নং ২৮১৫, আবদুল্লাহ বিন শাকীক কর্তৃক বর্ণিত- "তিনি বলেছিলেন যে ওসমান (রা:) তামাত্তু (একজন হাজী দুবার ইহরাম পরা মানে প্রাথমিক ওমরা হজ্বের সময় ও পূর্ণ হজ্বের সময়) নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আলী(রা:) তা করিতে আদেশ দিয়েছিলেন। ওসমান(রা:) আলী(রা:)কে এ বিষয়ে বলেছিলেন, কিন্তু আলী(রা:) বলেছিলেন, "আপনি জানেন আমরা রসূলুল্লাহ(সা:) এর সাথে তামাত্তু ব্যবহার করেছিলাম।" তারপর তিনি(ওসমান) বলেছিলেন, 'এটা সত্যি কিন্তু আমরা ভয়কে প্রশ্রয় দেব।'

### ২৯) *'ইমাম আহমদ রসূলুল্লাহে(সা:)এর মিম্বার ছুঁয়ে আশীষ লাভের মধ্যে কোন ভুল দেখেননি।'*

আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন হাম্বল তাঁর 'আল ইলাল ফি মারিফাত আর রিজাল' নামক কিতাবে বলেছেন-"আমি আমার পিতাকে(ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম সেই লোকটির সম্বন্ধে যে রসূলুল্লাহ(সা:)এর মিম্বার ছুঁয়ে ও চুম্বন করে বা তাঁর কবর ছুঁয়ে আশীষ লাভ করতে চেয়ে ছিল। তিনি (ইমাম আহমদ বিন হাম্বল) বলেছিলেন- "এর মধ্যে কোন অন্যায় বা ভুল নেই।" আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে আরো জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই লোকটির সম্বন্ধে যে রসূলুল্লাহ(সা:)এর মিম্বার ছুঁয়ে ও চুম্বন করে বা তাঁর কবর ছুঁয়ে আশীষ লাভ করতে বা এই ধরণের কিছু করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে সে বিষয়। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- "এর মধ্যে কোন অন্যায় বা ভুল নেই।" –পাতা নং-১৪৩, ৪র্থ খণ্ড।

### ৩০) *'এক সাহেবার ঘরে যেখানে রসূলুল্লাহে(সা:) নমাজ পড়েছিলেন সেখানে ঐ*

*সাহেবা নমাজে পড়ত।'*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ১(৬৩৫), মাহমুদ বিন রবি আনসারী কর্তৃক বর্ণিত- "ইতবান বিন মালিক তাঁর উপজাতিদের নমাজ পড়াতেন। তিনি অন্ধ ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলেছিলেন- "ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), যখন খুব অন্ধকার হয় বা বন্যার পানিতে পথ ডুবে যায় এবং আমি একজন অন্ধ ব্যক্তি, সেজন্য দয়া করে আমার ঘরে নমাজ পড়ুন যাতে আমি ঐ স্থানটিকে আমার নমাজের স্থান করতে পারি। রসূলুল্লাহ(সা:) তার বাড়ী গেলেন এবং বললেন "কোথায় তুমি আমার নমাজ পড়ার জন্য পছন্দ কর?" ইতবান তার বাড়ীর সেই স্থানটি দেখিয়ে দিলেন এবং রসূলুল্লাহ(সা:) সেখানে নমাজ পড়লেন। একই রকম হাদিস সহীহ মোছলেম শরীফের ৫৩নং হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

*৩১) আহমদ তাঁর ৩(৪৯৬) নং হাদিসে বর্ণনা করেছিলেন-*

'যখন আবদুল্লাহ বিন আনিস, খালিদ বিন সুফিয়ান বিন নবীহ্ কে হত্যা করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছিলেন, রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে তাঁর ছড়ি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন – "কেয়ামতের দিন এটা তোমার আমার মধ্যে চিহ্ন হয়ে থাকবে।" সেজন্য তিনি কখনও এটা ত্যাগ করতেন না এবং তাঁর মৃত্যুর পর সেটা তাঁর কবরে রাখা হয়েছিল।'

**মন্তব্যঃ**– এটাও এক ধরণের নব উদ্ভাবন মানে বেদায়াৎ।

*৩২) রসূলুল্লাহে(সা:) যাবিরকে বেশী অর্থ দিয়েছিলেন যা সে আশীষ রূপে রেখেছিল।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং৩(৫০৪), যাবির বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত- "আমি রসূলুল্লাহ(সা:) সাথে একটা অভিযানে সঙ্গী ছিলাম এবং আমি একটা ধীরে চলা উটের পিঠে ছিলাম, ফলে অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিলাম। রসূলুল্লাহ(সা:) আমার পাশ দিয়ে গেলেন এবং প্রশ্ন করলেন 'কে তুমি?' আমি বললাম 'যাবির বিন আবদুল্লাহ'। তিনি প্রশ্ন করলেন 'কি ব্যাপ্যার?' আমি বললাম 'আমি একটা ধীরে চলা উটের পিঠে চেপেছি।' তিনি প্রশ্ন করলেন 'তোমার ছড়ি আছে কি?' আমি বললাম-- 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন 'সেটা আমাকে দাও'। আমি যখন ছড়িটি তাঁর হাতে দিলাম তিনি উটটিকে মারলেন ও তিরস্কার করলেন। তারপর থেকে উটটি সবার আগে চলতে লাগল। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন 'একে আমার কাছে বিক্রী কর।' আমি বললাম 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), এটাকে আপনাকে দিয়ে দিলাম।' তিনি বললেন 'আমাকে বিক্রী কর, আমি চার দিনারে খরিদ করলাম, তুমি মদিনা পর্যন্ত এতে চড়ে যেতে পার।' যখন মদিনার কাছে পৌঁছালাম, আমি যেতে উদ্যত হলাম। রসূলুল্লাহ(সা:) প্রশ্ন করলেন "তুমি কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম 'আমি এক বিধবাকে বিবাহ করেছি'। তিনি প্রশ্ন করলেন 'তুমি কেন কোন কুমারীকে বিবাহ করলে না?' আমি বললাম 'আমার পিতা মারা গিয়াছেন এবং তাঁর কয়েকটি কন্যা আছে, সেজন্য আমি এক বিধবাকে বিবাহ করেছি তাদের মানুষ করার জন্য।' তিনি বললেন 'ভাল করেছ'। আমরা মদিনায় পৌঁছালে রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন 'ওহে বিলাল, একে উটের দাম দাও এবং আরও কিছু অর্থ দাও।' বিলাল আমাকে চার দিনারে ও এক





কিরাত বেশী দিল। রসূলুল্লাহ(সা:)এর কিরাতটি আমি সর্বদা আমার কাছে রেখেছি।

*৩৩)রসূলুল্লাহ(সা:) যে ঘরে ঢুকেছিলেন তা আশীষপূর্ণ হয়েছিল।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং৫(১৫৯), আবু বুরদাহ কর্তৃক বর্ণিত- "যখন আমি মদিনায় এসেছিলাম, আমি আবদুল্লাহ বিন সালামের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন "আপনি কি আমার গৃহে আসবেন তাহলে আমি সীয়ক ও খেজুর দিয়ে সেবা করতে পারি এবং আপনি কি একটি আশীষপূর্ণ ঘরে প্রবেশ করবেন যেখানে রসূলুল্লাহ(সা:) এসেছিলেন?"

**মন্তব্যঃ**– রসূলুল্লাহ(সা:) কখনও আবদুল্লাহ বিন সালামকে বলেননি কাউকে ঐ গৃহে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এটা আবদুল্লাহ বিন সালামের নিজস্ব মত যে ঐ ঘরটি যেখানে রসূলুল্লাহ(সা:) ঢুকেছিলেন তা আশীষপূর্ণ হয়েছে এবং অন্য লোকও সেখানে যেতে পারে ও আশীষ পেতে পারে।

*৩৪)আসমা রসূলুল্লাহ(সা:)এর জোব্বা বুলিয়ে জনগণকে সুস্থ করতেন।*

আসমা বিনতে আবু বকর আমাদিগে জানিয়েছিলেন- তিনি একটি সিরিয়ান তাইলাসান জোব্বা দেখালেন যার কলারে রেশমের কাজ করা নকসা ছিল এবং সামনে ও পিছনের ধার গুলিতেও একই রকম রেশমের কাজ করা নকসা ছিল। তিনি বলেছিলেন এই জোব্বাটি রসূলুল্লাহ(সা:)এর। এটা আমার বোন আয়েশা সিদ্দীকার কাছে ছিল। রসূলুল্লাহ(সা:) এটা পরতেন। আমি এটা নিয়েছি যখন তিনি এন্তেকাল করেন। এখন আমি রোগীকে সুস্থ করার জন্য এটা বুলিয়ে দিই আর তারা এভাবে সুস্থ হয়ে যায়।" মোছলেম শরীফে একথা উল্লেখিত আছে।

*৩৫)রসূলুল্লাহে(সা:) কাবা ঘরের চারি কোণ স্পর্শ করতেন না, কিন্তু মওয়াবিয়া করেছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং২(৫৮), ৩৯৬ পাতা, মওয়াবিয়া কাবা ঘরের চারি কোণ স্পর্শ করতেন। ইবন আব্বাস তাঁকে বলেছিলেন হিজরের দিকের কোণ দুটি স্পর্শ না করতে। মওবিয়া বলেছিলেন কাবা ঘরের কোন অংশই অস্পৃশ্য নয়। ইবন যুবায়েরও কাবা ঘরের চারি কোণ স্পর্শ করতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসমা বিনতে আবু বকর আমাদিগে জানিয়েছিলেন- তিনি একটি সিরিয়ান তাইলাসান জোব্বা দেখালেন যার কলারে রেশমের কাজ করা নকসা ছিল এবং সামনে ও পিছনের ধার গুলিতেও একই রকম রেশমের কাজ করা নকসা ছিল। তিনি বলেছিলেন এই জোব্বাটি রসূলুল্লাহ(সা:)এর। এটা আমার বোন আয়েশা সিদ্দীকার কাছে ছিল। রসূলুল্লাহ(সা:) এটা পরতেন। আমি এটা নিয়েছি যখন তিনি এন্তেকাল করেন। এখন আমি রোগীকে সুস্থ করার জন্য এটা বুলিয়ে দিই আর তারা এভাবে সুস্থ হয়ে যায়।" মোছলেম শরীফে একথা উল্লেখিত আছে।

*৩৫)রসূলুল্লাহ(সা:) কাবা ঘরের চারি কোণ স্পর্শ করতেন না, কিন্তু মওয়াবিয়া করেছিলেন।*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং২(৫৮), ৩৯৬ পাতা, মওয়াবিয়া কাবা ঘরের চারি কোণ স্পর্শ করতেন। ইবন আব্বাস তাঁকে বলেছিলেন হিজরের দিকের কোণ দুটি স্পর্শ না করতে। মওবিয়া বলেছিলেন কাবা ঘরের কোন অংশই অস্পৃশ্য নয়। ইবন যুবায়েরও কাবা ঘরের চারি কোণ স্পর্শ করতেন।

# অষ্টম অধ্যায়

## *বিদা'য়াতের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ*

এই অধ্যায়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে:-

১) কোরআন ও হাদিসের প্রাসঙ্গিক বিষয় গুলি পুনরায় পর্যালোচনা।
২) প্রতি উদ্ভাবনই ভুলের মধ্যে-এই হাদিসের বিশ্লেষণ।
৩) বিদা'য়াতের পাল্টা সংজ্ঞা।
৪) বিদা'য়াত সম্বন্ধে ইমাম নওয়ায়ী ও অন্যান্য ইমামের সংজ্ঞা।

***বিদা'য়াতে সম্বন্ধে কোরআন ও হাদিসের প্রাসঙ্গিক বিষয় গুলি পুনরায় পর্যালোচনা***

এসম্বন্ধে কোরআনের কতকগুলি মূলবিষয়ের আয়াত স্মরণযোগ্য। যেমন:-

১) "তিনি জন্ম-মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কাজে কে উত্তম এবং তিনি সর্বশক্তিমান, ক্ষমাকারী।" আল কোরআন, (৬২:২)।

২) "বল, নিশ্চয় আমার প্রার্থনা ও এবাদত (হজ্ব ও কোরবানী), আমার জীবন ও মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।" আল কোরআন, (৬:১৬২)।



pdf By Syed Mostafa Sakib



৩) "আমি জিন্ন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার সেবার জন্য।" আল কোরআন, (৫১:৫৬)।

৪) "হে বিশ্বাসীগণ, নত হও, সেজদা কর এবং তোমার প্রভুর উপাসনা কর ও ভাল কাজ কর যাতে তুমি উন্নতি করতে পার।" আল কোরআন, (২২:৭৭)।

৫) "আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমায় স্মরণ করব। আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, বিশ্বাস হারাবে না।" –আল কোরআন, (২:১৫২)।

৬) "আজ আমি তোমার ধর্মকে তোমার জন্য পূর্ণ করলাম। তোমার উপর আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম, তোমার জন্য মনোনীত ইসলামই তোমাদের ধর্ম। কিন্তু যদি কেহ ক্ষুধার জন্য অনিচ্ছা স্বত্বেও সীমা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়, আল্লাহ প্রকৃত পক্ষে ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। – আল কোরআন, (৫:৩)।

উপরোক্ত আয়াতটি আরাফাতের ময়দানে নাজেল হয় যখন রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর প্রথম ও শেষ হজ্ব পালন করেছিলেন। এই আয়াতটি নাজেল হওয়ার পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলাম পাঁচ স্তম্ভ নিয়ে গঠিত (সহীহ মোসলেম হাদিস)। এই আয়াতটি নাজেল হওয়ার পর কোন হারাম বা হালাল ঘোষিত হয়নি। এই আয়াতটি আমাদের দৈনন্দিন কাজে ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। যদি তা করত তাহলে রসূলুল্লাহ(সা:) এরপর আর কোন উপদেশ ও আদেশ সাহাবাদিগে দিতেন না এবং হজ্বের বাদবাকী নিয়মাদিও দেখাতেন না।

আমরা জানি যে যতক্ষণ না কোন আয়াত কোন কিছুকে হারাম ঘোষণা করে ততক্ষণ তা করা যায়। যেমন কোরআনে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণার পূর্বে মুসলমানরা মদ পান করত। তেমনভাবে কোরআনে কোন কিছু নিষিদ্ধ ঘোষণা না হলে তা জায়েয। আল্লাহপাক আরও বলেছেন - "বল, আমার প্রতি যে ওহী এসেছে তাতে আমি কিছু খেতে নিষেধ দেখিনা যদিনা তা মরা প্রাণী বা নির্গত রক্ত বা শূকর হয়। —আল কোরআন, (৬:১৪৫)।

***এক্ষণে রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রাসঙ্গিক হাদিসগুলি দেখা যাক।***

১) যদি কোন কিছুকে হারাম বলে উল্লেখ না থাকে তাকে হারাম বলা অন্যায়। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বলেছেন যে- "কোরআনে যাকে হালাল বলা হয় তা হালাল আর যাকে হারাম বলা হয় তা হারাম। আর যে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি তা গ্রহণীয় বা ক্ষমা যোগ্য।" –আবু দাউদ, ২য় খণ্ড।

২) উপযুক্ত কারণ ছাড়াই কোন উদ্ভাবন বা বিদায়াত বাতিল করা উচিত। সহীহ মোছলেম, হাদিস নং ৪২৬৬, আয়েশা(রা:) বর্ণনা করেছেন রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- "যে আমাদের বিষয়ে কিছু উদ্ভাবন করে যার কোন গ্রহণযোগ্য কারণ নেই তা বাতিল হবে।"

মন্তব্য:- এটা একটা বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ মতে নতুন কার্য গ্রহণ যোগ্য। যেমন সহীহ মোছলেম শরীফের ৪২৬৭ নং হাদিসে বলা হয়েছে।

৩) ইসলামের মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্যহীন উদ্ভাবন বাতিল যোগ্য বিদায়াত। সহীহ বুখারী, হাদিস নং- ৩(৮৬১), আয়েশা(রা:) বর্ণনা করেছেন রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন- "যদি কেহ কিছু উদ্ভাবন করে যা আমাদের ধর্মের মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্যহীন তা অবশ্য বাতিল করতে হবে।"

**মন্তব্যঃ**– মহসীন খান অনুবাদ করেছেন- "যদি কেহ কিছু উদ্ভাবন করে যা আমাদের ধর্মে নেই তা বাতিল। আরবীতে বুখারী শরীফে আছে- "মান আহাদাসা ফি আমরেনা হাজা মা লায়সা ফিহে ফাহুয়া রাদ্দ"। আবু দাউদেও একই হাদিস আছে যার অনুবাদ নিম্নরূপ- "যদি কেহ আমাদের এই ব্যাপারে কিছু উদ্ভাবন করে যা এর সহিত সম্বন্ধ যুক্ত নয় তখন তা বাতিল।" এই হাদিসটি অত্যন্ত বিস্তৃত ও বোধগম্য। কিন্তু কেন ঐ অনুবাদক তার নিজের বোধ মত অনুবাদ করলেন যা সরাসরি এই সহজ অনুবাদের বিপরীত। এই হাদিসের মূলনীতিটি ৪র্থ অধ্যায়ের হাদিসগুলির মত; যেমন- "একটি নতুন কার্য স্থাপনের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি যা ভালো বা মন্দের দিকে নিয়ে যায়।" ইসতিহাদ কর যখন কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা:) এর সুন্নাহ কোন বিষয়ে নিরুত্তর।" "তুমি পুরস্কার বা শাস্তি পাবে সেই সব কাজের জন্য যা করতে অন্যকে প্রভাবিত কর।" এবং "রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ ও সঠিক ভাবে পরিচালিত খলিফাদের অনুসরণ কর।" এই হাদিসগুলিতে পরিস্কার বুঝা যায় নিম্নলিখিত হাদিসগুলি বিনা শর্তে প্রয়োগ হতে পারেনা। যেমন– "প্রতিটি উদ্ভাবনই বিপথগামিতা" এবং "সবচেয়ে ভাল পথ প্রদর্শন হচ্ছে রসূলুল্লাহ(সা:)এর পথ প্রদর্শন এবং প্রতিটি উদ্ভাবনই হচ্ছে ভ্রান্ত।" এবং এটাও ব্যাখ্যা করে কেন রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর সাহাবাদের নতুন কার্যাদি গ্রহণ করেছিলেন যা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। এবং এও ব্যাখ্যা করে কেন আবু বকর ও যাঈদ বিন সাবিত তাঁদের প্রাথমিক দ্বিধা দ্বন্দ কাটিয়ে কোরআন সংকলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যা রসূলুল্লাহ(সা:) নিজে করেন নি। তাছাড়া ৭ম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তী কালে সাহাবারা অনেক নতুন কার্যাদি করেছিলেন যার ভিত্তি উপরোক্ত হাদিসসমূহে বর্তমান।

বিদায়াতের সংজ্ঞা নির্ণয়ে একটা প্রধান হাদিস ও একটা দৃঢ় নীতি উপলব্ধি করতে হবে। যেমন সহীহ মোছলেম হাদিস নং-২২১৯, মানজির বিন জারীর কর্তৃক বর্ণিত। এই হাদিসের প্রাসঙ্গিক অংশটি হল- "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছেন যে কেউ একটা ভাল কাজের নমুনা ইসলামে স্থাপন করে, তার সেকাজের জন্য পুরস্কার আছে এবং যারা পরবর্তী কালে ঐ কার্য করিবে তারাও একই পুরস্কার পাবে তার কোনরূপ কম হবেনা। এবং যে কেউ ইসলামে মন্দ কাজের নমুনা রাখে তার উপর সেই দায়ভার (পাপের বোঝা) বর্তাবে এবং যারা পরবর্তী কালে ঐরূপ কার্য করিবে তারাও একই ভাবে দায়ী হবে, তাদের পাপের ভার একটুও কমিবে না।"এই হাদিস পরিস্কার বুঝায় যে আমরা যেকোন নতুন কাজকে বিদায়াত বলতে পারি না। যেমন ওমর (রা:) তারাবির নমাজ জমাতে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, একে 'নিয়ামূল বিদায়াত' বা 'বিদায়াতই হাসানা' বলা যায়।

এ প্রসঙ্গে ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদিসগুলি অনুধাবন করা একান্ত জরুরী। যেমন :- (১) সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৩৫৮৫, মাউজ বিন যাবাল কর্তৃক বর্ণিত-



pdf By Syed Mostafa Sakib



"যখন কোরআন ও হাদিস কোন বিষয়ে নিরুত্তর তখন ইজতিহাদ কর।" (২) সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৫৯০, আবদুর রহমান বিন আমর সুলামি ও হুজর বিন হুজর কর্তৃক বর্ণিত– "রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ ও সঠিক ভাবে চালিত খলিফাদের অনুসরণ কর।"

### *কোরআন ও হাদিসের নীতি সমূহ*

কোরআনের একটি আয়াত বা একটি হাদিস সঠিক ভাবে বুঝতে হলে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আয়াত বা হাঁদিসগুলি বুঝতে হবে এবং এর প্রকৃত অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে বুঝতে হবে যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণভাবে স্পষ্ট পথ দেখায় তাই সেভাবে ইসলামের রীতিগুলি ব্যাখ্যা করা উচিত। যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এক ব্যক্তি রমজান মাসে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে আসে তার প্রতিকারের উপায় জানতে। রসূলুল্লাহ(সা:) কাফ্ফারার জন্য বিভিন্ন উপায় বললেন কিন্তু সে অপারগ। তখন এক বাক্স খেজুর আসিলে তিনি তা গরীবদের মধ্যে দিতে বললে সে বলল তার থেকে গরীব কেউ নেই, তখন রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে ঐ খেজুর বাড়ী নিয়ে যেতে বললেন। এ থেকে বুঝা যায় কেমনভাবে পরিস্থিতি মত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

### *"ধর্মীয় বা জাগতিক কাজকর্ম তাকে আল্লাহের কাছে নিয়ে যায়, না হয় তাকে আল্লাহের থেকে দূরে নিয়ে যায়।"*

এক্ষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এটা উপলব্ধি করা যে আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহর পুরস্কার ও শাস্তির অধীন। একটি ভালকাজ আল্লাহকে খুশী করে তা সেকাজ যতই ক্ষুদ্র বা ছোট হোক। যেমন একটা পাখীকে খাওয়ানো বা রাস্তা থেকে কোন ক্ষতিকারক জিনিস সরানো। কারণ এরূপ কাজই আল্লাহ আমাদের কাছে আশা করেন এবং তিনি আমাদের এরূপ কাজের জন্য পুরস্কার দান করেন। তেমনই যখন কোন কাজ আল্লাহর নির্দ্দেশ বা ইচ্ছামত নয় তা মন্দ কাজ বলে লেখা হয়।

### *"নিম্নের কিছু কাজ যা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অংশ নয়, কিন্তু সেগুলি নিশ্চিত ভাবে ঈমানের অঙ্গ।"*

যদি কোন কাজ সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয় তা আল্লাহর কাছাকাছি নিয়ে আসে অন্যথায় তা আল্লাহর থেকে দূরে নিয়ে যায়। ঈমানের ৭০টি ধাপ আছে,সর্ব্বোচ্চ ধাপ হল শাহাদাহ এবং সর্বনিম্ন ধাপ হল রাস্তা থেকে কোন নোংরা বা ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেওয়া। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৬৫৯, আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছেন রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- "ঈমানের ৭০টির ও বেশী দিক আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে চমৎ-কার হচ্ছে শাহাদাহ অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই' এটা ঘোষণা করা, এবং সবচেয়ে বিনীত ভাব হচ্ছে পথ থেকে একটা হাড় সরিয়ে দেওয়া।" একই হাদিস সহীহ মোছলেম হাদিসে উল্লেখ আছে, (হাদিস নং-৫৫)।

এ বিষয়ে আরো কিছু হাদিস উল্লেখ করা যায়:-

১) যার ব্যবহার অতি উত্তম সে-ই সঠিক বিশ্বাসী।
(আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৬৬৫)।

২) যদি তুমি বেশী খাও তুমি প্রকৃত বিশ্বাসী নও।
(সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৩০৫)।

৩) মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ।
–(সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৬৪)।

৪) সে বিশ্বাসী নয় যদি সে নিজের জন্য যা চায় তা অন্যান্য বিশ্বাসীর জন্য চায় না।
–(সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৭২)।

৫) যে অন্যকে ঠকায় সে রসূলুল্লাহ(সা:)এর অনুসারী নয়।
(সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-১৮৩)।

৬) পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধেক। –(সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৪৩২)।

৭) পুরানো পোষাক পরা ঈমানের অঙ্গ। –(আবু দাউদ, হাদিস নং-৪১৪৯)।

৮) আল্লাহ তাকে দেখেননা যে গর্বভরে নিজেকে উলঙ্গ করে।
(সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৫১৯৩)।

### *প্রতিটি উদ্ভাবনই ভ্রান্তির মধ্যে এবিষয়ে কথিত হাদিসের বিশ্লেষণ*

কোন নতুন কাজকে বিদায়াত বলে চিহ্নিত করতে যে হাদিসটি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় তা হল- "নতুন ভাবে শুরু হওয়া ব্যাপার সম্বন্ধে সাবধান, কারণ প্রতিটি নতুন ভাবে শুরু হওয়া ব্যাপার বিদায়াত, প্রতিটি বিদায়াতই ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন এবং প্রতিটি ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন নরকের মধ্যে নিয়ে যায়।"– এই হাদিসটির উৎ-স কি তা জানা যায় না।

বিদায়াতের উপর মূল হাদিসটি যা উপরে বলা হয়েছে তা সেই সব আলেমরা উদ্ধৃত করেন যারা প্রতিটি বিদায়াত বা উদ্ভাবনই ভ্রান্ত বলে দাবী করেন। আরও মজার ব্যাপার ঐ সব আলেমগণ উক্ত হাদিসের উৎস হিসাবে সহীহ মোছলেম, তিরমিজি ও নাসাই এর উল্লেখ করেন। কিন্তু এই পুস্তকের লেখকদ্বয় ঐ সব হাদিসের কোনটিতেই ওটা খুঁজে পাননি। কিছু আলেম আবার ইংরাজী অনুবাদে এই বাক্যাংশটি যুক্ত করেছেন 'প্রতিটি ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন নরকের মধ্যে নিয়ে যায়।' যা হাদিসটির ইংরাজী অনুবাদে আছে কিন্তু আরবীতে তেমন কোন কথা নেই।

এক্ষণে আলোচনাটি নিম্নলিখিত বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত:-

১) রসূলুল্লাহ(সা:) দ্বারা বিদায়াত বলে ঘোষণা করার একটি উদাহরণও না থাকায় ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।

২) হাদিসটির অর্থ সীমাবদ্ধ নয় কারণ বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় কার্য রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর সাহাবারা গ্রহণ করেছিলেন।

৩) প্রত্যেক কথাটি সবকিছুর জন্য সাধারণকরণ হতে পারেনা।

৪) রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নতের মধ্যে নতুনকার্য গ্রহণ করা ইসলামের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।



pdf By Syed Mostafa Sakib



বিদায়াতের সংজ্ঞা জ্ঞাপক হাদিসটি কোনরূপ নতুন কাজের উদাহরণ দিতে পারে না। কারণ যদি রসূলুল্লাহ(সা:) কোন মন্দ কাজ উদ্ভাবনের বিরুদ্ধে প্রচার করে থাকতেন তাহলে সেই কাজকে বিদায়াত বলে গণ্য করতেন এবং তার নিশ্চয় কোন উদাহরণ থাকত। বিপরীতপক্ষে আমরা দেখি রসূলুল্লাহ(সা:)এর জীবদ্দশায় তাঁর সাহাবারা বিভিন্ন ধরণের নতুন কার্য প্রচলন করেছিলেন কিন্তু রসূলুল্লাহ(সা:) তাতে কোন অসম্মতি দেননি। এ সম্বন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনা দেখুন। আর ৭ম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে তাঁর সাহাবারা বিশেষত: খলিফায়ে রাশেদিন রসূলুল্লাহ(সা:)এর পর বহু নতুন কাজ চালু করেছিলেন যা নতুন উদ্ভাবন বা বিদায়াত হিসাবে গণ্য হয়নি বরং আজও আমাদের নিকট উক্ত কার্যাদি সঠিক বলে গৃহীত।

সেজন্য এই অধ্যায়ে কোরআনের আয়াতগুলি ও হাদিসগুলি বিবেচনা করা আমাদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদায়াত কি তা উপলব্ধি করা জরুরী। কতকগুলি হাদিসের উপর নির্ভর করা আদৌ ঠিক নয় কারণ তা আমাদের মধ্যে সন্দেহ ও বিভাজন বৃদ্ধি করে। কারণ তখন এটাই আসল হবে কোন গুলি কি ভাবে বিদায়াতের কোন শ্রেণীভুক্ত হবে। যেহেতু রসূলুল্লাহ(সা:) এবং তাঁর সাহাবারা নানা ধরণের ধর্মীয় কাজ করেছিলেন, তাই উক্ত হাদিসটি কোন সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করেনা কিন্তু কিছু আলেম বলেন এটা সমস্ত নতুন কাজকে বুঝায় না, বরং সেই সব নতুন ধর্মীয় কাজকে বুঝানো হয়েছে যার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য খোঁজা হয়। কিন্তু এটা কোন দলিলসম্মত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত নহে। এর কোন সঠিক সূত্র নেই তেমনি এর উপস্থাপনার ধরণও ঠিক নয়।

আলেমরা অনেকে চেষ্টা করেন ঐ হাদিসটির অর্থ সীমাবদ্ধ করতে কারণ আজকের দিনে আমাদের সমস্ত কাজ ও ব্যবহার বিদায়াত বলে গণ্য হবে যেহেতু আমরা এখন একটা ভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিতে বাস করি। যদি বিদায়াতের সংজ্ঞাটি উক্ত হাদিস মত মানতে হয় তাহলে টেবিলে খাওয়া, কাঁটা চামচ ইত্যাদি ব্যবহার করা, পশ্চিমী পোষাক পরা, নতুন ধরণের ব্যবসা করা, বিশেষ ধরণের রান্না করা খাবার খাওয়া ইত্যাদি সবই বিদায়াত বলে গণ্য হবে।

কেবলমাত্র ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঐ হাদিসটির অর্থ সীমাবদ্ধ করলেও সমস্যা মিটবে না বা উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। যেমন আমরা এই অধ্যায়ের প্রথমে অনেক কার্যকে তালিকাবদ্ধ করেছি যা সাধারণত: ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচিত হয়না কিন্তু তা আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ঐ হাদিসটি কঠোরভাবে মানলে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন নিম্নলিখিত ভাল কাজ গুলি যা আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে তাকে বিদায়াত বলতে হয়। যথা-কোরআন সংকলন করা, হাদিস সংকলন করা, মসজিদ সাজানো ও সুন্দর করা, যুম্মায় অতিরিক্ত আজানের ব্যবস্থা করা, জমাতে তারাবির নমাজ পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। রসূলুল্লাহ(সা:)এর পরবর্তী কালে গৃহীত উপরোক্ত কার্যাদি উক্ত সংজ্ঞানুসারে বিদায়াতের পর্যায়ে পড়ে, কিন্তু আমাদের ধর্মীয় জীবনে ঐ কার্যাদি একান্ত ভাবে স্বীকৃত ও গৃহীত।

*"তাছাড়া আমাদের বর্তমান সমাজে দীর্ঘ দিন গৃহীত নিম্নলিখিত*

*কার্যাদির যৌক্তিকতা নিয়ে বিদায়াতের প্রশ্ন উঠে থাকে।"*

রসূলুল্লাহ(সা:) আদেশ দিয়েছিলেন যথাসময় নমাজ পাঠের জন্য। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪৩২, আমর বিন মায়মুন আওদি কর্তৃক বর্ণিত- "আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছিলেন- 'রসূলুল্লাহ(সা:) আমাকে বলেছিলেন- 'তুমি কি ভাবে কাজ করবে যখন তুমি এমন শাসক দ্বারা শাসিত হবে যিনি বলেন যথা সময়ে নমাজ না পড়তে?' আমি বললাম 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), আপনি আমাকে কি আদেশ করেন?' তিনি বললেন- 'যথা সময়ে নমাজ পাঠ করবে এবং তাদের সাথে নমাজ পড় ধর্মীয় বিধান মত।'

আসলে নির্দ্দিষ্ট সময় ও পরিবর্তীত সময়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কারণ এখানে নির্দ্দিষ্ট সময় বলতে ওয়াক্তের আরম্ভ হতে ওয়াক্তের শেষ সময় পর্যন্ত বুঝায় এবং এটাই যুক্তি সম্মত। তবে উপরোক্ত হাদিসে জমাতের নির্দ্ধারিত সময়কে বুঝাচ্ছে। নিম্নলিখিত হাদিসগুলি থেকে দেখা যায় যদিও রসূলুল্লাহ (সা:) যথাযথ সময়ে নমাজ পাঠ করতে বলেছেন, তবুও তাঁর সুন্নাহের রীতি কত নমনীয়। একজন অসুস্থ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করেছিলেন জোহরের নমাজ দেরীতে এবং আসরের নমাজ তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য, তেমনিভাবে মগরেবের নমাজ দেরীতে ও এশার নমাজ তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-২৯৪, আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত- "রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় এক নারীর দীর্ঘ দিন ধরে স্রাব হ'ত, তাকে বলা হয়েছিল দেরীতে গোসল করে জোহরের নমাজ দেরীতে এবং আসরের নমাজ তাড়াতাড়ি পড়ার জন্য। তেমনি সন্ধ্যার সময় গোসল করে মগরেবের নমাজ পড়ে, এশার নমাজ তাড়াতাড়ি পড়ে নিতে। এবং ভোরে গোসল করে ফজরের নমাজ পড়তে। এখানে লক্ষ্য করা যায় ইসলামে নমনীয়তা রয়েছে। অন্যান্য হাদিসেও এরূপ নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

রসূলুল্লাহ(সা:) খরতাপের জন্য জোহরের নমাজ দেরীতে পড়তেন এবং এশার নমাজেও দেরী করতেন। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৯৪, ইবনে শীহাব কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছেন- 'ওমর বিন আবদুল আজিজ মিম্বারের উপর বসেছিলেন এবং তিনি কোন কারণে আছরের নমাজ স্থগিত রেখেছিলেন। তখন উরওয়া বিন যুবায়ের তাঁকে বলল- জিব্রাঈল(আ:) রসূলুল্লাহ(সা:)কে নমাজের সময় জানিয়েছিলেন। ওমর সেজন্য তাকে বললেন- 'তুমি যে কথা বলছ সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কথা বল।' উরওয়া উত্তর করিল- "আমি শুনেছিলাম বসির বিন আবু মাসউদ কে বলতে যে সে শুনেছিল আবু মাসউদ আনসারীকে বলতে এবং তিনি শুনেছিলেন রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলতে- 'জিব্রাঈল(আ:) এসেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন নমাজের সময়। আমি তার সাথে নমাজ পড়েছিলাম, আবার আমি তার সাথে নমাজ পড়েছিলাম, আবার আমি তার সাথে নমাজ পড়েছিলাম, আবার আমি তার সাথে নমাজ পড়েছিলাম, আবার আমি তার সাথে নমাজ পড়েছিলাম, এবং পাঁচবার তিনি পাঁচটি আঙুল তুলেছিলেন। আমি দেখেছিলাম সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর রসূলুল্লাহ(সা:) জোহরের নমাজ পড়েছিলেন। কিছু কিছু সময় তিনি দেরী করতেন তাপের তীব্রতার জন্য এবং আমি লক্ষ্য করেছি তিনি আছরের নমাজ পড়েছিলেন সূর্য হলুদ হওয়ার



pdf By Syed Mostafa Sakib



আগে যখন সূর্য উজ্বল ও উচ্চে ছিল। তখন আছরের নমাজ পড়ে একটা মানুষ সূর্যাস্তের আগে যুল হুযাফাতে পৌছাতে পারত এবং সেখানে সে আছরের নমাজ পড়তে পারত। সূর্য ডুবে গেলে তিনি মগরেবের নমাজ পড়তেন এবং এশার নমাজ পড়তেন যখন অন্ধকারে সমস্ত দিগন্ত ঢেকে যেত। কিছু সময় তিনি দেরী করতেন যাতে লোকজন সব জমায়েত হয়। একদা তিনি ফজরের নমাজ পড়েছিলেন ভোরের অন্ধকারে এবং অন্য সময় আবার ফজরের নমাজ পড়েছিলেন ভোরের আলো যথেষ্ট উজ্বল হলে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ফজরের নমাজ ভোরের আলো যথেষ্ট উজ্বল হওয়ার আগেই পড়তেন, আর কখনও তিনি ভোরের উজ্বল আলোয় ফজরের নমাজ পড়েননি।"

*নিম্নলিখিত হাদিসগুলি থেকে রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহের মধ্যে নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।*

১) যদি অনেক লোক থাকত রসূলুল্লাহ(সা:) এশার নমাজ তাদের নিয়ে এশার ওয়াক্তের প্রথম দিকেই পড়তেন, যদি কম লোক থাকত তবে একটু দেরী করে এশার নমাজ পড়তেন। আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৯৭, সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-১৩৪৮, এবং সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(৫২২) ও ১(৫৩৫)।

২) রসূলুল্লাহ(সা:) এশার নমাজের আগে ঘুমানো এবং পরে কথাবার্তা পছন্দ করতেন না। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৯৮।

৩) রসূলুল্লাহ(সা:) জোহরের নমাজ দেরীতে পড়েছিলেন প্রচণ্ড তাপের জন্য। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(৫১০) ও ১(৫১২) এবং সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৪০১।

৪) রসূলুল্লাহ(সা:) জুম্মার নমাজও দেরীতে পড়তেন যদি প্রচণ্ড তাপ থাকত। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-২(২৯), আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত।

৫) রসূলুল্লাহ(সা:) কোরআন শিক্ষা দিয়ে অর্থ নিতে নিষেধ করেছিলেন।সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৪০৯, ওবাদা বিন সামিত কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন আমি ছুফ্ফাতে কিছু লোককে কেমন করে কোরআন পড়তে ও লিখতে হয় তা শিক্ষা দিয়েছিলাম। তাদের মধ্যে একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছিল। আমি বলেছিলাম- এটা আমার আয় হিসাবে গৃহীত হতে পারে না, তবে এটাকে কি আল্লাহর পথে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি? আমি অবশ্যই রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে যাব তাঁকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করব। সেজন্য আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম- "ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), যাদের আমি কোরআন পড়তে ও লিখতে শিক্ষা দিয়েছি তাদের মধ্যে একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে এবং তা আমার আয় হতে পারেনা, তবে কি আল্লাহর পথে তা ব্যবহার করতে পারি? তিনি বলেছিলেন- 'যদি তুমি আগুনের একটি হার গলায় পরতে চাও তবে তা নেবে।'

বর্তমানে অর্থ লওয়া খুবই প্রচলিত। কিছু আলেম চিন্তা করেন যে কোরআন শিক্ষা দিয়ে অর্থ নেওয়া যুক্তি সম্মত নিম্নলিখিত হাদিস অনুসারে যেখানে রসূলুল্লাহ(সা:) এক ব্যক্তিকে তার দেনমোহরের বদলে তার স্ত্রীকে কোরআন শিক্ষা দিতে বলেছিলেন

যেহেতু তার কোন অর্থ ছিল না।

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৭৯), সাহল বিন সা'দ সাঈদী কর্তৃক বর্ণিত "যখন আমি রসূলুল্লাহ(সা:) ও অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে বসেছিলাম, একজন মহিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), সে আপনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে, দয়া করে তার সম্বন্ধে আপনার মত জানান।' রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে কোন জবাব দিলেন না। সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), সে আপনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে, দয়া করে তার সম্বন্ধে আপনার মত জানান।' রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে কোন জবাব দিলেন না। সে তৃতীয়বার আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:),সে আপনাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে, দয়া করে তার সম্বন্ধে আপনার মত জানান।' তখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তাকে আমার সাথে বিবাহ দিন।" রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কাছে কিছু আছে কি?' সে বলিল, 'না'। রসূলুল্লাহ(সা:)– "যাও কিছু খুঁজে আন, যদি একটি লোহার আংটিও হয়।" লোকটি চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে বলল, 'আমি কিছুই খুঁজে পাইনি, এমনকি একটি লোহার আংটিও না।' তখন রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি কোরআন কিছু মুখস্থ আছে?' সে বলিল 'আমার এই এই সুরা মুখস্থ আছে। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন, 'যাও আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ দিলাম কারণ তুমি যে কোরআন জানো তার জন্য।"

এটা একটা সুন্দর উদাহরণ যা দেখায় ইসলাম কত নমনীয়। ইসলাম নিয়মনীতির উপর খুব জোর দিয়ে থাকে কিন্তু এর সীমার মধ্যে যথেষ্ট নমনীয়তা দেখা যায়। নিম্নে কিছু হাদিসের কথা উল্লেখ করা হ'ল যা বর্তমানে প্রায়ই লঙ্ঘিত হয়:-

১) রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর সাহাবাদের সময় কোরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও নমাজ পড়াবার জন্য কোন বেতনভূক ইমাম ছিলনা। বর্তমানে প্রায় সর্বত্র তা দেখা যায়। এই ব্যবস্থাকে ন্যায্য প্রমাণের জন্য অনেক হাদিস ব্যবহার করা হয়, বিশেষত: অভাব ও প্রয়োজনের হাদিস এবং রসূলুল্লাহ(সা:)এর নির্দ্দেশ ধার্মিক ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার জন্য যাতে তাকে ভিক্ষা না করতে হয়।

২) সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫৩১, ওসমান বিন আবদুল আস কর্তৃক বর্ণিত:- "ইয়া রসূলুল্লাহ(স:) আমাকে উপজাতির ইমাম হিসাবে নিয়োগ করুন।" তিনি বললেন 'আপনিই তো তাদের নেতা....এবং একজনকে মোয়াযজিন নিয়োগ করবেন যে আজান দেওয়ার জন্য কোন অর্থ চায় না।". কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজে সর্বত্র মোয়াযজিনকে বেতন দেওয়া হয়।

৩) রসূলুল্লাহ(স:) নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন যুম্মার নমাজের খুতবা নমাজ পড়ার সময়ের থেকেও কম হবে। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১১০১, আম্মার বিন ইয়াসির কর্তৃক বর্ণিত:- "রসূলুল্লাহ(স:) আমাদিগকে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন খুতবা ছোট করতে। সহীহ মোছলেম হাদিসে আরও পরিষ্কার করে বলা আছে– "খুতবা নমাজের থেকেও ছোট হবে।" কিন্তু আমাদের সমাজে যুম্মার নমাজের খুতবা অনেক দীর্ঘ হয়।



pdf By Syed Mostafa Sakib



৪) সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১৭২৩, ইবনে ওমর কর্তৃক বর্ণিত যিনি বলেছিলেন রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন– "একজন স্ত্রীলোক তিন দিনের জন্য যাত্রা করবে না যদি না তার সাথে মাহরম থাকে।" বর্তমানে দেখা যায় অনেক স্ত্রীলোক মাহরম ছাড়া তিন দিনের বেশী একা একাই যাত্রা করে। এমনকি কিছু স্ত্রীলোক মাহরম ছাড়া হজ্ব করেছে, এমন কী কোন হজ্বের স্ত্রীলোকদের দলের সাথী না হয়েও। এ ধরণের কাজ কি অনুমোদন যোগ্য? উল্লেখ্য তথাকথিত কিছু আলেমের মত হল এধরণের কাজ অনুমোদন যোগ্য।

৫) সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৮(৪৫৭), আনাস কর্তৃক বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত টেবিলে খাদ্য গ্রহণ করেননি এবং তিনি কখনও পাতলা সুন্দরভাবে স্যাঁকা গমের আটার রুটি খাননি।

বর্তমানে মাটিতে বসে খাওয়া অতীতের ঘটনা, বিশেষত: তাদের জন্য যারা খাবার টেবিলের ব্যবস্থা করতে পারেন।

৬) সহীহ মোছলেম হাদিস নং-৫০৪০, ইবনে কাব বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত, যিনি তাঁর পিতার কথা শুনে বলেছিলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর হাতের তিন আঙুল দিয়ে খেতেন এবং হাত ধোয়ার আগে তাঁর আঙুল গুলি চুষে নিতেন। বর্তমানে আমরা অনেকেই তেমনভাবে খাইনা।

*৭) রসূলুল্লাহে(সা:) বাতিল যোগ্য বায়নারে টাকা নিতে নিষেধ করেছিলেন।*

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৪৯৫, আমর বিন সোয়াইব কর্তৃক বর্ণিত, যিনি তাঁর পিতার কাছ থেকে জেনে বলেছিলেন যে তাঁর পিতামহ বলেছিলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) সে সব লেনদেন নিষেধ করেছিলেন যেখানে অগ্রিম বায়না বাতিল যোগ্য।

ইমাম মালিক বলেছিলেন-এর অর্থ (আমরা যেমন ভাবি এবং আল্লাহই ভালো জানেন) যদি এক ব্যক্তি একজন দাস ক্রয় করে বা একটা প্রাণী ভাড়া করে এবং বলে 'আমি এই শর্তে তোমাকে ১ দিনার দিলাম যে যদি আমি উক্ত দাস ক্রয় না করি বা ভাড়া করা জিনিষ না নিই তবে দিনারটি তোমার হবে। আজকের দিনে এছাড়াও অনেক ব্যবসা আছে যেখানে অগ্রিম বায়না বাতিল যোগ্য। এটা কখনই ইসলামিক ব্যবস্থা নয়। পশ্চিমীরা এব্যবস্থা চালু করেছিল আর আজ দৈনন্দিন জীবনে আমরা তা গ্রহণ করেছি ও মেনে চলেছি।

৮) রসূলুল্লাহ(সা:) শিক্ষাদানের জন্য একটা উপযুক্ত সময় বেছে নিয়েছিলেন। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(৬৮), ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ(সা:) আমাদের সর্বদা যত্ন নিতেন, ধর্ম শিক্ষার জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করে নিতেন যাতে আমরা বিরক্ত না হই।" ইবনে মাসউদও সপ্তাহে একদিন ধর্ম শিক্ষা দিতেন যাতে জনগণ বিরক্ত না হয়। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(৭০), আবু ওয়ায়েল কর্তৃক বর্ণিত, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ প্রতি বৃহস্পতিবার জনগণের কাছে ধর্মীয় কথা বলতেন। একদা এক ব্যক্তি বলল, "ওহে, আবু আব্দুর রহমান, আমার আশা এই যে আপনি প্রত্যহ আমাদের কাছে ধর্মালোচনা করেন।" তিনি বললেন একটি মাত্র ব্যাপার যা আমাকে এই কাজে বাধা দেয় তাহ'ল আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাই

না এবং নি:সন্দেহে আমি আপনাদের যত্ন নিতে চাই- ধর্মালোচনার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ঠিক করে যেমন রসূলুল্লাহ(সা:) আমাদের সহিত করতেন এই ভয়ে যে আমরা বিরক্ত হব।"

*৯) "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন ঈহুদী ও খৃষ্টানদের আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন কারণ তারা তাদের নবী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের কবরকে উপাসনালয় করেছে।"*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-২(৪১৪), উরওয়া কর্তৃক বর্ণিত, আয়েশা(রা:) বলেছিলেন- - "রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর ভয়ানক অসুখের সময় বলেছিলেন ঈহুদী ও খৃষ্টানদের আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন কারণ তারা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনালয় বানিয়েছে।" আয়েশা(রা:) আরও বলেছিলেন- "তা না হ'লে রসূলুল্লাহ(সা:) এর কবর বিশেষ দর্শনীয় ভাবে করা যেত কিন্তু আমি ভীত ছিলাম একে উপাসনালয় করা হতে পারে।" একই হাদিস সহীহ বুখারীর ১(৪২৭) নং হাদিসে বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদিসে রসূলুল্লাহ(সা:) তাদের অভিশপ্ত করেছেন যারা ধার্মিক ব্যক্তিদের কবরকে উপাসনার জন্য গ্রহণ করে। সহীহ বুখারী,হাদিস নং-২(৪২৫), আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, যখন রসূলুল্লাহ(সা:) খুব অসুস্থ ছিলেন, তাঁর কয়েক জন স্ত্রী একটি চার্চ সম্বন্ধে কথা বলছিলেন যা তারা ইথোপিয়ায় দেখেছিলেন এবং তাকে বলা হয় চার্চ 'মারিয়া'। উম্মে সালমা এবং উম্মে হাবিবা ইথোপিয়ায় ছিলেন এবং দুজনেই তার বর্ণনা করছিলেন, তার সৌন্দর্য ও তার মধ্যে যে সব ছবি ছিল সে বিষয়ে। রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর মাথা তুলে বললেন- "যে সব লোকেরা যখন তাদের মধ্যে কোন ধার্মিক লোক মারা যায় তার কবরকে উপাসনালয় করে এবং তারমধ্যে ঐসব ছবি স্থাপন করে তারা আল্লাহর চোখে সবচেয়ে জঘন্য জীব।"

**মন্তব্য:–** রসূলুল্লাহ(সা:)এর মাজার মদীনার মসজিদের একটা অংশ, জনগণ কবরের পার্শ্ববর্তী অংশে নমাজ পড়ে। কোন আলেমই একে বিদায়াত বা নিষিদ্ধ বলেন না বা শিরক্ ভাবেন না কারণ তাঁর মাজারকে উপাসনার স্থান ধরা হয় না। এখানে নিয়তটাই বিবেচ্য বিষয়।

১০) রসূলুল্লাহ(সা:) মুসলিমদের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে কোন সাহায্য গ্রহণ না করতে। সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৪৪৭২, আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছিলেন– "রসূলুল্লাহ(সা:) বদর যুদ্ধে যাত্রা করেছিলেন যখন তিনি হাররাত উবারাহ নামক স্থানে (মদিনা থেকে চার মাইল) পৌছালেন, একজন ব্যক্তি তাঁর সাথে দেখা করলেন যে তার শৌর্য ও সাহসের জন্য খ্যাত ছিল। সাহাবাগণ তাকে দেখে খুশী হয়েছিল। সে বলিল আমি এসেছি যাতে আমি তোমাদের সাথী হতে পারি এবং যুদ্ধের লভ্যাংশ পেতে পারি। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন 'তুমি কি আল্লাহকে ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস কর?' সে বলিল 'না'। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন, 'ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য চাই না।' সে তাদের পিছে শাজারাহ পর্যন্ত গিয়ে আবার রসূলুল্লাহ(সা:)এর সাথে দেখা করল। তিনি তাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন এবং লোকটি সেই একই উত্তর দিল। তিনি বললেন, "ফিরে যাও, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য চাই না।" লোকটি ফিরে গেল এবং 'বাইদা'তে আবার দেখা করল। পূর্বের মত তিনি তাকে সেই একই প্রশ্ন করলেন- "তুমি কি





আল্লাহ আর তাঁর রসূলকে বিশ্বাস কর?" লোকটি বলল 'হ্যাঁ'। তখন তাকে রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন, "তাহলে আমাদের সাথে থাক।" কিন্তু দু:খের বিষয় আজ মুসলিমরা অমুসলিমদের সাহায্য নিয়ে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করছে এবং তাদের হত্যা করছে।

*১১) রসূলুল্লাহ(সা:) নত হতে বা আলিঙ্গন করতে বা চুম্বন করতে নিষেধ করেছিলেন।*

তিরমিজী, হাদিস নং-৪৬৮০, আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, একব্যক্তি বলেছিল- "ইয়া, রসূলুল্লাহ(সা:) যখন একটা লোক তার ভাই বা বন্ধুর সহিত মিলিত হয়, সে কি নত হবে? তিনি উত্তর করিলেন- 'না'। সে জিজ্ঞাসা করিল "তবে কি সে আলিঙ্গন ও চুম্বন করবে?" তিনি উত্তর করিলেন- 'না'। সে জিজ্ঞাসা করিল 'তবে কি সে তার হাত ধরিবে এবং মোশাফেহা করিবে?' তিনি উত্তর করিলেন- 'হ্যাঁ'।

**মন্তব্য:–** মধ্য এশিয়ায় মানুষকে আলিঙ্গন করা ও চুম্বন করা একটি সাধারণ রীতি। অন্য হাদিসে দেখা যায় হাত চুম্বন করার অনুমতি আছে এবং সাহাবারা রসূলুল্লাহ(সা:)এর হাত ও পা চুম্বন করতেন।

*"নিম্নে মুসলিম উম্মাহের কিছু কাজের উল্লেখ করা হল যার উদাহরণ রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর সাহাবাদের মধ্যে ছিল না এবং কোরআনেও নেই।"*

১) রমজান মাসের ২৭ বা ২৯ তারিখে তারাবির নমাজে কোরআন খতম করা।

২) তারাবির বা শবে ক্বদরের নমাজে কোরআন শরীফ দেখে নমাজ পড়া।

৩) সন্তানদের মিশনারী স্কুল ও কলেজে পড়ানো।

৪) মসজিদে দানপাত্র রাখা।

৫) রমজান মাসে কোরআন খতম করা ও বেতেরের নমাজের পর লম্বা দোওয়া করা এবং অনেক নতুন দোওয়া যুক্ত করা।

৬) কোরআনের আয়াত বাঁধিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখা যা রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় ছিল না।

৭) বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় সংগঠন যা রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় ছিল না।

*'প্রত্যেক' কথাটি সবার জন্য পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারেনা*

হাদিসে 'প্রত্যেক' কথাটির ব্যবহার পূর্ণ সাধারণকরণ বুঝায় না,কারণ কোরআন শরীফে ও হাদিসে এমন অনেক উদাহরণ আছে যেখানে 'প্রত্যেক' কথাটি অসীম নয় বরং সীমাবদ্ধতা দ্বারা গুণান্বিত এবং এর অন্যান্য মৌলিক সত্য সাক্ষ্য আছে।

১) "এবং একটি মানুষের কিছুই থাকে না যার জন্য সে চেষ্টা করে তা ব্যতীত"- -আল কোরআন, (৫৩:৩৯)। এ কথা সত্ত্বেও অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের সাধনা বা এবাদত থেকে উপকার মানে ফয়েজ ও সওয়াব পায়। ফেরেশতাদের প্রার্থনা, জানাজার প্রার্থনা, তার নামে অন্যের দান ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্বাসীদের আন্তরিক প্রার্থনা তার জন্য উপকার মানে ফয়েজ ও সওয়াব দান করে।

২) "নিশ্চয় তোমরা ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা কর সবাই নরকের জ্বালানি হবে।"- আল কোরআন,(২১:৯৮)।'আল্লাহ ছাড়া যার উপাসনা কর' কথাটি একটা সাধারণ প্রকাশ,কিন্তু এখানে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ ছাড়া যীশু, তাঁর মাতা ও ফেরেশতাগণ পূজিত হন কিন্তু এ আয়াত দ্বারা বুঝায় না যে যীশু, তাঁর মাতা ও ফেরেশতাগণ নরকের জ্বালানি হবে।

৩) "কিন্তু যখন তারা সব ভুলে গিয়েছিল যা তাদের স্মরণ করানো হয়েছিল,আমরা তাদের সব কিছুর দরজা খুলে দিয়েছিলাম।"-আল কোরআন,(৬:৪৪)। যদিও করুণার দরজা তাদের জন্য খোলা হয়নি।

৪) সহীহ মোছলেম হাদিসে বর্ণিত-"রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন যারা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে নমাজ পড়ে তারা নরকে প্রবেশ করবে না।" এটা একটি সাধারণকরণ, এটা নিশ্চিতভাবে আক্ষরিক অর্থে বুঝায় না।এর প্রয়োগ কোন ভাবেই সবকিছু বাদে নয়, অন্যান্য সব নমাজ ও ফর্জ কাজ বাদে নয়। বাস্তবে এটা একটা সাধারণকরণ যা অন্যান্য প্রত্যায়িত হাদিসগুলির মান্যতার সঙ্গে যুক্ত। যদিও এটা একটা হাদিস কিন্তু তা সমগ্র হাদিসের একটি অংশ মাত্র। সুতরাং সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সমস্ত কাজ ও গুণাবলীর সঙ্গে ঐ হাদিসের কাজ ও গুণ যুক্ত করে বুঝতে হবে।এইভাবে সামগ্রিক বিষয়টি ইসলামের মূলনীতি ও কর্মধারা রূপে নির্ণীত হয়।

***"রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ মতে নতুন কার্য গ্রহণ করা যায় যা অবশ্যই ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।"***

রসূলুল্লাহ(সা:)এর সুন্নাহ হল ইসলামে নতুন কার্য গ্রহণ করা যা মঙ্গলজনক এবং ইসলামের পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধ নয় এবং সে সব কার্য বাতিল যোগ্য যা অন্য ধরণের। বিস্তারিত উদাহরণ ৫ম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।নিম্নে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হল:-

১) বিলাল(রা:) রাত ও দিনে সব সময় ওজুর পর দু'রাকয়াত নমাজ পড়তেন।

২) খুবাইবই প্রথম ব্যক্তি যে মৃত্যুদণ্ডের আগে দু'রাকয়াত নমাজ পড়েছিলেন এবং সুন্নাহে এই রীতি চালু করেছিলেন। এই হাদিস দুটি হতে বুঝা যায় বিলাল(রা:) ও খুবাইব(রা:) দুজনেই তাদের ব্যক্তিগত যুক্তি (ইসতিহাদ) প্রয়োগ করেছিলেন যদিও এব্যাপারে রসূলুল্লাহ(সা:)এর কোন পূর্ব নির্দেশ বা রীতি ছিল না এবং রসূলুল্লাহ(সা:) এর খুব উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

৩) বুখারী ও মোছলেম হাদিসে বর্ণিত আছে একব্যক্তি একটি নতুন হামদ (আল্লাহর স্তুতি) আবৃত্তি করেছিল যখন সে রসূলুল্লাহ(সা:)এর পিছনে নমাজ পড়ছিল এবং রসূলুল্লাহ(সা:) এর খুব উচ্চ প্রশংসা করে বলেছিলেন 'তিনি দেখলেন ৩০ জনের বেশী ফেরেশতা প্রত্যেকে তার এই নতুন হামদ লিখে রাখার চেষ্টা করছে।'

৪) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি প্রতি রাকয়াতে কেরাতের পর সুরা



pdf By Syed Mostafa Sakib



এখলাস পড়তেন যা রসূলুল্লাহ(সা:)এর শিক্ষা ও উদাহরণের বাইরে কারণ তিনি বলেছিলেন-"প্রার্থনা কর যেমন তোমরা আমাকে প্রার্থনা করতে দেখ।" যদিও রসূলুল্লাহ(সা:) তার কাজকে মেনে নিয়েছিলেন তার নিয়তের জন্য।

৫) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি সুরা ফাতেহা পাঠ করে একজন বিছে-কামড়ানো ব্যক্তিকে সুস্থ করেছিলেন। তিনি নিজের বিশ্বাসে এরূপ করেছিলেন রসূলুল্লাহ(সা:)এর নির্দ্দেশে এরূপ করেননি।

৬) বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি প্রায় সারারাত সুরা এখলাস পড়তেন। রসূলুল্লাহ(সা:) তার একাজে সম্মতি দিয়ে বলেছিলেন- "যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ এই সুরা কোরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।"

### *বিদায়াতের অন্য ধরণের সংজ্ঞা*

ইসলামে নতুন কার্য বিদায়াত বলে বাতিল হতে পারেনা শুধু একারণে যে প্রথম শতকে এটা ছিলনা, বরং এর মূল্যায়ন হবে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত পবিত্র বিধান অনুসারে। এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণ থেকে এটা পরিস্কার যে বিদায়াতের সংজ্ঞা এই শব্দটির সঠিক বোধযোগ্য অর্থ খুঁজে পায় না। আসলে বিদায়াতের বর্তমান সংজ্ঞা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু ধাঁধা যুক্ত করে। এখানে বিদায়াতের অন্য ধরণের একটি সংজ্ঞা খোঁজা হয়েছে। ইজাজ বিন আবদুস সালাম তাঁর 'রিলায়েন্স অব্ দ্যা ট্রাভেলার' গ্রন্থে বলেছেন যে উদ্ভাবন বা বিদায়াত তাদের কর্মানুসারে পূণ্য, পাপ ও পাপপূণ্যশূণ্য হতে পারে যা শরিয়তের পাঁচটি বিভাগের অন্তর্গত:-১) জরুরী, ২) বেআইনী, ৩) প্রশংসনীয়, ৪) দোষযুক্ত ও ৫) অনুমোদন যোগ্য।

১) **জরুরী :–** যেমন কোরআন ও হাদিসগুলি লিখে রাখা যখন মনে হয় মূল বস্তু থেকে কিছু অংশ নষ্ট হতে পারে।কোরআন ও হাদিসগুলি বুঝবার জন্য আরবী ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করা। কোন দর্শন বা দলের যুক্তির ফাঁক গুলি নির্ণয় করা।

২) **বেআইনী :–** এ এমন নতুন কাজ বা আমলকে বুঝায় যা ইসলামের মৌলিক ও সুস্পষ্ট নীতি গুলি লঙ্ঘন করে। কার্যত: এ ধরণের কাজকে বিদায়াত বলাটাই ভুল কারণ এসব কাজ নাজায়েজ। এবিষয়ে উদাহরণ হল-অনইসলামি কর ধার্য করা, পবিত্র বিধান গুলির মধ্যে এমন কিছু আইনের কর্তৃত্ব দেওয়া যা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, সে সব শিক্ষা করা যা আহলে সুন্নতের মূল অংশের বিরুদ্ধ, বা প্রথা বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে নিজেকে যুক্ত করা।

এবিষয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় হল-

ক) কেমন করে আমরা জানব যে কর্তৃত্বের পদটি একটি অযোগ্য লোকের কাছে গেছে যতক্ষণ না সে অযোগ্য প্রমাণিত হয়? এটা শাসন ব্যবস্থার সমস্যা, এটা বিদায়াতের ব্যাপার নয়।

খ) যদি করের বোঝা চাপানো হয় অথচ জনগণকে তার কোন প্রতিদান না দেওয়া হয় তা অনঐসলামিক সুতরাং তাকে বিদায়াত বলার কোন কারণ নেই।

তেমনি যদি আমরা কোন প্রথা বিরোধী গোষ্ঠীর কর্ম, শিক্ষা ও বিশ্বাস না জানি কিভাবে বলব তাদের ভুল কোথায়? কেহ কেহ বলে কোন শিক্ষা কিভাবে বিদায়াত হয়? হ্যাঁ, মূর্তি আঁকা বা মূর্তি তৈরী করা, প্লানচেট, তন্ত্র সাধনা, হস্তরেখা চর্চা, যাদু শিক্ষা ইত্যাদী হারাম কারণ রসূলুল্লাহ(সা:) একথা বলেছেন। আরো উদাহরণ আছে যেমন কোন মহিলা যদি ইমাম হয় ও জুম্মার নমাজ পরিচালনা করে তা বিদায়াত। যদি এমন বিশ্বাস করা হয় যে সাধু সন্ন্যাসী বা পীরবাবা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া লোকের উপকার করতে পারে বা অলৌকিক কাজ করতে পারে তবে তা হারাম।

৩) **প্রশংসনীয় কাজ** :– যেমন আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়ত শিক্ষার জন্য মাদরাসা ও হোস্টেল নির্মান করা, ফেকাহ শাস্ত্র সম্বন্ধে লেখা ও গবেষণা করা।কল্যাণকর বিষয়ে শিক্ষা করা ও পুস্তক রচনা করা, মৌলিক বিষয়ে গবেষণা করা ও লেখা। শরিয়তের প্রয়োগের উপর গবেষণা করা, নতুন হামদ ও নাথ লেখা এবং আবৃত্তি করা, রসূলুল্লাহ(সা:)এর স্মরণে ও দ্বীনের শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎ-সব করা।

৪) **দোষযুক্ত উদ্ভাবন** :- যেমন মসজিদে অযথা কারুকার্য করা, অত্যুচ্চ মিনার তৈরী করা, কোরআনে নক্সা করা, ইমামের তকবীর শোনা গেলেও মুব্বালিগ রাখা,যদিও এগুলি ঈমানের মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। যদি দেখা যায় জাতীয় নেতারা ও দেশের প্রধান, শরীয়তে নিষ্ঠাবান নয় ও খেয়াল খুশী মত চলে বা অন্য শক্তিশালী সরকারের মর্জিমত চলে তা দোষযুক্ত।

৫) **অনুমোদন যোগ্য উদ্ভাবন** :– যেমন ভাল বাড়ী, ভাল গাড়ী, খাবার টেবিল-চেয়ার, চামচা ইত্যাদী। ইজায বিন আবদুস সালাম কৃত বিদায়াতের শ্রেণী বিভাগ ইসলামী ফেকাহ ও শরিয়তের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইমাম নওয়ায়ী ও ইবনে হাজর কর্তৃক সমর্থিত এবং অধিকাংশ ইসলামী আলেম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে নতুন কার্যাদি যাচাই করার জন্য তাঁর শ্রেণী বিভাগকে ব্যবহার করা দরকার। সময়ের পরিবর্তন ও বিজ্ঞানের নানা উদ্ভাবনের মধ্যে কোনটি গ্রহনীয় এবং কি বর্জনীয় তা জানা দরকার। তাঁর বর্ণিত বিদায়াতের শ্রেণী বিভাগকে এই হাদিস দিয়ে বাতিল করা যায় না যে 'সব উদ্ভাবনই ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করে'। সেসব উদ্ভাবনই ভ্রান্ত পথ প্রদর্শন করে যা ঈমানের ক্ষয় করে যেমন মুতাজিলা, আহমদীয়া বা ক্বাদিয়ানী ইত্যাদী গোষ্টীর চিন্তা ও কার্যাদি যা রসূলুল্লাহ(সা:) ও সাহাবাদের বিশ্বাসের পরিপন্থী।

উদ্ভাবন প্রাথমিক যুগে ছিল কিনা এর দ্বারা বিষয়টি বিবেচনা করা ঠিক হবেনা,বরং উক্ত ৫ প্রকার বিভাগ দ্বারা উদ্ভাবনকে বিচার করা দরকার। কার্যের গুণাবলী বিচার না করে কোন উদ্ভাবনকে ভ্রান্ত পথ-প্রদর্শন বলা ঠিক নয়। কোন নতুন কার্যাদি মহান আল্লাহ পাকের বিচার থেকে রেহাই পাবে না। ইসলামী আইন সর্বকালের জন্য বৈধ কারণ তা সার্বজনীন নীতির ভিত্তিতে গঠিত যার অনুসরণ দেহ ও মনকে আলোকিত ও পবিত্র করে।আলেমগণ প্রাথমিক দলিলাদি দ্বারা এর বিশ্লেষণ ও জ্ঞান অর্জন করেন। ইসলামের প্রথম শতাব্দীর পরবর্তীকালে যে সব নতুন কার্যাদি সংঘটিত হয়েছে সেগুলিকে কি আমরা বিচার না করেই বাতিল করব? যদি তা করা না হয় তাহলে শরিয়তী বিধানের মূলভিত্তির একটা বড় অংশ অবৈধ হবে এবং শরিয়তী বিধান সংকীর্ণতায় সীমাবদ্ধ হবে।



pdf By Syed Mostafa Sakib

### *ইমাম নাওয়ায়ী ও অন্যান্য ইমাম প্রদত্ত বিদায়াতের সংজ্ঞা*

সহীহ মোছলেম হাদিসের ভূমিকায় ইমাম নাওয়ায়ী তাঁর বক্তব্যে • ভলিউম-৩,পৃ:-১২) বলেছেন :-"রসূলুল্লাহ(সা:)এর ভাষায় 'প্রতিটি উদ্ভাবনই মানে নতুন ধরণের ঘটনা একটি সাধারণ বিশেষ ঘটনা এবং অধিকাংশ উদ্ভাবনের ক্ষেত্রেই এটি নিদর্শন।' ভাষাবিদ আলেমরা বলেন-"উদ্ভাবন হচ্ছে পুরানো উদাহরণ ছাড়া কার্যাদি করা যা পাঁচ প্রকারে বিভক্ত।"

ইমাম নাওয়ায়ী তাঁর 'তাহজীব আল আসমা ওয়াস সিফাত' গ্রন্থে বলেছেন "ধর্মীয় আইনে কোন কিছু উদ্ভাবন করা হচ্ছে বিদায়াত যা রসূলুল্লাহ(সা:)এর আমলে ছিলনা এবং তা ভাল ও মন্দে বিভক্ত।" তিনি আরো বলেছেন "আল মুহদাহাত হচ্ছে বিদায়াত, ধর্মীয় আইনের মধ্যে যার কোন শিকড় বা ভিত্তি নেই। ধর্মীয় আইনের প্রথা মত একে বিদায়াত বলে। যদি ধর্মীয় আইনের মধ্যে এর কোন শিকড় বা ভিত্তি থাকে তাহলে তা বিদায়াত নয়। ধর্মীয় আইনে বিদায়াত অসমর্থন যোগ্য। কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করলে বলতে হয় যা কিছু উদ্ভাবিত হয় পূর্বতন ভিত্তি ছাড়া তাকে উদ্ভাবন বলে–ভাল বা মন্দ যাই হোক।"

*শায়খুল ইসলাম ইবনে হাযর আসকালানী তাঁর বুখারী শরীফের ভূমিকায় বলেছেন 'কোন জিনিস যা রসূলুল্লাহ(সা:)এর আমলে ছিলনা তা বিদায়াত কিন্তু তার কিছু ভাল কিছু ভাল নয়।'*

আবু নঈম, ইবনে জুনাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন "আমি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি 'বিদায়াৎ দুই ধরণের, প্রশংসনীয় ও দোষনীয় এবং সুন্নাহ বিরোধী যে কোন উদ্ভাবনই দোষনীয়। ইমাম বায়হাকী তাঁর 'মনাকিব আল্ শাফেয়ী' গ্রন্থে বলেছেন "বিদায়াৎ দুই ধরণের-যা কোরআন, সুন্নাহ ও মুসলিমদের মতৈক্যপূর্ণ দলিলের সঙ্গে বিরুদ্ধতাপূর্ণ তা পরিহারযোগ্য, অন্যথায় ভাল উদ্ভাবনের সাথে ঐসবের কোন বিরোধ নেই।"

## নবম অধ্যায়

### *মুসলিমদের কিছু সাধারণ আচরণ*

এই অধ্যায়ে বিদায়াতের দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলিমদের কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের পক্ষে ও বিপক্ষে কোরআন ও হাদিসের বক্তব্য আলোচিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্তগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ে হাদিসের ভুরিভুরি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে।

*নিম্নলিখিত কিছু সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের বিষয়ে আলোচিত হয়েছে:–*

১) জন্মদিন পালন, ২) বড়দের সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ানো, ৩) বড়দের সম্মান জানাতে হাতে ও পায়ে চুম্বন, ৪) কাবাকে স্পর্শ করা, ৫) রসূলুল্লাহ(সা:) কে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন, ৬) দলবদ্ধভাবে যিকির করা, ৭) আরোগ্য জন্য তাগা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহার করা, ৮) মিলাদ মাহফিল করা।

### ১) জন্মদিন পালন

এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান। এর সাথে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। বিদায়াত নির্ণয়কারী আলেমরা বা প্রবক্তারা একে বিদায়াত বলেছেন যেহেতু রসূলুল্লাহ(সা:) ও সাহাবারা তা কখনো পালন করেন নি। যেমন পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, যদি আমরা বিদায়াতের প্রবক্তাদের কঠোর যুক্তি মেনে নিই তা'হলে রসূলুল্লাহ(সা:)এর পর যেসব নতুন কাজ হয়েছে তাকে বিদায়াত বলতে হয়। যেমন:- হাদিস সংগ্রহ, মিলাদ মাহফিল করা, সমবেত যিকির করা, পশ্চিমী পোষাক পরা, টেবিলে খাওয়া, হোটেলে খাওয়া। পূর্বালোচনা থেকে আমরা দেখেছি বিদায়াতের প্রবক্তাদের যুক্তি মত দৈনন্দিন জীবনের সব কাজই বিদায়াত হতে পারে না আর সাহাবারা যেসব নতুন ধর্মীয় কাজ করেছেন তা বিদায়াত হতে পারে না।

অন্যান্য আলেমদের মতে বিশেষত: ইমাম নওয়ায়ীর মতে জন্মদিন পালন বিদায়াত বিবেচিত হতে পারেনা। জন্মদিন পালন করার মধ্যে কোন জবরদস্তি নাই, কোন সওয়াব বা শাস্তি নাই। তবে এ ধরণের অনুষ্ঠান ত্যাগ করা উচিত যদি এমন কোন সম্ভবনা থাকে যে লোকে বেতমিজ ব্যবহার করবে, নাচগান, উচ্ছৃঙ্খলতা করবে। তাছাড়া বৃথা কাজকর্ম, সময় ও অর্থের অপব্যয় কঠোর ভাবে ত্যাগ করা উচিত।

হাদিসে আছে সাহাবারা অনেকে সোমবার রোজা রাখতেন যেদিন রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মদিন।

সহীহ মোছলেম হাদিস নং-২৬০৩, আবু কাতাদার আনসারী কর্তৃক বর্ণিত যে রসূলুল্লাহ(সা:)কে সোমবার রোজা রাখা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তখন তিনি বলেছিলেন এ হচ্ছে সেই দিন যেদিন আমি জন্মেছিলাম এবং এদিনেই আমি নবুয়ত লাভ করেছিলাম।

**আশুরার রোজা মূলতঃ মুসা(আ:) এর উপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।**

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-২৪৩৮, ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত যখন রসূলুল্লাহ(সা:) মদিনায় এসেছিলেন, তিনি দেখেছিলেন ঈহুদীরা আশুরার দিন রোজা রাখত। সেজন্য রসূলুল্লাহ(সা:) তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারা বলেছিল এইদিন আল্লাহ মুসা(আ:)কে ফারাওদের উপর বিজয় দিয়ে ছিলেন। আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এইদিন রোজা রাখি। তারপর রসূলুল্লাহ(সা:) এইদিন রোজা রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন।

যাহোক আজকাল যে জন্মদিন পালন হয় তা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর কোন ব্যাপার নয় বরং অযথা কিছু অর্থ ও সময় ব্যয় করা এবং একটা অনৈসলামিক সংস্কৃতি পালন করা।



pdf By Syed Mostafa Sakib



### ২) বড়দের প্রতি সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ানো

তিরমিজিতে আছে মোয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বলেছিলেন যে রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন - 'যারা তাদের সম্মানে লোকজন উঠে দাঁড়ালে খুশী হয় তারা বরং নরকে যাওয়ার জন্য অধিকতর প্রস্তুত থাকুক।' সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২১০, আবু মিজলাজ কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন, 'মোয়াবিয়া, ইবনে যুবায়ের ও ইবনে আমিরের কাছে গিয়েছিলেন তখন ইবনে আমির উঠে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ইবনে যুবায়ের বসেছিলেন। মোয়াবিয়া ইবনে আমিরকে বললেন 'বসুন, আমি শুনেছিলাম রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- 'যে তার সম্মানের জন্য লোকের উঠে দাঁড়ানো পছন্দ করে সে যেন নরকে স্থান লাভের জন্য প্রস্তুত থাকে।"

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫২১১, আবু উমামাহ কর্তৃক বর্ণিত,যিনি বলেছিলেন, 'রসূলুল্লাহ(সা:) আমাদের কাছে এসেছিলেন একটা লাঠিতে ভর দিয়ে। আমরা তাঁকে সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি বলেছিলেন- 'উঠে দাঁড়াবে না যেমন বিদেশীরা অন্যদের সম্মান জানাতে উঠে দাঁড়ায়।' অন্যদিকে, সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫১৯৬, আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন, যখন বানু কোরাইযাহ গোষ্ঠী আত্ম সর্মপণ করেছিল ও সাদ বিন মুয়াযের রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তখন রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর কাছে একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। সাদ বিন মুয়ায একটা সাদা গাধার পিঠে চেপে হাজির হলেন। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন, "দাঁড়িয়ে ওঠো তোমাদের প্রধানের জন্য" বা বলেছিলেন "দাঁড়িয়ে ওঠো তোমাদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জন্য।" তিনি এসে রসূলুল্লাহ(সা:)এর পাশে বসেছিলেন।

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫১৯৭, উপরোক্ত বিষয় শুবাহ্ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছিল পৃথক বর্ণনাকারীদের একটি সূত্র থেকে। সেখানে আছে, যখন তিনি মসজিদের কাছে এসেছিলেন, তিনি আনসারদের বলেছিলেন- "দাঁড়িয়ে উঠে তোমাদের প্রধানকে সম্মান দেখাও।" একই হাদিস বুখারী শরীফে আছে-হাদিস নং-৪(২৮০) এবং মোছলেম শরীফে আছে- হাদিস নং-৪৩৬৮।

বায়হাকীতে আছে,আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ(সা:) মসজিদে আমাদের সাথে বসতেন এবং মসজিদে আমাদের সাথে কথা বলতেন।যখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন আমরাও উঠে দাঁড়াতাম যতক্ষণ না তিনি তাঁর স্ত্রীদের কোন এক কামরায় প্রবেশ করতেন।"

### ৩) বড়দের সম্মানে জানাতে হাতে ও পায়ে চুম্বন

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫১২৬, ওমর বিন সোয়াইব কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন, "একদিন যখন রসূলুল্লাহ(সা:) বসেছিলেন তাঁর পালক পিতা এসেছিলেন, তিনি তাঁর দোপাট্টার একটা অংশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। তারপর তাঁর পালক মাতা এলেন, তিনি তাঁর দোপাট্টার আর একটা অংশ বিছিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর বসলেন। তারপর তাঁর পালক ভাই এলেন তখন রসূলুল্লাহ(সা:) তারজন্য উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে তাঁর সামনে বসালেন।"

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫১৯৮, আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন,

'আমি কখনো কাউকে দেখিনি রসূলুল্লাহ(সা:)এর মত গাম্ভীর্যপূর্ণ, শান্ত, আনন্দময় চেহারার লোক"। 'যখন ফাতিমা তাঁর পিতার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, তিনি তার দিকে উঠে যেতেন, তার হাত ধরতেন ও তাতে চুম্বন দিতেন এবং তাঁর পাশে বসাতেন। যখন তিনি ফাতিমার সাথে দেখা করতে যেতেন, সে উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরে চুমু দিতেন এবং তাঁকে বসাতেন যেখানে সে বসেছিল।'

তিরমিজী হাদিস নং-৪৬৮০, আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি বলেছিল- 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), যখন কোন ব্যক্তি তার ভাই বা বন্ধুর সাথে দেখা করে সে কি নত হবে? তিনি বলেছিলেন "না"; সে জিজ্ঞাসা করল-'সে কি আলিঙ্গন করবে ও চুমু দিবে? তিনি উত্তর দিলেন- 'না"; সে জিজ্ঞাসা করল- 'সে কি তার হাত ধরিবে এবং মোশাফাহ করিবে?' তিনি উত্তর দিলেন- 'হ্যাঁ"।

**একজন ঈহুদী ও তার সাথী রসূলুল্লাহ(সা:)এর হাতে ও পায়ে চুম্বন করেছিল**

তিরমিজী হাদিস নং-৮৮৯, সাফওয়ান বিন আস্সাল কর্তৃক বর্ণিত, একজন ঈহুদী, তার সাথীকে বলেছিল তাকে রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে নিয়ে যেতে।যখন তারা তাঁর সাথে দেখা করল, তারা তাঁকে (মুসা কর্তৃক প্রদত্ত) নয়টি স্পষ্ট আলামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিল।তারপর আনুষাঙ্গিক আয়াতটি বর্ণনা করে ব্যাপারটি পরিস্কার হয়। অবশেষে তারা উভয়ে তাঁর হাত ও পা চুম্বন করে বলেছিল-"আমরা সাক্ষী থাকলাম যে আপনি নিশ্চয়ই একজন নবী।"

*৪) ক্বাবা গৃহ স্পর্শ করা*

এ বিষয়ে আলোচনার মূলকারণ কিছু লোক বিশ্বাস করে ক্বাবাগৃহের যে দুটি কোণ রসূলুল্লাহ(সা:) স্পর্শ করেছিলেন তা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে স্পর্শ করা বিদায়াত।

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১৭৬৮, ওবাইদ বিন যুরায়েয, আব্দুল্লাহ বিন ওমরকে বলেছিলেন- 'হে আবু আবদুর রহমান, আমি এমন কাজ করতে দেখেছিলাম যা আপনার সাথীরা করছিল না।' আব্দুল্লহ বিন ওমর জিজ্ঞাসা করলেন- 'সেগুলি কি? ইবনে যুরায়েয!' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি দেখলাম আপনি স্পর্শ করছেন কেবল দুটি কোণ (কালো পাথরের কোণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের ইয়েমেনী কোণ)। আমি দেখেছিলাম চুলহীন জুতা পরতে, আমি দেখেছিলাম আপনি চুলে মেহেদী রং করেছিলেন এবং ৮ই জিলহজ্ব ইহরাম পরেছিলেন যেখানে অন্যেরা চাঁদ দেখার পর থেকে ইহরাম পরেছিল। আব্দুল্লাহ বিন ওমর উত্তর দিলেন- "কোণের ব্যাপারে আমি দেখিনি রসূলুল্লাহ(সা:) ঐ দুটি কোণ ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করেছিলেন, চামড়ার জুতার ব্যাপারে আমি দেখিছি রসূলুল্লাহ(সা:) অজু করার পর তা পরেছিলেন।সুতরাং আমি তা করতে পছন্দ করি। এবং আমি দেখিছি রসূলুল্লাহ(সা:) মেহেদী পরেছিলেন, তেমনি আমি তা পরতে পছন্দ করি। এবং আমি দেখিছি রসূলুল্লাহ(সা:) তালবিয়ায় তাঁর গলা চড়াতেন যখন তাঁর স্ত্রী-উট তাঁকে পিঠে করে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১৮৭০,আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, এবিষয়ে ইবনে ওমরকে জানানো হয়েছিল যে হিযরের একটা অংশ ক্বাবার সীমার মধ্যে আছে।ইবনে ওমর বলেছিলেন 'আল্লাহ জানেন,আমি মনে করি তিনি তা রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছ থেকে শুনেছিলেন।আমি



pdf By Syed Mostafa Sakib



মনে করি রসূলুল্লাহ(সা:) অপর দুই কোণ স্পর্শকরা ত্যাগ করেন কারণ তা ক্বাবার ভিতের উপর তৈরী নয় বলে।"

**রসূলুল্লাহ(সা:) চেয়েছিলেন ক্বাবাকে তার মূল ভিতের উপর তৈরী করতে**

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৯(৩৪৯), আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত,"আমি রসূলুল্লাহ(সা:)কে ক্বাবার বাহিরের দেওয়ালটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,'এটা কি ক্বাবার একটি অংশ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- 'হ্যাঁ'। আমি বললাম 'তাহলে জনগণ এটাকে ক্বাবার মধ্যে নিচ্ছেনা কেন?' তিনি বলেছিলেন 'তোমাদের লোকজনের টাকাপয়সা কম।' আমি প্রশ্ন করলাম 'তাহলে এর দরওয়াজা এত উচুঁ কেন?' তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের লোকজন এমন করেছিল কারণ তারা কাউকে ভিতরে যেতে দেবে, কাউকে নিষেধ করবে। যদি তোমাদের লোকজনের মনোভাব অজ্ঞতার যুগের লোকজনের মনোভাবের মত না হ'ত এবং আমিও যদি ভীত না হতাম যে তারা অন্তর থেকে আমার কাজকে না মানতে পারে,তাহলে নিশ্চয়ই আমি ঐ দেওয়ালকে ক্বাবার অন্তর্গত করতাম এবং এর দরওয়াজাকে ভূমির সমান করতাম।"

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৫৪৬, আমর বিন আস তাঁর পিতার কথা মত বলেছিলেন যে তাঁর পিতামহ বলেছিলেন যে, "রসূলুল্লাহ(সা:) ক্বাবার গায়ে হেলান দিয়ে তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন, যেমন প্রতি আঙ্গুলের বিনিময়ে দশটি উট দিতে হবে (রক্তের শোধ)।" এ হাদিস দিয়ে বুঝানো হয়েছে, তিনি যে শুধু ক্বাবার দুটি কোণ স্পর্শ করতেন তা নয়।

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-২০২৪,আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ(সা:) যখন আমার কাছ থেকে গিয়েছিলেন তখন তিনি খুশী ছিলেন কিন্তু যখন ফিরে এলেন তিনি খুব দু:খিত ছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'আমি ক্বাবাঘরে প্রবেশ করেছিলাম, যদি আমি আমার বিষয়ে আগে জানতাম যা আমি পরে জেনেছিলাম তবে আমি ক্বাবাঘরে প্রবেশ করতাম না। আমি ভীত কারণ আমি আমার উম্মতদের বিপদের মধ্যে ফেলেছি'।"

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-১৮৯৩,আবদুর রহমান বিন সাফওয়ান কর্তৃক বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ(সা:) যখন মক্কা জয় করলেন, আমি নিজেকে বললাম আমি নিশ্চয় পোষাক পরবো এবং আমার বাড়ী রাস্তার পাশে তাই আমি দেখব রসূলুল্লাহ(সা:) কেমন ব্যবহার করেন। সেজন্য আমি পোষাক পরে বাইরে এলাম। এবং আমি দেখলাম যে রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর সাথীরা ক্বাবা থেকে বেরিয়ে তার দরওয়াজা থেকে হাতিম পর্যন্ত আলিঙ্গন করছে এবং তারা তাদের চোয়াল ও চিবুক ক্বাবার গায়ে ঘষছে,তাদের মধ্যে রসূলুল্লাহ(সা:)ও ছিলেন।

সুনান আবু দাউদ,হাদিস নং-১৮৯৪, আমর বিন আস কর্তৃক বর্ণিত, "শুয়ায়েব তাঁর পিতার কথা মত বলেছিলেন, 'আমি আবদুল্লাহ বিন আমরের সাথে ক্বাবাঘর তোওয়াফ করেছিলাম। যখন আমরা ক্বাবার পিছন দিকে এসেছিলাম, আমি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি ক্ষমা চাইবেন না?' তিনি বললেন, 'আমি নরকের আগুন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' তারপর তিনি আগিয়ে গিয়ে কালোপাথর

হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করলেন এবং এবং কালো পাথরের কোণ ও দরওয়াজার মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর তিনি তার বুক, মুখ, প্রসারিত হাত ও হাতের তালু কাবার গায়ে ঘষেছিলেন এবং বলেছিলেন- 'আমি রসূলুল্লাহ(সা:)কে এরূপ করতে দেখেছিলাম'।"

*৫) রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন*

কিছু ব্যক্তি চিন্তা করেন যে হযরত মুহাম্মদ(সা:) অন্যান্য একজন মানুষের মতই ছিলেন, তাই তারা রসূলুল্লাহ(সা:)কে ততটা শ্রদ্ধা জানাতে রাজি নয়,যেমন অধিকাংশ মুসলমান তাঁকে যতটা শ্রদ্ধা জানায়। তারা কোরআন শরীফের নিম্ন লিখিত আয়াতটির উপর ভিত্তি করে এরূপ ভাবেন। আয়াতটি হল:-"বল,আমি তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছু নই, কিন্তু আমার কাছে ওহী আসে।" আল কোরআন, (১৮:১১০)।

**রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বিষয়ে কোরআন শরীফের আরও কিছু আয়াত:–**

"এবং স্মরণ কর মরিয়মপুত্র যীশু বলেছিলেন, 'হে ইজরাঈলী সন্তানগণ, আমি আল্লাহর নবী, তোমাদের কাছে আমার পূর্বে প্রেরিত বিধানগুলি সুদৃঢ় করতে এসেছি এবং আমার পরে একজন নবীর আগমনের সুসংবাদ দিচ্ছি যার নাম হবে আহমদ, কিন্তু যখন তিনি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে তাদের কাছে এলেন, তারা বলল, 'এ স্পষ্ট যাদু'।" আল কোরআন, (৬১:৬)।

আহমদ মানে প্রশংসিত ব্যক্তি। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজে রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রশংসা করেছেন। সুতরাং মুসলমানরা যখন রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রশংসা করে বা অতি উচ্চ ধরণের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তখন দোষের কি আছে? মহম্মদ মানে অত্যন্ত প্রশংসাকারী। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন:-

"আমরা তোমাকে সমগ্র জগতের করুণা ব্যতীত প্রেরণ করেনি।" আল কোরআন, (২১:১০৭)।

"এবং তুমি অত্যুচ্চমানের চরিত্রের অধিকারী।" –আল কোরআন, (৬৮:৪)

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীর গলার স্বরের উপর তোমাদের গলার স্বর চড়াইও না, তার সাথে উচ্চ স্বরে কথা বলিও না, যেমন তোমরা অন্য লোকের সাথে জোরে কথা বল, পাছে তোমাদের কার্যাদি বিফল হয় এবং তোমরা কোন জ্ঞান না পাও।" -আল কোরআন, (৪৯:২)।

"কিন্তু না, তোমার প্রভুর শপথ! তাদের কোন ঈমান নাই যতক্ষণ না তারা তোমাকে তাদের সমস্ত বিবাদের বিচারক করে ও তোমার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তাদের অন্তরে কোন দ্বিধা থাকেনা বরং তা বুঝিয়া সর্বান্তকরণে মানিয়া লয়।" -আল কোরআন, (৪:৬৫)।

"বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, আমাকে অনুসরণ কর আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলি ক্ষমা করবেন, কারণ আল্লাহ সদা ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।"

pdf By Syed Mostafa Sakib



-আল কোরআন, (৩:৩১)।

"হে বিশ্বাসীগণ,আল্লাহকে মান্য কর এবং রসুলকে,এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বপূর্ণ পদে আছে তাদের মান্য কর। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে, তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ছেড়ে দাও যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষবিচারদিবসে বিশ্বাস কর। এ সর্বোত্তম উপযুক্ত কাজ পরিণামের জন্য।"

-আল কোরআন, (৪:৫৯)।

"তোমাদের প্রতি নবীর আহ্বানকে তোমাদের একে অপরকে ডাকার মত মনে করবে না।আল্লাহ তাদের জানেন যারা কিছু ওজর দিয়ে দূরে থাকে, তারা সাবধান হোক যারা নবীর আদেশ উপেক্ষা করে; পাছে কিছু পরীক্ষা বা দু:খজনক শাস্তি তাদের উপর বর্তায়।"

-আল কোরআন, (৪:৬৫)।

*৫) রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বিষয়ে হাদিস সমূহ*

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(১৩), রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমাদের কারও ঈমান থাকবে না যদি সে আমার চেয়ে তার পিতা ও সন্তানদের বেশী ভালবাসে।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৬(১৭০), আবু সাঈদ বিন মোয়াল্লা কর্তৃক বর্ণিত, "যখন আমি নমাজ পড়ছিলাম রসূলুল্লাহ(সা:) আমার পাশ দিয়ে গেলেন ও আমাকে ডাকলেন, কিন্তু আমি তাঁর কাছে যাইনি যতক্ষণ না আমি নমাজ শেষ করেছিলাম। তারপর আমি তার কাছে যাই এবং তিনি বললেন- 'আমার কাছে আসতে তোমাকে কি বাধা দিল? আল্লাহ কি বলেননি- হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ ও তাঁর নবীর ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদের ডাকেন।"

এছাড়া দেখা যায়-একজন সাহাবার কাছে রসূলুল্লাহ(সা:)এর চুল গোটা বিশ্বের থেকে দামী ছিল, সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(১৭১)। আবু হোরায়রা ভেড়ার রোস্ট খাননি কারণ রসূলুল্লাহ(সা:) শুষ্ক রুটি দিয়েও তাঁর ক্ষুধা মিটাতে পারেননি। –সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৩২৫)। অনেক সাহাবা রসূলুল্লাহ(সা:)এর চুল কাটার সময় তাঁকে ঘিরে থাকতেন এবং তাঁর সব চুল কুড়িয়ে হাতে নিতেন।-সহীহ মোছলেম হাদিস নং- ৫৭৫০, আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত। সহীহ মোছলেম হাদিস নং--২৬০৩, সেখানে সোমবারের রোজা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন যে তিনি ঐদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ঐদিনেই নবুয়ত লাভ করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন, প্রতি মাসে তিন দিন এবং সারা রমজান মাস একটানা রোজা রাখা যায়।

**রসূলুল্লাহ(সা:)এর পোষাক, চুল, ঘাম ও থুথু থেকে উপকার পাওয়া সম্বন্ধে হাদিস**

উম্মে সালমা অসুস্থ লোককে নবী(সা:)এর চুল দ্বারা ভাল করেছিলেন। নবী(সা:) তাঁর ঘাম সংগ্রহ করতে ও সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতে উম্মে সুলাইমাকে অনুমতি

দিয়েছিলেন। উম্মে সুলাইমা তা দিয়ে তার সন্তানদের মঙ্গল কামনা করেছিলেন। এই হাদিসগুলি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

সহীহ মোছলেম হাদিস নং-৬০৯১, আবু মুসা কর্তৃক বর্ণিত:- "আমি রসূলুল্লাহ(সা:)এর সাথে বসে ছিলাম মক্কা ও মদিনার মাঝে জরিনা নামক স্থানে, বিলালও সেখানে ছিল। একজন মরুবাসী আরব রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে এসে বলল- 'ওহে মহম্মদ, তুমি আমাকে যে কথা দিয়েছিলে তা পূরণ কর।' রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে বললেন- 'আনন্দ সংবাদ গ্রহণ কর'। তখন মরুবাসীটি বলল - 'তুমি আমার উপর খুব বেশী আনন্দ সংবাদ বর্ষণ কর।' তখন রসূলুল্লাহ(সা:), আবু মুসা ও বিলালের দিকে ঘুরে একটু রাগ দেখিয়ে বললেন- 'নিশ্চয় সে আনন্দ সংবাদ প্রত্যাখ্যান করেছে, তোমরা নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করবে।' আমরা বললাম- 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত।' রসূলুল্লাহ(সা:) তখন এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন এবং তিনি তার ভিতর হাতমুখ ধুলেন ও কুল্লির পানি ফেললেন এবং তারপর বললেন- 'এর থেকে পান কর, তোমাদের মুখে ও বুকে ছিটাও এবং তোমাদিগকে আনন্দিত কর। তারা পাত্রটি নিয়ে রসূলুল্লাহ(সা:) যেমন বলেছিলেন তেমন করল। তখন উম্মে সালমা পর্দার আড়াল থেকে বললেন তার জন্য কিছু পানি রাখতে।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(১৮৭), আবু যোহাইফা কর্তৃক বর্ণিত:- "রসূলুল্লাহ(সা:) আমাদের কাছে দুপুরে এলেন তখন অজুর পানি তাঁকে দেওয়া হল। তিনি অজু করার পর লোকজন বাকি পানি নিয়ে তাদের শরীরে মাখতে লাগল। রসূলুল্লাহ(সা:) দু রাকয়াত যোহরের নমাজ পড়লেন এবং তারপর দু রাকয়াত আছরের নমাজ পড়লেন যখন তাঁর সামনে একটা লাঠি ছিল। আবু মুসা বললেন- 'রসূলুল্লাহ (সা:) এক পেয়ালা পানি আনতে বললেন এবং তিনি তার ভিতর হাতমুখ ধুলেন ও কুল্লির পানি ফেললেন এবং তারপর আমাদের দুজনকে বললেন- 'পাত্রটি থেকে পানি খাও এবং কিছু পানি তোমাদের মুখে ও বুকে মাখাও।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৪(১৯২), সাহল বিন সাদ কর্তৃক বর্ণিত:- "তিনি খাইবার যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলতে শুনিলেন- 'আমি তার হাতে পতাকা দিব যার হাতে আল্লাহ আমাদিগকে বিজয় দেবেন।' তখন সাহাবারা উঠে দাঁড়াল এবং আগ্রহ সহকারে দেখতে থাকল তিনি কার হাতে পতাকা দেন। আর প্রত্যেকে আশা করছিল যদি তার হাতে পতাকা দেওয়া দেওয়া হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ(সা:) আলীকে ডাকলেন। একজন তাঁকে খবর দেন তিনি(আলী) চোখের যন্ত্রণায় ভুগছেন। তিনি আলীকে সামনে আসতে বললেন। তারপর রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর চোখে থুথু দিলেন আর তৎক্ষণাৎ তার চোখ ভাল হয়ে গেল যেন তার চোখে কোন কষ্টই ছিলনা। আলী বললেন- 'আমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সাথে যুদ্ধ করিব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত (মুসলিম) হয়। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- 'তাদের সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধর এবং তাদের ইসলাম গ্রহণ করতে আহ্বান কর এবং তাদের জানাও আল্লাহ তাদের উপর কী নাজেল করেছেন। আল্লাহর কসম যদি একজন লোকও তোমার হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তা তোমার জন্য ভাল হবে ঐ লাল উট গুলির থেকেও





বেশী'।"

সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৫৭৪৯, আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত:- "যখন রসূলুল্লাহ(সা:) ফজরের নমাজ শেষ করতেন, মদিনার অনেকে পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর কাছে আসত আর তিনি প্রতি পাত্রে হাত ডুবাতেন। এমনকি শীতের ভোরেও তাদের পাত্রের পানিতে হাত ডুবাতেন।"

সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৫৭৯২, শোয়েব বিন ইয়াজিদ কর্তৃক বর্ণিত যিনি বলেছিলেন-'আমার খালা আমাকে রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বললেন- "ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), এ আমার বোনপো, এ খুব অসুস্থ।" তিনি আমার মাথায় হাত দিলেন এবং আমার জন্য দোওয়া করলেন। তারপর তিনি অজু করলেন এবং অজুর বাকী পানি আমি পান করলাম। আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলাম ও তাঁর দুই কাঁধের মাঝে চিহ্ন দেখেছিলাম।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৭৫০), আবু যোহায়েফা কর্তৃক বর্ণিত:- "আমি রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে এসেছিলাম তখন তিনি একটি লাল চামড়ার তাবুর মধ্যে ছিলেন, এবং আমি দেখলাম বিলাল রসূলুল্লাহ(সা:)এর অজুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে এল এবং সাথী লোকেরা ঐ পানি নিয়ে তাদের মুখে ও হাতে ঘষিতে লাগিল। যারা ঐ পানি পায়নি তারা সাথীদের ভিজা হাত নিয়ে তাহাদের হাতে ও মুখে ঘষিতে লাগিল।"

সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-২৯৯১, আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন - "যখন রসূলুল্লাহ(সা:) মীনা শহরে এসেছিলেন তিনি যোমরা তিনটির কাছে গিয়েছিলেন এবং তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর তিনি মীনাতে তাঁর তাঁবুতে ফিরলেন এবং পশু কোরবাণী করলেন। তারপর তিনি নাপিতকে ডেকে তাঁর ডানদিক কামাতে বললেন, তারপর বাঁদিক কামাতে বললেন। এরপর তিনি তাঁর চুলগুলি লোকজনদের দিয়ে দিলেন।"

*৬) (ক) দলবদ্ধভাবে যিকির প্রসঙ্গে*

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ দলবদ্ধভাবে যিকিরের বিরুদ্ধে ছিলেন। এই হাদিসটি দারিম ও আবু নঈম কর্তৃক দীর্ঘসূত্রসহ বর্ণিত। আমর বিন সালামাহ বলেছিলেন- 'আমরা ফজরের নমাজের পূর্বে আবদুল্লাহ বিন মাসউদের বাড়ীর সামনে বসতাম যাতে তিনি যখন রওনা হবেন তাঁর সাথে মসজিদে যেতে পারি। একদিন আবু মুসা আশারী এসে জিজ্ঞাসা করলেন আবু আবদুর রহমান (আবদুল্লাহ বিন মাসউদ) কি উঠেছেন? আমরা বললাম 'না'। সেজন্য আবু মুসা আশারী আমাদের সাথে বসলেন ও তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যখন আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বাইরে এলেন আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। আবু মুসা আশারী তাঁকে বললেন, 'ওহে আবু আবদুর রহমান, ইদানিং আমি মসজিদে একটা ব্যাপার দেখছি যা আমার খারাপ মনে হচ্ছে কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমি চাইনা ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখি। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন 'তাহলে তা কি ছিল?' আবু মুসা বললেন-"আপনিও দেখবেন



pdf By Syed Mostafa Sakib

যদি বেঁচে থাকেন; আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম লোক দলে দলে গোল হয়ে বসে নমাজের জন্য অপেক্ষা করছে এবং প্রতিটি গোল হওয়া লোকদের একজন পরিচালনা করছে। ঐ সব দলবদ্ধ লোকেরা প্রত্যেকে ছোট নুড়ি সঙ্গে এনেছিল।প্রতিটি গোল হওয়া লোকদের নেতা বলছিল,'বল,'আল্লাহু আকবর'একশ বার। সেজন্য তারা একশ বার 'আল্লাহু আকবর' বলল।তারপর সে বলল, 'একশবার 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বল'। সেইমত তারা একশ বার 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলল।তারপর সে বলল, 'বল, 'সোভানাল্লাহ' একশ বার বল'। তারা একশ বার 'সোভানাল্লাহ' বলল।"

তারপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন 'আপনি তাদের কি বললেন?' তিনি বললেন আমি কিছুই বলিনি; আমি আপনার মতের জন্য অপেক্ষা করলাম।' আবদুল্লাহ বিন মাসউদ বললেন আপনি তাদের আদেশ দিলেন না তাদের মন্দ কর্ম গুলি গণনা করতে এবং তাদের নিশ্চিত করে বলতে তাদের পুরস্কার পাওয়ার জন্য।'' তারপর আবদুল্লাহ বিন মাসউদ আগিয়ে গেলেন এবং আমরা তার সাথে গেলাম। একদল গোল হওয়া লোকদের কাছে গিয়ে বললেন, 'তোমরা কি করছ?' তারা বলল, 'ও আবু আবদুর রহমান, এগুলি ছোট নুড়ি পাথর, এর দ্বারা আমরা গুনছি কতবার ''আল্লাহু আকবর', 'লা ইলাহা ইল্লাহ', ও 'সোভানাল্লাহ' বলছি।' তিনি বললেন 'তোমাদের মন্দ কর্ম গুলি গণনা কর।' আমি তোমাদের নিশ্চিত করছি যে তোমরা তোমাদের পুরস্কার কোন ভাবে হারাবে না। গজব তোমাদের প্রতি, মহম্মদের উম্মত, কত দ্রুত তোমরা ধ্বংসের দিকে যাচ্ছ! রসূলুল্লাহ(সা:)এর সাহাবারা এখনো রয়েছেন, তাঁর পোষাক গুলি এখনও ছিঁড়ে যায়নি, তাঁর পাত্রগুলি এখনো ভেঙ্গে যায়নি। আমার আত্মা যাঁর হাতে তাঁর শপথ করে বলছি তোমরা একটা ধর্ম অনুসরণ করছ যা রসূলুল্লাহ(সা:)এর থেকে অনেক ভাল অথবা তোমরা ভ্রান্ত পথ প্রদর্শনের দরজা দেখাচ্ছ।''

তারা বলল– "আমরা মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, 'ওহে আবু আবদুর রহমান, ভাল কাজ করা ছাড়া আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই''। তিনি বললেন, ''তাতে কি?' কত লোক তো ভাল কাজ করতে চায় কিন্তু করতে পারেনা। রসূলুল্লাহ(সা:) আমাদের বলেছিলেন সেইসব লোকেদের কথা যারা কোরআন পাঠ করবে কোন ফল ছাড়া, শুধু তাদের গলা দিয়ে নির্গত হবে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি একদম নিশ্চিত যে তোমাদের অধিকাংশই সেই ধরণের লোক।'' তারপর তিনি চলে গেলেন। আমর বিন সালামাহ বলেছিলেন– "আমি দেখেছিলাম ঐ গোল হয়ে বসা লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে 'খাওয়ারিজি'দের পক্ষে নাহারাওয়ান যুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।''

**মন্তব্যঃ**– উপরোক্ত হাদিস 'ছিয়াহ সিত্তাহ' হাদিসে নেই। উপরোক্ত মতামত আবদুল্লাহ বিন মাসউদের নিজস্ব মতামত যা ভুল হতে পারে। 'ছিয়াহ সিত্তাহ' হাদিস হল বুখারী, মোছলেম, তিরমিজী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা ও নিসাই। অন্যান্য উল্লেখ্য হাদিস হল– আহমদ, মোয়াত্তাহ, বায়হাকী, দারিমি ও হাকিম।

### ৬) (খ) দলবদ্ধ ভাবে যিকিরের উপর হাদিসসমূহ



pdf By Syed Mostafa Sakib



সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৪৮৩৭,আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত:– "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন– 'যখন জনগণ একটি জমায়েত থেকে উঠবে যেখানে তারা আল্লাহর স্মরণ করবে না তাহলে তা যেন একটা গাধার দলের উত্থান হবে এবং তা তাদের জন্য দু:খের কারণ হবে।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-১(৮০২), ইবনে আব্বাসের মুক্ত দাস আবু মাবাদ কর্তৃক বর্ণিত:–"ইবনে আব্বাস আমাকে বলেছিলেন– 'রসূলুল্লাহ(সা:)এর জীবদ্দশায় উচ্চস্বরে আল্লাহর প্রশংসা করার রীতি ছিল সমবেত ফর্জ নমাজ পড়ার পর।" ইবনে আব্বাস আরও বলেছিলেন– 'যখন আমি যিকির শুনতাম আমি বুঝতাম যে সমবেত ফর্জ নমাজ শেষ হয়েছে।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৮(৪১৭), আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত:– "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন– 'আল্লাহর কিছু ফেরেশস্তা আছে যারা সেই সব লোকদের খোঁজে যারা আল্লাহর প্রশংসা করে পথে ঘাটে এবং যখন তারা দেখে কিছু লোক আল্লাহর প্রশংসা করছে, তারা (ফেরেশস্তারা) একে অপরকে ডেকে বলে 'এস, তোমরা যা খুঁজছ তা দেখ।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'তখন ফেরেশস্তারা তাদের ঘিরে ধরে, তাদের পাখা বিস্তার করে এবং আকাশ পর্যন্ত সারি দিয়ে থাকে।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'তাদের প্রভু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, যদিও তিনি তাদের থেকে ভাল জানেন, ''আমার দাসেরা কি বলছে?'' তখন ফেরেশস্তারা উত্তর দেয়, ''তারা বলছে, 'সোভহান আল্লাহ, আল হামদো লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল লাল্লাহ, আল্লাহু আকবর।' আল্লাহ তখন জিজ্ঞাসা করেন, ''তারা কি আমাকে দেখতে পায়?'' ফেরেশস্তারা বলে– 'না, আল্লাহ জানেন তারা আপনাকে দেখতে পায়না।' আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে কেমন হ'ত যদি তারা আমাকে দেখত?' ফেরেশস্তারা বলল– ''যদি তারা আপনাকে দেখত, তারা আপনাকে অধিকতর ভক্তিসহ উপাসনা করত এবং আপনার গৌরব আরও গভীর ভাবে প্রকাশ করত এবং কোন কিছুর সাদৃশ্য থেকে আপনি মুক্ত তা বারবার ঘোষণা করত।'' আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা আমার কাছে কি চায়?' ফেরেশস্তারা বলল 'তারা আপনার কাছে স্বর্গ চায়।' আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা কি তা দেখেছে?' ফেরেশস্তারা বলল– 'না, আল্লাহ জানেন, হে প্রভু, তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, 'তারা যদি তা দেখত তবে কেমন হ'ত?' ফেরেশস্তারা বলল– 'তারা যদি তা দেখত তবে আরও বেশী বেশী করে স্বর্গ পাওয়ার আগ্রহ করত এবং অধিকতর বেশী প্রচণ্ড আগ্রহসহ তা চাইত এবং তার জন্য আরও বেশী আকাঙ্ক্ষা থাকিত।' আল্লাহ বললেন 'তারা কিসের থেকে রক্ষা চাচ্ছে?' ফেরেশস্তারা বলল– 'তারা নরকের আগুন থেকে রক্ষা চাচ্ছে। আল্লাহ বললেন 'তারা কি তা দেখেছে?' ফেরেশস্তারা বলল- 'না,আল্লাহ জানেন, তারা তা দেখেনি।' আল্লাহ বললেন, 'তারা যদি তা দেখত তবে কেমন হ'ত?' ফেরেশস্তারা বলল– 'তারা যদি তা দেখত তবে তারা চরম ভয় পেত এবং খুব দ্রুততার সাথে তা থেকে পালাত।' তখন আল্লাহ বললেন 'আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি যে আমি তাদের ক্ষমা করেছি।' রসূলুল্লাহ(সা:) আরও বললেন- ''একজন ফেরেশস্তা বলল– 'সেখানে তাদের মধ্যে অমুক অমুক ছিল এবং সে ছিল না, সে কেবলমাত্র কিছু দরকার মিটাবার জন্য সেখানে এসেছিল'।

আল্লাহ বললেন 'এইসব লোকেরা তারা যার সাথীরাও দু:খে কষ্টে পড়বে না'।" একই হাদিস সহীহ মোছলেম শরীফেও আছে হাদিস নং-৬৫০৫।

সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৬৪৭১, আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত:- "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন যে 'সর্ব্বোচ্চ মহান গৌরবময় আল্লাহপাক বলেছেন- 'আমি আমার দাসের চিন্তাভাবনার কাছে থাকি যখন সে আমার সম্বন্ধে ভাবে, এবং আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। এবং যদি সে আমাকে অন্তর থেকে স্মরণ করে, আমিও তাকে আমার অন্তরে চিন্তা করি। যদি সে আমাকে সমবেত মহফিলে স্মরণ করে, আমিও তাকে তার থেকেও উত্তম সমবেত মহফিলে স্মরণ করি। যদি সে আমার আধ হাত কাছে আসে আমি তার একহাত কাছে যাই এবং যদি সে আমার দিকে একহাত আসে আমি তার দিকে দুহাত যাই এবং যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে ছুটে যাই।"

সহীহ মোছলেম,হাদিস নং-৬৫১৮, আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত:- "রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন যে কেহ জাগতিক দু:খকষ্টের মধ্যে তার ভায়ের দু:খকষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দু:খকষ্ট লাঘব করবেন। একজন যে কঠিন চাপে ক্লিষ্ট তার কিছু প্রতিবিধান যে খোঁজে আল্লাহ তার পরকালে সব কিছু সহজ করে দেবেন এবং যে কেহ একজন মুসলমানের দোষ ঢেকে রাখে আল্লাহ তার দোষ ইহকাল ও পরকালে ঢেকে রাখেন। আল্লাহ তার দাসের সাহায্যকারী হবেন যদি সে তার ভায়ের সাহায্যকারী হয়। যদি কেউ জ্ঞানের খোঁজে আগিয়ে যায় আল্লাহ তার সেই পথকে সহজ করে দেন। এবং তাকে স্বর্গের পথে নিয়ে যাবেন। আর যারা আল্লাহর ঘরে সমবেত হয় এবং আল্লাহর কিতাব আবৃত্তি করে এবং কোরআন শিক্ষা করে বা শিক্ষা দেয় এবং যদি তাদের উপর শান্তি নাজেল হয়, তারা তাঁর করুণায় আবৃত হয় আর ফেরেশস্তারা তাদের ঘিরে থাকে এবং আল্লাহ তাদের কথা নিকটে উপস্থিত সবার কাছে উল্লেখ করবেন। যে ভালকাজ করে খুব ধীরগতিতে, তার ধীরগতি তাকে বেশী দূর আগাতে দেবে না।"

সহীহ মোছলেম, হাদিস নং-৬৫২১, আবু সঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত:- "মুয়াবিয়া মসজিদে একটি গোল হয়ে দলবদ্ধভাবে বসা জনগণের কাছে গিয়ে বলেছিলেন- 'এখানে বসে তোমরা কি করছ?' তারা বলল- 'আমরা এখানে বসেছি আল্লাহকে স্মরণ করতে।' তিনি বললেন-'আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি আল্লাহর নামে। তারা বলল- 'আল্লাহর শপথ, আমরা এখানে বসেছি আল্লাহকে স্মরণ করতে।' তারপর তিনি বললেন- 'আমি তোমাদের কোন শপথ নিতে আদেশ করেনি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের জন্য। এবং আল্লাহর রসূলের চোখে আমার মর্যাদা কিছু হাদিস বর্ণনাকারী রূপে। ঘটনাটি এই যে রসূলুল্লাহ(সা:) তাঁর সাহাবাদের একটি দলের কাছে গিয়ে বলেছিলেন- 'তোমরা এখানে কি করছ?' তারা বলল- 'আমরা এখানে বসেছি আল্লাহকে স্মরণ করতে এবং তাঁর প্রশংসা করতে, কারণ তিনি আমাদের ইসলামের পথে চালনা করেছেন এবং তিনি আমাদের উপর করুণা করেছেন।' তারপর তিনি আল্লাহর নামে অনুজ্ঞা করে বললেন সত্যই এ তাদের বসার কারণ! তারা বলল- 'আল্লাহর শপথ, কেবল মাত্র ঐ কারণ ছাড়া অন্য কোন



pdf By Syed Mostafa Sakib



উদ্দেশ্যে আমরা এখানে বসেনি। তারপর তিনি বললেন-'আমি তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের জন্য শপথ নিতে বলেনি কিন্তু ঘটনাটি এই যে জিব্রাইল আমার কাছে এসেছিলেন এবং তিনি জানালেন যে মহান গৌরবময় আল্লাহ ফেরেশস্তাদের কাছে তোমাদের মহানুভবতার কথা বলছিলেন'।"

*৭) (ক) জনগণকে সুস্থ করার জন্য তাগা, তাবিজ ইত্যাদির ব্যবহার*

এ বিষয়ে কোর'আন পাকের আয়াত সমূহ :—

১) "যদি আমরা এই কোর'আন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় পাঠাতাম, তারা বলত-কেন এর আয়াত গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়নি? কি (কিতাব) আরবীতে নয় আর (নবী) একজন আরব? বল, এটা পথ-প্রদর্শনকারী ও সুস্থকারী তাদের কাছে যারা বিশ্বাস করে। এবং যারা অবিশ্বাসী তাদের কান বধির, চোখ অন্ধ, তাদের ডাকা হচ্ছে বহুদূর থেকে।" -আল কোর'আন,(৪১:৪৪)।

এখানে কোরআন পাকেই বলা হয়েছে যে কোরআন বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্যকারী। যেমন নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে ইয়াকুবের চোখ ভাল হয়েছিল ইউসুফের পোষাক দ্বারা :- "আমার জামা নিয়ে যাও এবং আমার পিতার মুখের উপর বুলিয়ে দাও, তিনি দেখতে পাবেন, তারপর তোমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে আমার এখানে এস।" -আল কোর'আন, (১২:৯৬)।

*৭) (খ) তাগা, তাবিজ ইত্যাদি ব্যবহারে করে সুস্থ করার বিরুদ্ধে হাদিস সমূহ*

নবী(সা:) তাগা বা মালার ব্যবহার নিষেধ করেছিলেন। ওকবা বিন আমীর বর্ণনা করেছিলেন যে নবী(সা:) বলেছিলেন- "যদি কেহ একটা মালা পরে,আল্লাহ তার ইচ্ছাপূরণে সাহায্য করবেন না। যদি কেহ কড়ির মালা গলায় পরে,আল্লাহ তাকে শান্তি দেন না।" –এটা আহমদ ও হাকিম বর্ণিত হাদিসে আছে। তাঁরা একে একদম সঠিক মনে করেন। আরবরা কড়ির মালা ও তসবিহ মালা তাদের বাচ্চাদের গলায় পরাত এই বিশ্বাসে যে ঐ মালা তাদের মন্দ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করবে। ইসলাম এইসব কুসংস্কার ধ্বংস করেছিল।

ইবনে মাসুদ জানিয়েছিলেন, একবার যখন তিনি তাঁর বাড়ীতে ঢুকে দেখলেন একটা গিঁট বাঁধা বস্তু তাঁর স্ত্রীর গলায়। তিনি তা নিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। তারপর তিনি বলেছিলেন- 'আব্দুল্লাহর পরিবার এতই একগুঁয়ে নির্বোধ যে তারা আল্লাহর সাথে তাদের যুক্ত করেছে যাদের তিনি কোনই ক্ষমতা দেননি। তারপর তিনি আরও বলেছিলেন- 'আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- 'নিশ্চয়ই যাদুমন্ত্র, তাগা, মালা, বশীকরণ হচ্ছে শির্ক কাজ।' অনেকে বলল- 'ওহে আবু আবদুল্লাহ, যাদুমন্ত্র, তাগা, মন্ত্রমালা বুঝি কিন্তু বশীকরণ কি?' তিনি বললেন 'এ এক ধরণের যাদু যার দ্বারা স্ত্রীলোকরা তাদের স্বামীর ভালবাসা পেতে চায়।" হিকাম ও ইবনে হিব্বান একে সহীহ হাদিস বলেছেন।

ইমরান বিন হুসাইন বলেছিলেন "রসূলুল্লাহ(সা:) দেখলেন একব্যক্তি তার হাতে তামার বাজুবন্দ পরেছে। রসূলুল্লাহ(সা:) তার প্রতি বিস্ময় জানিয়ে বললেন-

'অভিশাপ তোমার উপর!এটা কি?' লোকটি উত্তর করল 'আমি ঘাড়ে পিঠে ব্যথার কষ্ট ও দূর্বলতা থেকে ভুগছি। রসূলুল্লাহ(সা:) তাকে তা পরতে নিষেধ করলেন কারণ একে তিনি তাগা মনে করেছিলেন। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- 'এ ব্যথা ছাড়া কিছুই দেবেনা। একে ছুঁড়ে ফেলে দাও। যদি তুমি এ পরে মারা যাও, তুমি কখনও মুক্তি লাভ করবে না।' -আহমদ হাদিস। ইসা বিন হাযম বলেছিলেন- 'আমি আবদুল্লাহ বিন হাকিমের সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর মুখ অত্যাধিক জ্বরে লাল হয়েছিল। আমি তাকে বললাম- "তুমি কেন তাগা, তাবিজ ব্যবহার করছ না?" সে বলল- "আমি এ থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় চাই।" রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন- "যে কেহ কোন কিছুকে তাগা, তাবিজ হিসাবে ব্যবহার করে তাকে এর সাথে যুক্ত করা হবে।" -আবু দাউদ।

### ৭) (গ) *যাদুমন্ত্র, বশীকরণ, তান্ত্রিকতা ইত্যাদী বহুঈশ্বরবাদিতা*

সুনান আবু দাউদ,হাদিস নং-৩৮৭৪, আবদুল্লাহ বিন মাসুদের স্ত্রী জয়নাব বলেছিলেন- 'আমি রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলতে শুনেছি- 'তন্ত্র, যাদুমন্ত্র, বশীকরণ ইত্যাদী বহুঈশ্বরবাদিতা। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'কেন আপনি এরূপ বলছেন? আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি যখন আমার চোখ উঠেছিল আমি এক ঈহুদীর কাছে গিয়েছিলাম সে একটি মন্ত্র ব্যবহার করেছিল। যখন সে তা প্রয়োগ করল আমার চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আবদুল্লাহ বলেছিলেন 'এ শয়তানের কাজ যে তার হাত দিয়ে খোঁচা দিচ্ছিল আর যখন সে মন্ত্রটি পড়ল সে বিরত হ'ল। তোমাদের সকলের যা করা উচিত তা হ'ল, যেমন– রসূলুল্লাহ(সা:)কে বলতে শুনেছি- 'হে মানুষের প্রভু, হারাম বস্তুটিকে সরিয়ে দাও ও আরোগ্য দাও। তুমিই আরোগ্যকারী, তোমার দয়া ব্যতীত আর কোন প্রতিকার নেই যা সব রোগই নির্মূল করে।"

সুনান আবু দাউদ,হাদিস নং-৩৬, শায়বান কাতবানি বর্ণনা করেছিলেন যে মোছলামাহ বিন মুখাল্লাদ, রূওয়ায়ফি বিন সাবিতকে দক্ষিণ মিশরের শাসক করেছিলেন, যিনি জানিয়েছিলেন "নবী(সা:) বলেছিলেন 'আমার যাওয়ার পর তুমি অনেক দিনই বাঁচতে পার, অতএব রূওয়ায়ফি জনগণকে বলবে যদি কেউ তার দাড়ি বাঁধে এবং গলায় সূতা বা মালা পরে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অথবা হাড় বা গোবর দ্বারা নিজেকে পবিত্র করে, মহম্মদের সাথে তার কোন সংশ্রব নেই।"

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৫৯, যাবির বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন- 'যাদু সম্বন্ধে নবী(সা:কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন- - 'এ শয়তানের কাজ।'

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৯৫, আবু হোরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন-'নবী(সা:) বলেছিলেন-"-যদি কেউ যাদুমন্ত্রের সাধুর উপর নির্ভর করে এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করে, তার সাথে মহম্মদের প্রদত্ত আয়াতের কোন সংশ্রব নেই।"

সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৯৬, ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন যে 'নবী(সা:) বলেছিলেন – "যদি কেউ জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করে, সে যাদুরই





একটা শাখায় জ্ঞান লাভ করে যা থেকে সে আরও অনেক কিছু পাবে যতই সে তা চর্চা করতে থাকবে।'

সহীহ মোছলেম হাদিস নং-৫৫৪০, সুফিয়া কর্তৃক বর্ণিত, যিনি নবী(সা:)এর স্ত্রীদের কাছ থেকে জেনেছিলেন যে 'নবী(সা:) বলেছিলেন – "যদি কেউ তান্ত্রিক সাধুর কাছে যায় এবং তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে তার ৪০দিনের নমাজ গৃহীত হবে না।"

### ৭) (ঘ) *ঝাড়ফুক, তাগা, তাবিজ দ্বারা আরোগ্য দানের উপর হাদিসগুলি*

সুনান আবু দাউদ,হাদিস নং-৩৮৬০, আমর বিন শোয়াইব কর্তৃক বর্ণিত,যিনি বলেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকে জেনে যে তিনি বলেছিলেন তাঁর পিতামহের কাছ থেকে জেনে যে নবী(সা:) বিপদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করতে তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন:- "আমি আল্লাহর ক্রোধ থেকে, তাঁর ফেরেশতাদের মন্দ থেকে, শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে আল্লাহর পবিত্র কালামের মধ্যে আশ্রয় চাই।" আবদুল্লাহ বিন আমর তাঁর সাবালক ছেলেদের ঐ কথাগুলি বলতে শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ছোটদের গলায় তা লিখে ঝুলিয়ে দিতেন।'

সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৬৩৩) ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, নবী(সা:)এর কিছু সাহাবা কয়েকজন লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যেখানে পানি ছিল এবং তাদের একজনকে বিছা কামড়েছিল। ঐ পানির ধারে দাঁড়ানো লোকদের মধ্যে একজন এসে সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বলল- 'তোমাদের মধ্যে কেহ আছে যে ঝাড়ফুক জানে কারণ ঐ পানির কাছে দাঁড়ানো লোকটিকে বিছে কামড়েছে। নবী(সা:)এর সাহাবাদের মধ্যে একজন গেল এবং সূরা ফাতেহা আবৃত্তি করল একটা ভেড়ার বিনিময়ে। রোগীটি ভাল হয়ে গেল এবং সে ভেড়াটি নিয়ে তার সাথীদের কাছে ফিরল। সাথীরা এটা অপছন্দ করল এবং বলল- 'তুমি আল্লাহর আয়াত পাঠ করে মজুরী নিয়েছ!' মদিনায় নবী(সা:)এর কাছে পৌঁছে তারা বলল- "ইয়া রসূলুল্লাহ (সা:), এই লোকটি আল্লাহর আয়াত পাঠ দ্বারা ঝাড়ফুক করে মজুরী নিয়েছ!' রসূলুল্লাহ (সা:) তখন তাকে বললেন "তুমি আল্লাহর আয়াত পাঠ দ্বারা ঝাড়ফুক করে মজুরী নিতে পার।"

রসূলুল্লাহ (সা:) ঝাড়ফুক নিষেধ করেছিলেন কেবল কুদৃষ্টি ও বিছার কামড় ছাড়া। -সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৭৫, ইমরাণ বিন হুসায়েন কর্তৃক বর্ণিত। সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৭৯, সাহল বিন হুনায়ফা কতৃক বর্ণিত- 'ঝাড়ফুক কেবল কুদৃষ্টি ও সাপ বা বিছার কামড়ে ব্যবহার করা যায়, জ্বরের জন্য নহে।' ঝাড়ফুক কেবল কুদৃষ্টি ও বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় ও রক্তপাতের জন্য ব্যবহার করা যায়। -সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৩৮৮০, আনাস কর্তৃক বর্ণিত। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৬৩৫), উম্মে সালমা কর্তৃক বর্ণিত- 'নবী(সা:) সালমার ঘরে একটি মেয়েকে দেখেন যার মুখে কালো দাগ ছিল। তিনি বললেন 'সে কুদৃষ্টিতে পড়েছে, তাকে রুকিয়া (দোয়া) দিয়ে সুস্থ কর।"

সহীহ বুখারী,হাদিস নং-৭(৬৩৮), আবদুল আজিজ কর্তৃক বর্ণিত, 'সাবিত ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমি, আনাস বিন মালিকের কাছে গিয়েছিলাম। সাবিত বলল- 'ও আবু হামজা, আমি অসুস্থ।' তা শুনে আনাস বলল- 'আমি কি তোমায় নবী(সা:)এর রুকিয়া দিয়ে সুস্থ করব?' সাবিত বলল- 'হ্যাঁ'। আনাস আবৃত্তি করল- "হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, কষ্ট দূরকারী, সুস্থ কর কারণ তুমিই সুস্থকারী, তুমি ছাড়া কেউ আরোগ্য দিতে পারে না। এমন আরোগ্য যা কোন অসুস্থতাই অবশিষ্ট রাখে না।"

আয়েশা(রা:) বলেছিলেন 'নবী(সা:) তার পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতা দূর করতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। তিনি তাদেরকে ডান হাত দিয়ে ধরে বলতেন- "হে আল্লাহ, মানবকূলের রক্ষক, অসুস্থতা দূর কর। তুমিই একমাত্র সুস্থকারী, তোমার দেওয়া সুস্থতা ছাড়া অন্য কোনরূপ সুস্থতা হয়না। এমন সুস্থতা দাও যেন কোন অসুস্থতা না থাকে।" (বুখারী ও মোছলেম হাদিস)।

ওসমান বিন আবুল আস জানান যে তিনি একবার নবী(সা:)এর কাছে তার শরীরের ব্যথা সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, 'তোমার শরীরের ব্যথার স্থানে হাত রাখ এবং বলো "বিসমিল্লাহ, আমি সমস্ত মন্দ থেকে আল্লাহর কর্তৃত্ব ও তাঁর ক্ষমতার আশ্রয় চাই যা আমি দেখছি এবং ভয় পাচ্ছি।" সাতবার বল।' ওসমান আরও বললেন, 'আমি কয়েকবার ঐকথাগুলি বলার পর আল্লাহ আমার ব্যথা দূর করলেন। তাই আমি আমার পরিবারের সবাইকে এবং অন্যান্যদের এরূপ করতে বলি। (মোছলেম হাদিস)।

সাবিত বানানি,মহম্মদ বিন সালেমকে বলেছিলেন, 'যখন তোমার কোন যন্ত্রণা হবে, তোমার হাতটা ব্যথার স্থানে রেখে বল- "বিসমিল্লাহ, এই ব্যাথার কষ্ট থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য আমি আল্লাহর কর্তৃত্ব ও মহান ক্ষমতার আশ্রয় চাই।" এরূপে বিজোড় সংখ্যায় কয়েকবার বলো। তারপর তিনি বললেন যে আনাস বিন মালিক তাকে বলেছিলেন যে রসূলুল্লাহ (সা:) তাকে এটা শিখিয়েছিলেন।' –(তিরমিজি)।

**ওজুর দ্বারা কুদৃষ্টির প্রভাব দূর করা**

মুওয়াত্তা, হাদিস নং-৫০, ইয়াহইয়া জেনেছিলেন মালিক থেকে, মুহাম্মদ বিন আবি উমামা বিন সাহল বিন হুনাইফ তার পিতার কাছ থেকে জেনেছিল- "আমার পিতা সাহল বিন হুনাইফ খাররারতে গোসল করেছিল, সে তার জোব্বা খুলেছিল তখন আমির বিন রাবিয়া দেখেছিল। সাহল খুব সুন্দর সাদা চামড়ার মানুষ ছিল। আমির তাকে বলেছিল- 'আমি এমন জিনিস কখনও দেখিনি যা আজ দেখলাম, একটা কুমারী মেয়ের চামড়াও এমন নয়।' সাহল তখনই অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং তার অবস্থা খুব খারাপ হল। কিছু লোক নবী(সা:)এর কাছে গেল এবং বলল সাহল খুব অসুস্থ তাই সে তাঁর কাছে আসতে পারল না। নবী(সা:) তার কাছে গেলেন। সাহল তাঁকে সবিস্তারে বলল কী ঘটেছিল। নবী(সা:) বললেন "কেন তোমরা তোমাদের ভায়ের ক্ষতি কর? কেন তোমরা বল না আল্লাহ তোমার ভাল করুক। কুদৃষ্টি সত্যই ক্ষতি করে। এর জন্য ওজু কর।" আমিরকে (কুদৃষ্টিদাতাকে) ওজু করতে বললেন এবং সাহল ভাল হয়ে নবী(সা:)এর সাথে গেলেন, আর তাঁর কোন অসুবিধা হয়নি।"

**জিব্রাইল নবী(সা:)কে সুস্থ করতে রুকইয়া (দোওয়া/ঝাড়ফুক) প্রয়োগ করেছিলেন**





সহীহ মোছলেম হাদিস নং-৫৪২৫, আবু সঈদ খুদরী কতৃক বর্ণিত, 'জিব্রাইল(আ:) নবী(সা:)এর কাছে এসে বললেন- "মহম্মদ, তুমি অসুস্থ হয়েছ কি?" নবী(সা:) বললেন 'হ্যাঁ'। তিনি (জিব্রাইল) বললেন "আমি আল্লাহর নামে তোমার উপর সমস্ত কিছু দুরাত্মার প্রভাব দূর করব এবং রক্ষা করব সমস্ত খারাপ থেকে যা তোমার ক্ষতি করতে পারে এবং হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে। আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করবেন এবং আমি তোমার জন্য আল্লাহর কাছে মোনাজাত করব।"

তিরমিজী, হাদিস নং-৪৫৬৩, আবু সাঈদ খুদরী কর্তৃক বর্ণিত, "রসূলুল্লাহ(সা:) মানুষের উপর কুদৃষ্টি ও জিনের প্রভাব থেকে বাঁচতে আল্লাহর আশ্রয় খুঁজতেন যতক্ষণ না মোয়াইধাতান (কোরআনের শেষ দুটি সূরা) নাজেল হয়। তারপর তিনি সেইগুলি ব্যবহার করতেন এবং অন্য সবকিছু বাদ দিতেন।"

রসূলুল্লাহ(সা:) কিছু ব্যক্তিকে দোওয়া ও ফুক দ্বারা সুস্থ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন, যেমন আবু তালহা(রা:), আয়েশা(রা:)। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৬৩৪ ও ৬৩৭)। রসূলুল্লাহ(সা:) সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস পাঠ করে হাতে ফু দিয়ে তাঁর দেহে বুলাতেন। সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৭(৬৪৪), আয়েশা(রা:) কর্তৃক বর্ণিত "রসূলুল্লাহ(সা:) যখন বিছানায় বসতেন তিনি সুরা এখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস পাঠ করে তাঁর হাতের তালুতে ফু দিয়ে তাঁর মুখে ও সারা দেহে বুলাতেন যতটা সম্ভব এবং যখন তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন তখন আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন তাঁর দেহে এরূপ করতে।

সহীহ মোছলেম হাদিস নং-১৭৬১, আবদুর রহমান বিন ইয়াযিদ কর্তৃক বর্ণিত, আমি কাবা ঘরের কাছে আবু মাসউদের সাথে দেখা করি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করি- 'একটা হাদিস আমার কাছে এসেছে তোমার নামে, সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত সম্বন্ধে।' সে বলিল 'হ্যাঁ, রসূলুল্লাহ(সা:) বলেছিলেন, "যদি কেহ সুরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত রাত্রে পাঠ করে তা তারজন্য যথেষ্ট হবে।"

সহীহ মোছলেম হাদিস নং-৪৪৫০, ইবনে সালামা কর্তৃক বর্ণিত, (অংশ বিশেষ) "আমরা নবী(সা:) এর সাথে হুদাবিয়া পর্যন্ত পৌছেছিলাম এবং আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশ' ছিলাম। আমাদের সাথে ৫০টি ছাগল ছিল যাদের পানি খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছিল না কারণ কূপটিতে খুব অল্প পানি ছিল। সেজন্য নবী(সা:) কূপটির ধারে বসলেন ও প্রার্থনা করলেন ও ফুক দিলেন, অমনি কূপটিতে পানি ভর্তি হয়ে গেল। আমরা পানি পান করলাম এবং পশুদেরও পানি পান করানো হল।"

সহীহ মোছলেম হাদিস নং-৫০৫৭, জাবির বিন আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, "যখন আমরা পরিখা খুঁড়তে ছিলাম, আমি দেখলাম রসূলুল্লাহ(সা:)কে খুবই ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। আমি আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম- 'তোমার কাছে খাবার কিছু আছে, আমি রসূলুল্লাহ(সা:)কে খুবই ক্ষুধার্ত দেখলাম। সে একটা ব্যাগ নিয়ে এল যার মধ্যে ১ছা (১কিলো ২৫০গ্রাম [illegible] ছিল। আমাদের একটা ভেড়া ছিল। আমি ভেড়াটি জবাই করলাম এবং আমার স্ত্রী যবের আটা করল। তারপর সে আমার সাথে মাংস টুকরো করার কাজটি করল। আমি একটা মাটির পাত্রে মাংসের টুকরোগুলি রাখলাম এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছে ফিরে গেলাম। আমার স্ত্রী বলেছিল-- 'রসূলুল্লাহ(সা:) ও তাঁর সাথীদের সামনে আমাকে অপদস্থ করো না।' তাই আমি তাঁর কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম- 'ইয়া রসূলুল্লাহ(সা:), আমরা একটা ভেড়া জবাই করেছি আপনার জন্য এবং আমার স্ত্রী ১ছা যবের আটা করেছে যা আমাদের কাছে ছিল। সুতরাং আপনি কয়েকজনকে নিয়ে আসুন। তারপর রসূলুল্লাহ(সা:) উচ্চস্বরে বললেন-- 'হে খন্দকের লোকেরা যাবির তোমাদের জন্য ভোজের আয়োজন করেছে, সুতরাং এস। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- তোমরা মাংসের হাঁড়ি উনান থেকে নামাবে না এবং আমি না আসা পর্যন্ত খামির থেকে রুটি করবে না। রসূলুল্লাহ(সা:) ও আমি তখনই এলাম এবং পিছনে সমস্ত লোক। আমি স্ত্রীর কাছে এলাম, সে বলল- 'তুমি বিনীত হবে।' আমি বললাম 'তুমি যেমন বলেছিলে আমি তেমনি বলেছি।' তার স্ত্রী বলল-- 'আমি খামীর বাহির করলাম এবং রসূলুল্লাহ(সা:) কিছুটা কুল্লি পানি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং তারপর কিছুটা কুল্লি পানি মাংসের পাত্রে দিলেন এবং আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন- 'একজন রুটি সেঁকার লোককে ডাক যে তোমার সাথে রুটি সেঁকবে এবং পাত্রটি থেকে মাংস ও ঝোল দেবে তবে উনান থেকে মাংসের পাত্রটি নামাবে না।' অতিথিদের সংখ্যা প্রায় এক হাজার হবে। আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলি যে তারা সকলে পেট ভরে খেয়েছিল এবং তারা চলে যাবার পরেও মাংসের পাত্রটি তেমনি ভর্ত্তি রইল এবং খামিরও তেমনি রইল যদিও এত রুটি বানানো হল।"

### *৮) মিলাদ মহফিল বা মিলাদুন্নবী পালন সম্বন্ধে*

বিদায়াতের প্রবক্তা আলেমরা মিলাদ মহফিল বা মিলাদুন্নবী পালন করার প্রবল বিরোধিতা করেন। তারা এর বিরোধিতা করেন নিম্নলিখিত যুক্তিতে:- (১) রসূলুল্লাহ(সা:)এর সময় এটা পালন করা হতো না। (২) রসূলুল্লাহ(সা:)এর পর কোন সাহাবা তা পালন করেননি। (৩) তারা একে একটা ধর্মীয় কাজ মনে করেন, তাই তাদের মতে দ্বীনকে পরিপূর্ণ করার আয়াতটি নাজেল হওয়ার পর যে কোন ধর্মীয় কাজ নতুনভাবে করা হয় তা বিদায়াত। (৪) তারা একে রসূলুল্লাহ(সা:)এর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হিসাবে দেখেন তাই তারা মিলাদের ধারণাটিকে বাতিল করেন। তাদের যুক্তি যদি এটা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয় তাহলে সাহাবারা তা করত কারণ সাহাবারা বর্তমান মুসলমানদের থেকে তাঁকে অনেক বেশী শ্রদ্ধা করতেন।

মিলাদ মহফিল বিদায়াত কি না, তা আলোচনার পূর্বে আমরা একটু দেখি মিলাদ মহফিলে প্রকৃত পক্ষে কি ঘটে। সাধারণভাবে জনগণ আসার পর নিম্নোক্ত কাজ গুলি করা হয়, যা সবই ভাল কাজ। অতএব তা প্রশংসনীয়। ১) কোরআন থেকে আয়াত পাঠ করা হয়। ২) রসূলুল্লাহ(সা:)এর জীবন কথা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়। ৩) কিছু হাদিস পাঠ করা হয় বিশেষত: নমাজ, রোজা,ফর্জ, সুন্নত, পর্দা ইত্যাদী বিষয়ে। ৪) রসূলুল্লাহ(সা:)এর উপর দোয়া, দরুদ পাঠ করা হয়, হামদ ও নাথ আবৃত্তি করা হয়। ৫) দাঁড়িয়ে কেয়াম অর্থাৎ নাথ পাঠ করে নবীর উদ্দেশ্যে সালাম জানানো হয়। ৬) শেষে সমবেত সকলের জন্য এবং মৃত সমস্ত মুসলমানের জন্য দোওয়া করা হয়। তারপর মিষ্টান্ন বা খাবার দেওয়া হয়।



pdf By Syed Mostafa Sakib



এখানে উল্লেখ্য যে মিলাদ মহফিল ফর্জ নয়। এটা করার জন্য কোন জবরদস্তি নেই এবং না করলে কোন সাজা নেই। আসলে কেউ একে ফর্জ মনে করলে তা বিদায়াত হবে। জনগণ এটা করেন কারণ এজন্য তারা আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করার একটা সুযোগ পায়।

মিলাদ মহফিল পালনের বিষয়ে সাহাবা বা রসূলুল্লাহ(সা:)এর কাছ থেকে কোন উদাহরণ আছে কিনা তা নিম্নোক্ত দুটি হাদিস থেকে বুঝা যেতে পারে।

১) সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-২৪৩৮, ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, যিনি বলেছিলেন- 'রসূলুল্লাহ(সা:) যখন মদিনায় এলেন তিনি দেখলেন ঈহুদীরা আশুরার দিন রোজা করে, সে বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, তারা বলল- এদিন আল্লাহ মুসা(আ:)কে ফারাওদের উপর বিজয় দান করেছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমরা ঐদিন রোজা করি। রসূলুল্লাহ(সা:) বললেন- মুসা(আ:)এর সাথে তোমাদের থেকে আমাদের বেশী ঘনিষ্টতা আছে। তিনি তখন আদেশ দিলেন এটা পালন করতে হবে।

২) সহীহ মোছলেম হাদিস নং-২৬০৩, আবু কাতাদাহ আনসারী কর্তৃক বর্ণিত, (লম্বা হাদিস, এখানে দরকারী অংশ বলা হল) রসূলুল্লাহ(সা:)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সোমবারের রোজা সম্বন্ধে, তিনি বললেন- "এদিনে আমি জন্মেছি, এদিনেই আমি নবুয়ত লাভ করেছি মানে প্রথম ওহী পেয়েছি।"

মন্তব্য:- যদি আমরা মুসা(আ:)এর সম্মানে আশুরার দিন রোজা করতে পারি আমরা অবশ্যই রসূলুল্লাহ(সা:)কে সম্মান জানাতে তার জন্মদিন উপলক্ষে সোমবার রোজা করতে পারি। ২য় হাদিসে দেখা যাচ্ছে সাহাবারা অনেকে সোমবার রোজা করতেন যেদিন রসূলুল্লাহ(সা:) জন্মেছিলেন আবার নবুয়তও লাভ করেছিলেন। এবং পরে আমরা দেখি ঐদিনেই তিনি এন্তেকাল করেছিলেন।

মিলাদ মহফিল বিদায়াত কিনা এ প্রসঙ্গে বলব পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে পাঠক নিজেই সিদ্ধান্ত নেবেন। এ প্রসঙ্গে কিছু বিখ্যাত আলেমের কথা জানা দরকার। (ইসলামী মতবাদের এনসাইক্লোপেডিয়ার ৩য় খণ্ড দেখুন।)

১) ইবনে তায়মিয়ার মত:- (তাঁর ফতওয়া গ্রন্থের ২৩ খণ্ডে ১৩৩ পাতা) "এবং একই ভাবে কিছু লোক উদ্ভাবন করে খৃষ্টানদের সঙ্গে তুলনা করে যা তারা যীশুর জন্মদিনে পালন করে বা রসূলুল্লাহ(সা:) এর প্রতি ভালবাসা থেকে তাঁর প্রশংসা করতে এবং আল্লাহ তাদের এই ভালবাসা ও প্রচেষ্টার জন্য হয়ত পুরস্কার দেবেন; এই ঘটনার জন্য নহে যে এটা একটা উদ্ভাবন। রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মকে সম্মান জানাতে এবং পালন করতে এবং একে একটা সম্মানীয় সময় বলে মানতে এটা পালন করছে এবং এর মধ্যে একটা বিরাট পুরস্কার আছে কারণ রসূলুল্লাহ(সা:)কে সম্মান জানাতে তাদের একটা ভাল উদ্দেশ্য বা নিয়ত আছে।

২) ইবনে কাদির এর মত:- তাঁর লেখা 'মৌলীদ রসূলুল্লাহ' গ্রন্থে বলেছেন- "রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মের রাতটি মহিমাময়, সম্ভ্রান্ত, আশীষপূর্ণ ও পবিত্র রাত; বিশ্বাসীদের জন্য এ এক আনন্দের রাত, বিশুদ্ধ আলোকোজ্বল ও অপরিমেয় মঙ্গলময়

মূল্যবান রাত।" তাঁর গ্রন্থে মৌলীদ পালনের অনুমতি ও সমর্থন আছে।

**৩) হাফিজ ইবনে হাযর আসকালানির মত:–** "রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মদিনে পালনের রীতি সম্বন্ধে বলা যায় এটা একটা উদ্ভাবন/বিদায়াৎ যা প্রথম তিন শতকের ধার্মিক মুসলমানদের কাছ থেকে আসেনি, তা সত্ত্বেও এর মধ্যে কিছু প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য আছে,কিছু নয়।যদি কেউ এই স্মরণসভায় প্রশংসনীয় কাজগুলি যুক্ত করে এবং অপ্রশংসনীয় বিষয় এড়িয়ে চলে, তাহলে এটা একটা প্রশংসনীয় উদ্ভাবন বা বিদায়াৎ-এ-হাসানা।

**৪) ইমাম সুইউতির মত:–** তারাবির নমাজের জন্য জমায়েত সুন্নাহ এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ; একই ভাবে মৌলীদ অনুষ্ঠানের জন্য জমায়েতও অনুমোদন যোগ্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি কাজ এবং মৌলীদ উদযাপনের নিয়ত নি:সন্দেহে চমৎকার ও সুন্দর।

উপরোক্ত বিখ্যাত আলেমদের মতামতের সঙ্গে বর্তমানের কিছু আলেমের মত তুলনা করে একে বিদায়াৎ বলা যায় কিনা তা পাঠকরা বিচার করবেন।

## *কোরআন ও হাদিসের আলোকে মিলাদ-উন-নবী*

মিলাদ কথাটি এসেছে 'মিলাদাৎ' থেকে যার অর্থ জন্ম। আরবী ভাষায় মিলাদ কথাটির অর্থ জন্মের স্থান ও সময়। শরিয়তের আলোকে মিলাদ হল ঘটনাগুলি স্মরণ করা যা নবী(সা:)এর জন্মকালে ঘটে ছিল। এটা আমাদের নবী(সা:)এর জীবনী বর্ণনা করার সুযোগ দেয়। এই অনুষ্ঠানে আমরা নবী(সা:)এর উদ্দেশ্যে দরুদ ও সালাম জানাই। জনগণ নবী(সা:)এর কার্য ও গুণাবলী জ্ঞাত হয় এবং প্রশংসা প্রকাশ করে। আমরা মনে করি প্রতিটি বিশ্বাসী বান্দার দ্বায়িত্ব রসূলুল্লাহ(সা:)কে জীবনের প্রতি মূহুর্তে স্মরণ করা। মিলাদ-উন-নবী কেবলমাত্র একটা বিশেষ দিনের সমাবেশ নয় বরং এটা ইসলাম প্রচারের ও ইসলামী শিক্ষা প্রসারের বড় উপায়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আলেমদের কাজ নবী(সা:)এর জীবনী, তাঁর ব্যবহার, নৈতিকতা, পরোপকারীতা, তাঁর উপাসনা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, অপকর্ম দূর করার কথা সাধারণ মানুষকে জানানো।

### *মিলাদ-উন-নবী উদযাপন কেবলমাত্র একটা ভাল কাজ নয় বরং প্রশংসনীয় কাজ*

১) আল্লাহপাক কোরআনে বলেছেন – "তাঁর উপর শান্তি যেদিন তিনি জন্মেছেন, যেদিন তিনি মারা গেছেন এবং যেদিন তিনি আবার পুনর্জন্মে উত্থিত হবেন।"(১৯:২৫) এই আয়াতে আল্লাহপাক ইয়াহিয়া নবীর মিলাদের কথা পরিপূর্ণ উল্লেখ করেছেন। একই ভাবে আহলে সুন্নতের লোকেরা নবী(সা:)এর মিলাদ-উন-নবী উদযাপন করেন।

২) আল্লাহপাক কোরআনে ইসা(আ:)এর মিলাদ উল্লেখ করেছেন যখন তিনি (ইসা) শিশু অবস্থায় বলেন– "সুতরাং আমার উপর শান্তি যেদিন আমি জন্মেছি, যেদিন আমি মারা যাব এবং যেদিন আমি আবার পুনর্জন্মে উত্থিত হব।" (১৯:৩৩)। এই আয়াতের পূর্বে আল্লাহপাক মরিয়মের পুরো ঘটনাটাই বর্ণনা করেছেন, কেমন করে তিনি গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর মহান পুত্র ইসা(আ:) জন্মগ্রহণ করলেন। আল্লাহপাক





ইসা(আ:)এর কথাগুলিও উল্লেখ করেছেন যার মধ্যে তাঁর নিজেরও প্রশংসা আছে। এই পদ্ধতিতে জন্মকথা বলাটাই ইসা(আ:)এর মিলাদ পাঠ করা। আমরাও তেমনি রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মের আগের ও পরের ঘটনাগুলি বর্ণনা করি যেমনভাবে আল্লাহপাক ইয়াহিয়া ও ইসা(আ:)এর কথাগুলিও উল্লেখ করেছেন।সুতরাং যদি কারো অন্তর্দৃষ্টি থাকে তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন যে মিলাদ পাঠ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহপাক নিজেই করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় মিলাদ-উন-নবী উদযাপনের ভিত্তি পবিত্র কোরআনেই আছে।

৩) আল্লাহপাক কোরআনে বলেছেন– "এবং তাহাদিগকে শিক্ষা দাও আল্লাহর দিনগুলি স্মরণ করতে" – সুরা ইব্রাহিম (১৪:৫)। এই আয়াতে আল্লাহপাক মুসা(আ:)কে বলেছেন তার জাতিকে স্মরণ করতে "আল্লাহর দিনগুলি" অর্থাৎ যেদিন গুলিতে শ্রেষ্ট ঘটনা গুলি ঘটে যখন আল্লাহপাক তাঁর বান্দাদের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলি দান করেন। কোরআনের এই আয়াত অনুসারে ফারাওদের থেকে মুসার জাতির মুক্তি ছিল আল্লাহপাকের একটি বিশেষ দিন। এ ছাড়া কোরআন শরীফে মুসার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আল্লাহপাক বলেছেন রসূলুল্লাহ(সা:)এর অন্তরকে দৃঢ় করতে, সুতরাং আমরাও অন্তরকে তেমন করতে পারি মিলাদ-উন-নবী পালনের মাধ্যমে। রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মদিন নি:সন্দেহে আল্লাহর এক বিশেষ দিন। কারণ রসূলুল্লাহ(সা:) অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সারাবিশ্বকে মুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। অতএব রসূলুল্লাহ(সা:)এর জন্মদিন পালন নি:সন্দেহে যেকোন ঘটনার থেকে অধিক বেশী উদযাপিত হওয়ার যোগ্য। যদি মহান আল্লাহপাকের অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ না হই, তিনি আমাদিগকে ভীষণ শাস্তি দিবেন। আল্লাহপাক বলেছেন – "এবং স্মরণ কর যখন তোমার প্রভু ঘোষণা করেছিলেন যদি তুমি কৃতজ্ঞ হও, আমি তোমাকে আরও বেশী দেব, কিন্তু যদি তুমি অকৃতজ্ঞ হও, সত্যই আমার শাস্তি ভয়ানক হবে।" –সুরা ইব্রাহিম (১৪:৭)।

৪) আল্লাহপাক বলেছে–"তারপর স্মরণ কর আল্লাহর প্রাচুর্যের কথা এবং পৃথিবীর বুকে দুষ্কর্ম বিস্তার করো না।"–সুরা আরাফ(৭:৭৪)। এই আয়াতে আল্লাহপাক আমাদের স্মরণ করতে বলেছেন তাঁর প্রাচুর্য ও পুরস্কারের কথা। রসূলুল্লাহ(সা:) নি:সন্দেহে আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহপাক বলেছেন – "নি:সন্দেহে আল্লাহ মুসলিমদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্য হতেই রসুল পাঠিয়েছেন যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতগুলি আবৃত্তি করে এবং তাদের পবিত্র করে এবং তাদের কিতাব ও জ্ঞান শিক্ষা দেয়, যেহেতু পূর্বে তারা প্রকাশ্য ভুলের মধ্যে ছিল।"-সুরা আলে ইমরাণ (৩:১৬৪)।

সুতরাং কোরআনের নির্দেশ মত আমরা অবশ্যই আমাদের প্রিয় নবীকে স্মরণ করব এবং তা করার অন্যতম উপায় মিলাদ-উন-নবী পালন করা। আল্লাহপাক আরও বলেছেন– "এবং প্রচার কর উত্তমরূপে তোমার প্রভুর করুণা।" –সুরা দোহা (৯৩:১১)। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ব্যাখ্যা করেছেন এখানে করুণা মানে ইসলাম ও নবুয়ত। তাহলে আমরা বলতে পারি রসূলুল্লাহ(সা:)কে স্মরণ কর তোমাদের সমস্ত জমায়েতে, তোমাদের মসজিদে, তোমাদের বাড়ীতে সকলের কাছে। রসূলুল্লাহ(সা:)কে



pdf By Syed Mostafa Sakib

স্মরণ করা মানেই ইসলাম প্রচার করা। মিলাদ-উন-নবী হচ্ছে রসূলুল্লাহ(সা:)কে স্মরণ করার সবচেয়ে ভাল উপায় এবং ইসলাম প্রচার করার ও কোরআনের নির্দেশকে কার্যকরী করার উত্তম পথ।

৫) আল্লাহপাক আরও বলেছেন-"বল,আল্লাহর প্রাচুর্যের মধ্যে, তাঁর করুণার মধ্যে তারা আনন্দিত হোক। এটা তাদের সঞ্চিত ধনের থেকে অনেক ভাল।"-সুরা ইউনুস,(১০:৫৪)। এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর দয়া ও করুণা মধ্যে খুশী থাকতে বলেছেন। আমরা যদি আমাদের চারপাশে তাকাই তাহলে দেখব তাঁর অনুগ্রহ আমাদের জন্য বিরাট করুণা। এমনকি আমার বেঁচে থাকাও তাঁর বিরাট করুণা। আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ট করুণা নবী (সা:)এর আর্বিভাব। আল্লাহপাক বলেছেন-"এবং আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি সমগ্র বিশ্বের করুণা ব্যতীত নহে।"-সুরা আম্বিয়া, (২১:১০৭)। সুতরাং কোরআনের শিক্ষানুসারে আমরা নবী (সা:)এর জন্মদিনে অবশ্যই খুশী হব ও আনন্দ করব। যে নবী (সা:)কে মনে প্রাণে অনুসরণ করতে চেষ্টা করে সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনের অনুসারী। বিশ্বে একমাত্র মুসলমানরাই মিলাদ-উন-নবী পালন করে।

৬) মিলাদ-উন-নবীর সমাবেশে মুসলমানরা নবী(সা:)এর উদ্দেশ্যে দরুদ ও সালাম জানায়, যেমন- আল্লাহপাক বলেছেন- "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা তার উপর অফুরন্ত দরুদ ও সালাম জানাও।" – সুরা আহযাব, (৩৩:৫৬)।

৭) আল্লাহপাক বলেছেন- "এবং আমরা তোমাকে নবীদের যেসব ঘটনা বলি তার একমাত্র উদ্দেশ্য সে সব আয়াত দ্বারা তোমার হৃদয় শক্তিশালী করা।" -সুরা হুদ (১১:১২১)। কোরআনের এই আয়াতটি প্রকাশ করে যে নবীদের সত্য ঘটনাগুলি উল্লেখ করার লক্ষ্য হল নবী(সা:)এর হৃদয়কে শক্তিশালী করা। আমরা জানি নবী(সা:) তাঁর সময় কি ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাই আমরাও আমাদের সমস্যাগুলি তেমন দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করব তাঁর সুন্নাহ অনুসারে। অতএব মিলাদ-উন-নবী আমাদিগকে নবী(সা:) সম্বন্ধে জানার বিরাট সুযোগ করে দেয় এবং আমাদের হৃদয়কে শক্তিশালী করে ঐ পথে চলতে।

### *হাদিস থেকে মিলাদ-উন-নবী পালনের যৌক্তিকতা লক্ষনীয়*

১) সহীহ বুখারীর ২য় খণ্ডে আছে যে আবু লাহাব প্রতি সোমবার নরকে কম সাজা পাবেন কারণ যখন নবী(সা:) জন্মেছিলেন তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর দাসীকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। নবী(সা:)এর জন্মদিনে আনন্দ প্রকাশ করার পুরস্কার হিসাবে তাকে পানি খাওয়ানো হবে। এই হাদিস থেকে এটা স্পষ্ট যে কেহ যদি নবী(সা:)এর জন্মদিন উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করে সে মুসলমান না হলেও কঠিন সাজা পাবেনা। এবং এটা আশা করা যায় যে মিলাদ-উন-নবী পালন করে সে নরকে শাস্তি পাবেনা।

২) নবী(সা:) নিজে তাঁর জন্মদিন পালন করতে সোমবার রোজা করতেন। যখন নবী(সা:)কে ঐদিন রোজা করা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি বলেছিলেন- "আমি সোমবারে জন্মেছি এবং এইদিনে কোরআন প্রথম নাজেল হয়েছিল।" তাই মিলাদ-উন-নবী একটা নির্দ্দিষ্ট দিনে পালন করা আইন সম্মত। আর মিলাদ-উন-নবী





পালন করা একটি সুন্নতও বটে।

৩) নবী(সা:) নিজে সৃষ্টির প্রথম থেকে তাঁর জন্ম পর্যন্ত সব ধাপ গুলি বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন- "আমি ক্রমাগত পবিত্র বীর্য থেকে পবিত্র গর্ভে স্থানান্তরিত হয়েছিলাম। আমি জন্মেছি একটি আইন সম্মত বিবাহ থেকে কোন পরকীয়া প্রেম থেকে নয়। যখন আল্লাহপাক আদমকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন তখন তিনি আমাকে তাঁর মেরুদণ্ডের মধ্যে রেখেছিলেন। এবং তারপর নূহের নৌকায় আমাকে রেখেছিলেন এবং তারপর ইব্রাহিমের মধ্যে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে ক্রমাগত পবিত্র বীর্য হতে বিশুদ্ধ গর্ভে স্থাপন করেছিলেন যতক্ষণ না আমার পিতামাতার মধ্যে আনলেন যারা কখনও অবৈধ সংসর্গ করেননি।" -তফসিরে রুহুল বায়ান, ৩য় খণ্ড। মিসকাত-আল-মাসাবিহার সংকলনে এইরূপ বর্ণনা আছে। আমরা পূর্বেই বলেছি মিলাদ মানে জন্মবৃত্তান্ত। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় নবী(সা:) নিজেই তাঁর মিলাদ বলেছেন। সেইজন্য আহলে সুন্নত তাঁকে অনুসরণ করেই মিলাদ-উন-নবী পালন করে। এটা কোন নতুন উদ্ভাবন নয় বরং নবী(সা:)এর সুন্নাহর অনুসরণ।

### *মিলাদে-উন-নবী সম্বন্ধে সাধারণ ঐক্যমত (ইজতিহাদে)*

১) ইমাম সুইউতি তাঁর বিখ্যাত "আল্ হা উই ই লিল ফাতাওই" গ্রন্থে এবিষয়ে একটি বিশেষ অধ্যায় লিখেছিলেন তার নাম "মৌলীদ উদযাপনের উদ্দেশ্যের চমৎ-কারীত্ব।" সেখানে তিনি বলেছেন- "বিবেচ্য প্রশ্নটি হল রবিউল আওয়াল মাসে নবী(সা:)এর পবিত্র জন্মদিন পালনের উপর শরিয়তের বিধান কি? শরিয়তের দৃষ্টিতে এটা প্রশংসনীয় কাজ না দোষণীয় কাজ? এবং যারা এর আয়োজন করেন তারা আশীষ পাবেন কিনা?

তিনি এসব প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন- 'আমার দৃষ্টিতে এ একটা আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠান যেখানে জনগণ সমবেত হয় ও পবিত্র কোরআন থেকে পাঠকরা হয় যতটা সম্ভব সহজ ভাবে। তারপর তারা আলোচনা করে নবী(সা:)এর জন্মবৃত্তান্ত যতটা হাদিস সমূহে পাওয়া যায় আর যেসব অলৌকিক ঘটনা ও আলামত সমূহ তাঁর জন্মের সময় ঘটেছিল। তারপর তারা খাদ্য গ্রহণ করে তাদের সন্তুষ্টি মত। নবী(সা:)এর জন্মদিন পালন একটা ভাল উদ্ভাবন অর্থাৎ বিদায়াত-ই-হাসানা। এবং যারা এর আয়োজন করেন তারা আল্লাহর আশীষ পাবেন কারণ তাঁর জন্মের এই আনন্দপূর্ণ অনুষ্ঠানে নবী(সা:)এর মহত্ব ও গুরুত্বের প্রকাশ পায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

২) ইবনে তায়মিয়াহ্ তাঁর "সঠিক পথের প্রয়োজনীয়তা" গ্রন্থে বলেছেন-" মিলাদ-উন-নবীতে জনগণ যা করে তা যতদূর সম্ভব খৃষ্টানরা যীশুর জন্মদিন পালনে যা করে তার একটি বিরুদ্ধ উৎসব পালন এবং নবী(সা:)এর জন্য তাদের ভালবাসা ও প্রশংসার প্রকাশ যা স্তবস্তুতির এক বিরল নজীর। মহান আল্লাহ তাদের এই ইসতিহাদের জন্য তাদেরকে নিশ্চয় পুরস্কৃত করবেন। তারপর তিনি আরো বলেছেন- "যদিও সালাফি ও অন্যান্য কিছু গোষ্টী মিলাদ অনুষ্ঠান করে না, তাদের এটা করা উচিত কারণ শরিয়তে এর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি বা বাধা নেই। নিশ্চয় আমরা



pdf By Syed Mostafa Sakib

মিলাদ মহফিল করব বিশ্বমানবের শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি ভালবাসা ও প্রশংসা জ্ঞাপনের জন্য ও সত্যধর্ম প্রচারের জন্য।

৩) ইমাম হাফিজ ইবনে হাযর আল আসকালানী, যিনি বুখারী শরীফের উপর একটি ধারাভাষ্য লিখেছিলেন, তিনি বলেছেন- "আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর করুণা বর্ষণ করুন যে রবিয়াল আওয়াল মাসে, যে মাসে নবী(সা:) জন্মেছিলেন, আনন্দ উৎসব পালন করে। এটা একটা ভাল প্রতিযেধক একজন অসুস্থ হৃদয়ের লোকের জন্য।" তিনি বলেছেন- "মিলাদ কার্যত: একটি বিদায়াত যা প্রথম তিন শতকের মধ্যে কোন ধার্মিক পুর্বসূরীদের কাছ থেকে আসেনি। যাহোক এর মধ্যে ধর্মীয় কাজ এবং কিছু নিন্দাসূচক কাজ একসাথে দেখা যায়। যদি নিন্দাসূচক কাজগুলি বাদ দেওয়া যায় তাহ'লে মিলাদ একটি ভাল উদ্ভাবন মানে বিদায়াতে হাসানা, অন্যথায় নয়।

তিনি আরো বলেছেন-"কোন ধর্মীয় কাজ করা এবং বছরান্তে তা পালন করা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি উপায়। এবং একটা বিশেষ দিনে স্মরণ করা যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ কোন সহায়তা দান করেন বা কোন বিপদ-আপদ দূর করেন। আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা বিভিন্ন ধরণের এবাদতের মধ্যে জানানো যায়, যেমন নমাজে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করা, রুকু-সেজদা করা, দান খয়রাত করা, কোরআন পাঠ করা ইত্যাদি। আর যেদিন (১২ই রবিয়াল আওয়াল) মহানবী(সা:)কে আল্লাহপাক ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন তা আল্লাহর একটা মহাঅনুগ্রহের দিন। এর থেকে মহত্তর অনুগ্রহ আল্লাহপাকের আর কি আছে? কিছু লোক এটাকে নির্দিষ্ট দিনে পালন করে না এবং রবিয়াল আওয়ালের যে কোন দিনে পালন করে। কেহ কেহ আবার এটা বছরের যে কোন দিন উদযাপন করে। সব সময়ই এর উদ্দেশ্য নবী(সা:)এর পবিত্র আবির্ভাব স্মরণে আল্লাহ ও তাঁর-রসুলের গুণগান করা, তাঁর বান্দাদের মাগফেরাত চাওয়া ও খাদ্য বা মিষ্টান্ন বিতরণ করা।

৪) হাফিজ আল নওয়ায়ির ওস্তাদ ইমাম আবু শামাহ্ বলেছিলেন-"আমাদের সময় সবচেয়ে ভাল উদ্ভাবন হল আমাদের প্রিয় নবী(সা:)এর জন্মদিনের স্মরণে কোন একদিন পালন করা যখন লোকে দান করে এবং যা ভালো ও সঠিক তা করে ও আনন্দ প্রকাশ করে। এটা করার মধ্যে নবী(সা:)এর প্রতি ভালবাসা ও প্রশংসা জানাবার স্পষ্ট নমুনা রয়েছে।"

**লেখকের বিশ্লেষণ :–** পূর্বোক্ত হাদিস সমূহ হতে এটা পরিস্কার যে বিদায়াত ভাল ও মন্দ দু ধরণের হতে পারে। আমরা কোন নতুন কাজ করার সময় বিশেষ সর্তক হব এবং কোন কাজকে বিদায়াত বলার আগে সাবধান হব। সমস্ত নতুন কাজই খারাপ উদ্ভাবন তা আদৌ নয়। তবে উক্ত কাজ যায়েজ কিনা তা মুফতী দ্বারা যাচাই করা একান্ত জরুরী। দেখতে হবে উক্ত কাজ ইসলামের মূলনীতির বিরুদ্ধ বা ক্ষতি কারক কিনা এবং তা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের(সা:)এর সন্তুষ্টির কাজ কিনা ও ইসলামের অগ্রগতির সহায়ক কিনা। যদি তা হয় তবে উক্ত কাজ অবশ্যই ভাল উদ্ভাবন (বিদায়াতে হাসানা)। পূর্বোক্ত হাদিস সমূহ হতে এটা পরিস্কার যে যদি নতুন কাজ বা উদ্ভাবনগুলি মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের জন্য ভাল তা অবশ্যই গ্রহণ যোগ্য আর যে





ব্যক্তি ভাল নতুন কাজ উদ্ভাবন করে সে তারজন্য পুরস্কার পাবে এবং যারা তাকে অনুসরণ করবে তারাও পুরস্কৃত হবে যদিও নতুন কাজের পথপ্রদর্শকের পুরস্কার একটুও কমবে না। যুক্তিগত ভাবে মিলাদ পালন 'সাদাকাতুন জারিয়া' থেকেও উত্তম কাজ। 'সাদাকাতুন জারিয়া' হল দাতব্য কাজ যা সওয়াব দান করে ও জনগণ যতদিন উপকৃত হবে ততদিন দাতার কাছে সওয়াব পৌঁছাবে। মিলাদ পালনে যিনি করলেন এবং যারা উপকৃত হল অংশ নিয়ে শুধু তারাই নয় বরং যত বেশী বেশী লোক তা পালন করবে তত বেশী লোক উপকৃত হবে ও পুরস্কার পাবে এবং একাজ যুগ যুগান্তর ধরে চলবে। এবং এটা ইসলামের এক মহান আদর্শ ও ঐতিহ্য।

হানাফি ও শাফেয়ী ফিকাহ একটি নীতি তৈরী করেছে যা হল- "আল আসলু ফিল আশ্ ইয়াই আল ইবাদাহ্" অর্থাৎ 'মূল বিষয়টি হল এটা অনুমোদন যোগ্য কিনা মানে যায়েজ কিনা।' এটা বুঝায় যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ নয় তাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য একটা কাজ ভাল না মন্দ তা মুফতিগণ বিচার করবেন এর পদ্ধতি, উপায় ও ফল বিচার করে। পূর্বের সমগ্র আলোচনা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি পরিস্কার হয়:- কোন নতুন কাজ যা পূর্বে ছিলনা বা কেউ কখনও শোনেনি তাকে বিদায়াত বলে চেঁচামিচি করার কিছু নেই। আলেম মুফতিরা বিচার করার জন্য আছেন, যদি যায়েজ না হয় তা বাতিল হবে এবং যায়েজ হলে তাকে অন্য সমস্ত ভাল কাজ থেকে আলাদা করার কিছু নেই। যেমন জামাতে তারাবি নমাজকে আজ আর কেউ বিদায়াত বলে না। অর্থাৎ কোন ভাল নতুন কাজ, পুরানো হোক বা নতুন হোক তাকে বিদায়াত বলে না, তা সমস্ত ভাল কাজের অঙ্গীভূত হয়। "কুল্লু বিদায়াতিন দালালাহ্" মানে সমস্ত নতুন কাজ ভ্রান্ত পথপ্রদর্শন, এখানে বিদায়াত বলতে খারাপ কাজ বুঝায় যা হারামের মত, নাযায়েজ, তাই পরিত্যাজ্য। অভিধান মতে বিদায়াত মানে নতুন কাজ যা অবশ্যই থাকবে, বাস্তবে ঘটবে, কিন্তু ধর্মীয়ভাবে তা দুভাগে বিভক্ত হয় যায়েজ বা নাযায়েজ। যায়েজ কাজ সব ভাল কাজে মিশে যায়।

**সমাপ্ত**

pdf By Syed Mostafa Sakib